ঐতিহাসিক-রহস্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত

ও

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বহরমপুরে
প্রকাশিত।

"Not to invent, but to discover, * * *
has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."

LUDWIG FEUERBACH.

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৩ সাল।

THIS WORK

IS DEDICATED

TO

Professor Maxmuller

AS A TESTIMONY

RESPECT AND ADMIRATION

সূচি-পত্র।

বাণভট্ট ১

জৈনধর্ম্ম ১৭

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ৪৩
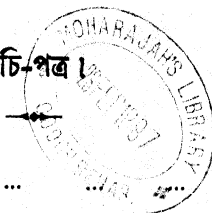
শাক্যসিংহের দিগ্বিজয় ৮৬

সঙ্গীত-শাস্ত্রানুগত নৃত্য ও অভিনয় ... ৯১

সাহসাঙ্ক-চরিত ১১৭

বৌদ্ধ-মত ও তৎসমালোচন ১২৯

পালিভাষা ও তৎসমালোচন ১৪৯

বেদ ১৭৩

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি ২০৯

বুদ্ধদেবের দন্ত ২২৫

বাণভট্ট।

"श्रीदण्डी-डिण्डिमाख्यः श्रुतिकटुकगुरुर्भट्टबाणो भवाणी ।
ख्यातश्चान्ये सुबन्ध्वादय इति कृतिभिर्विश्वमाह्लादयन्ति ॥"

वेदान्ताचार्य्यः ।

বাণভট্ট।

বিখ্যাতনামা বাণভট্টকৃত কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারমধ্যে একখানি অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থের প্রথম পূর্ব্বভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ বা তত্তনয়-ভাগ। গ্রন্থকার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই এজন্য তিনি লোকান্তর গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র শেষভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চারলস্ ডিকেন্স "Mystery of Edwin Drood" নামক তাঁহার শেষ উপন্যাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তাঁহার উপযুক্ত জামাতা বিখ্যাত লেখক উইল্কী কলিন্স্ও উহার শেষভাগ রচনা করিয়া সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই; ফলে সংস্কৃত

সাহিত্যভাণ্ডারমধ্যে এতাদৃশ ঘটনা অতি বিরল। কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং বাণপুত্র দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা; এজন্য তিনি কাদম্বরীর শেষভাগ লিখিয়া গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। উত্তরভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাসভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনাপ্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা আছে। বাণ-তনয়ের গ্রন্থরচনা দ্বারা যশঃস্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পিতৃ-কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শেষভাগ রচনা না করিলে গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত বোধ করি এতদিন লোপ পাইত; সুতরাং এতাদৃশ কুলপাবন পুত্রের জন্মগ্রহণ, বাণভট্টের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। কাদম্বরীর প্রারম্ভ শ্লোকমধ্যে বাণভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

বভূব বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো
দ্বিজো জগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃ সতাম্।
অনেকভূপার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ
কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ॥
উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে
সদা পুরোডাসপবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে
সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥
জগুর্গৃহে ভ্যস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈঃ
সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ।
নিগৃহ্যমানা বটবঃ পদে পদে
যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ॥
হিরণ্যগর্ভো ভুবনাণ্ডকাদিব
ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূৎ সুপর্ণো বিনতোদরাদিব
দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ॥
বিবৃণ্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং
দিনে দিনে শিষ্যগণা নবা নবাঃ।
উষস্সু লগ্নাঃ শ্রবণেঽধিকাং শ্রিয়ং
প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবা ইব॥

বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ
স্ফুরন্মহাবীরসনাথমূর্ত্তিভিঃ।
মখৈরসংখ্যৈরজয়ৎ সুরালয়ং
সুখেন যো যূপকরৈর্গজৈরিব॥
স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং
সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং
ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাম্॥
মহাত্মনো যস্য সুদূরনির্গতাঃ
কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ।
দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা
গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব॥
দিশামলীকালকভঞ্জতাং গত-
স্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ।
চকার যস্যাধ্বরধূমসঞ্চয়ো
মলীমসঃ শুক্লতরং নিজং যশঃ॥
সরস্বতীপাণিসরোজসম্পুট-
প্রমৃষ্টহোমে শ্রমশীকরাম্ভসঃ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপা-
ত্ততঃ সুতো বাণ ইতি ব্যজায়ত॥

অর্থাৎ অশেষগুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়নবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অদ্ভুত যাজ্ঞিক ও নিরতিশয় পণ্ডিত ছিলেন, [তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যাজ্ঞিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে] সেই কুবের হইতে অর্থপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহাত্মারও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যাজ্ঞিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভানু অতি ধীর ও গুণবান্ হইয়াছিলেন। ৮,৯ শ্লোকদ্বয়োক্ত বিশেষণসম্পন্ন চিত্রভানুর যে তনয় জন্মে তাঁহার নাম বাণ——
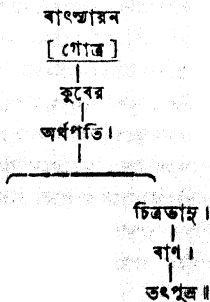
বাণভট্ট গ্রন্থমধ্যে এইমাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কবি-বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম জানিতে পারিলাম। শারঙ্গধরপদ্ধতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখরধৃত এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় যথা—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গ দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণ-ময়ূরয়োঃ।

এই শ্লোকে মাতঙ্গ, দিবাকর, বাণ ও ময়ূরকে শ্রীহর্ষরাজের সভ্য বলা হইয়াছে। বিলোচন কহেন, বাণ ও ময়ূর সমসাময়িক; পরন্তু মাতঙ্গ ও দিবাকরের নাম অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতবর হলসাহেব তাঁহাকে জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরি স্থির করিয়াছেন, এটী প্রামাণিক হইতেও পারে; কেন না মনাতঙ্গ বাণভট্টের সমকালিক ইহা জৈন গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক্ষণে এই তিন জনের আশ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ কোন স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে।

বাণভট্ট হর্ষচরিতপ্রণেতা। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল; এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতন্-লিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসনসময়ে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন, এই হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙসিয়াঙের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ, সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তশতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভত্র এবং নারায়ণ বাণভট্টের সহাধ্যায়ী। তাঁহার গণপতি, অধিপতি, তারাপতি, এবং শ্যামল নামক পিতৃব্য-পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যষ্টীগৃহ এবং মণিপুরে বাস করিয়া কান্যকুব্জ গমন করেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্টের জামাতা। ইহাঁদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়ূরভট্ট উজ্জয়িনী-বাসী। তিনি এবং বাণভট্ট উভয়ে বৃদ্ধ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, এজন্য পরস্পর বিদ্যাবিষয়ে ঈর্ষা করিতেন। একদা তাঁহারা বিদ্যা-বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে

কাশ্মীরে বিদ্যাপরীক্ষার জন্য গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ৫০০ শত বলীবর্দ্দ গ্রন্থভার বহন করিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে ঐ সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে কহিল এই ৫০০ শত বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; এতৎশ্রবণে তাঁহারা গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে দেখেন পুনরায় ২০০০ সহস্র বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের আর একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে শত শত ধিক্কার দিয়া পরস্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তাঁহারা বিশ্রামশালায় উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ূরভট্ট সরস্বতী কর্ত্তৃক জাগরিত হইলেন। দেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা জন্য প্রশ্ন করিলেন "শতচন্দ্রং নভস্তলং" ময়ূর নিমেষমধ্যে তাহার পদ পূরণ করিয়া কহিলেন—

দামোদরকরাঘাত-বিহ্বলীকৃতচেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলম্॥

এইরূপ সমস্যা পূরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়া সগর্ব্বে ভ্রূকুটি কুটিল করতঃ ঐ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন "তোমরা উভয়েই

সৎকবি এবং সুপণ্ডিত; কিন্তু বাণ তুমি গর্ব্বে হুঙ্কার-ধ্বনি করাতে পণ্ডিতোচিত কার্য্য কর নাই। তোমার গর্ব্ব হ্রাস করিবার জন্য 'ওঁ' শব্দের ব্যাখ্যা দেখাই-লাম। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উক্ত টীপ্পনীকার অপেক্ষা তুমি বিদ্যাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনার সমালোচনসময়ে তোমার বিদ্যাগৌরব খর্ব্ব হইল; অতএব পণ্ডিতগণের বিদ্যার গর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।" সরস্বতীর বাক্য শ্রবণে উভয়ের চেতন হইল এবং সেই অবধি রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর প্রগল্‌ভতাবশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায় বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। ময়ূরভট্ট তাঁহার কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ গবাক্ষদ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন, বাণ তাহার স্ত্রীর পদযুগল ধারণ করিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও কামিনীর ক্রোধের শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করি-লেন। বাণ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপ-মানেও দুঃখিত না হইয়া নানাবিধ বিনয়বাক্যে ও শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্ট গোপনে

এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার কন্যাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বাণের স্ত্রী পিতার কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার অঙ্গে চর্ব্বিত তাম্বুল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "এই চর্ব্বিত তাম্বুলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত হউক।" প্রভাত হইবামাত্র ময়ূরভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠ হইল। ময়ূরভট্ট রাজসভা ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্য সূর্য্যদেবের মন্দিরে স্তব আরম্ভ করিলেন এবং একান্তচিত্তে "জম্ভারাতীভকুম্ভোদ্ভবমিব দধতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে স্তবারম্ভ করিলে, ষষ্ঠ শ্লোক—"শীর্ণ ঘ্রাণাঙ্‌ঘ্রি পানিন্" ইত্যাদি পাঠমাত্র ভগবান্ অংশুমালী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে নিমুক্ত করিলেন। এইরূপে সূর্য্যশতক গ্রন্থের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাণভট্ট বিদ্যাবিষয়ে ময়ূরভট্টের প্রতিদ্বন্দ্বী, ময়ূরভট্ট অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে রোগমুক্ত হইয়া রাজসভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইল। রাজা ময়ূরকে আদর করিতে লাগিলেন এবং সভাসদ্গণও তাঁহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা দেখিয়া বাণভট্টের অসহ্য বোধ হইল।

তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হস্ত পদ অস্ত্রদ্বারা খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্যে চণ্ডীকা-শতকে চণ্ডী-স্তব করাতে ভগবতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদবিশিষ্ট করিলেন। এই গল্প একজন জৈন টীকাকারের লিখিত, তাঁহার হিন্দুগণা-পেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক ক্ষমতা ইহাই বর্ণন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য ময়ূর ও বাণভট্টের বিষয় লিখিয়াই তাঁহাদিগের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক। জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরির বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি ইচ্ছানুসারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ৪৪টী "ভক্তামর স্তোত্র" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়াছিলেন। মনাতঙ্গ সূরি এই অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৃদ্ধ ভোজকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গল্প কিন্তু ইহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে মনাতঙ্গ, ময়ূর, এবং বাণ, ইহাঁরা এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্যশতকের টীকাকার মধুসূদনও এইরূপ বাণ ও ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই।

মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয়ে দৃষ্ট হয় যে খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করা-

চার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে বাণ ও ময়ূর অবন্তীদেশবাসী।

বাণভট্ট হর্ষচরিত, চণ্ডীকাশত, এবং কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তা। হর্ষচরিতে শ্রীহর্ষরাজের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার শঙ্করভট্টকৃত টীকা আছে কিন্তু তাহা সুপ্রাপ্য নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য হইতে চণ্ডীকাশতক বিরচিত। উহা আদ্যো-পান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত। সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণে লিখিত আছে বাণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাদম্বরী তাঁহার উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য। কবি ইহার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন "দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাণ স্বীয় অকুণ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা এই কথাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন।" * এ গর্ব্বোক্তি তাঁহার নিতান্ত অর্থশূন্য হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা এবং কাদম্বরী, এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য। তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুমারভার্গবীয়, চম্পূভারত, চন্দ্রশেখর-

---

* দ্বিজেন তেমাক্তকণ্ঠকৌণ্ঠ্যয়া
মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া।
অলব্ধ বৈদগ্ধ্য বিলাসমুগ্ধয়া
ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা।

চেতোবিলাস-চম্পূ প্রভৃতির গদ্য রচনা কাদম্বরীর রচনার নিকট কোন গুণেই সমকক্ষ লক্ষিত হয় না। দীর্ঘ সমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করাতে গ্রন্থখানির রচনা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় একখানি কাদম্বরী-কথাসার নামক কাব্য গ্রন্থ আছে। উহা আট সর্গে বিভক্ত এবং উপন্যাসভাগ অবিকল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত।

সম্প্রতি বাণভট্টকৃত পার্ব্বতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; উহা কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তার লেখনীপ্রসূত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। কোন অলঙ্কারগ্রন্থমধ্যে পার্ব্বতী-পরিণয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না কিন্তু ইহার প্রস্তাবনায় শ্লোকের সহিত কাদম্বরী-গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের ঐক্য আছে যথা—

অস্তি কবি সার্ব্বভৌমো বাৎস্যায়নজলধিসম্ভবো বাণঃ।
নৃত্যতি যদ্রসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী॥

ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্যায়নবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। রচনাদৃষ্টে নাটকখানি কাদম্বরী-প্রণেতার লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার কিছুই কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাব কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত

এবং কোন কোন কবিতার কুমারসম্ভবের কবিতার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

জৈন-ধর্ম্ম।

The Jina or 'conquering saint,' who, having conquered all worldly desires, declares the true knowledge of the Tattvas, is with Jainas what the Buddha or 'perfectly enlightened sain is with Buddhists.

MONIER WILLIAMS.

জৈন ধর্ম্ম।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবসানেই জৈনধর্ম্মের সমুন্নতি। শাক্যসিংহের উপদেশমালা অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্ম্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়া তত্তৎকালীন ভূমণ্ডলের সুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করত বৌদ্ধধর্ম্মের উৎস চতুর্দ্দিগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই মহা বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের তাহাই ঘটিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষে উহা হীনপ্রভা ধারণ করিল। এই অবসরে জৈনধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে মহাজনের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। সদ্‌বিদ্বান্‌গণ আচার্য্যের উপদেশ মূলভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্মের নানা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমেই ধর্ম্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্ম প্রগাঢ় কল্পনাপ্রসূত নহে, সুতরাং ইহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া লইয়া ইহা নির্ম্মিত

এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমালা ইহাতে গৃহীত হইয়াছে তথাপি উহার মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজঃ। জৈন-ধর্ম্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্ম, ইহাতে পৌত্ত-লিক উপাসনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই; এজন্য ইঁহার অভিনবত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈনগ্রন্থসকল রচিত হই-য়াছে। প্রথম সূত্র গ্রন্থ; ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কল্পসূত্র, দশ-বৈকালিক সূত্র, ক্ষেত্রসমাস সূত্র, চতুর্ব্বিংশতি সূত্র, নবতত্ত্ব সূত্র, প্রতিক্রমণ সূত্র, সংগ্রহণী সূত্র, স্মরণ সূত্র ও পক্ষীসূত্র অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন একবিংশতি স্থান, উপদেশমালা, বাল-বিবোধ, উপাধানবিধি, প্রশ্নো-ত্তর রত্নমালা, আত্মানুশাসন, আরাধনাপ্রকার প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। শান্তিজিনস্তব, বৃহৎশান্তিস্তব, মহাবীরস্তব, ঋষভস্তব, পার্শ্বনাথস্তব, কল্যাণমন্দিরস্তোত্র প্রভৃতি স্তবগ্রন্থ। পুরাণ অনেক-গুলি এবং সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে রচিত; তাহার মধ্যে এক্ষণে পদ্মপুরাণ, মহাবীরচরিত নেমিরাজর্ষিচরিত, চিত্রসেনচরিত, মৃগাবতী-চরিত, গজসিংহচরিত, সাধুচরিত প্রভৃতি সুপ্রাপ্য। অধি-কাংশ জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধধর্ম্মের

ন্যায় সাধারণের বোধাধিকারার্থ প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ-নিচয় এই ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাও সংস্কৃত ভাষায় আছে। সুপ্রসিদ্ধ জৈন কোষকার হেমচন্দ্রও প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার টীপ্পনী লিখিয়া দিয়াছেন। জৈনদিগের গ্রন্থ মধ্যে কল্পসূত্র অতীব আদরণীয়। এই গ্রন্থ মহাবীরের পর-লোক গমনের ৯৮০ বৎসর পর অর্থাৎ ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহা ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভদ্রবহু গুজ-রাট্-নিবাসী, তিনি ধ্রুবসেনের রাজ্যশাসন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে ষ্টীভিন্‌সন সাহেব অনুমান করেন, তিনি চারিশত খ্রীষ্টাব্দের লোক। কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত। যশোবিজয়কৃত সংস্কৃত টীকা অতি বিশদ। দেবীচন্দ্র কল্পসূত্রের গুজরাটী অনুবাদ করিবার সময় জ্ঞানবিমল ও সময়-সুন্দর নামক টীকাদ্বয় ব্যবহার করি-য়াছিলেন। ভাদ্র মাসের অষ্ট দিবস জৈনাচার্য্যগণ প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদিবস কেবল কল্পসূত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কল্প-সূত্রে লিখিত আছে, যেমন বিশ্বমধ্যে অর্হতের ন্যায়

পরম দেবতা ও মুক্তির ন্যায় পরম পদ আর নাই, (নার্হতঃ পরমো দেবো ন মুক্তেঃ পরমং পদং) তদ্রূপ শ্রীকল্প সূত্রের ন্যায় ভূমণ্ডলে ধর্ম্মগ্রন্থ আর বর্ত্তমান নাই। কল্পসূত্র সর্ব্বগ্রন্থের শিরোরত্নস্বরূপ। এই কল্পক্রমের শ্রীবীরচরিত্র বীজ, শ্রীপার্শ্বচরিত্র অঙ্কুর, শ্রীঋষভচরিত বৃক্ষমূল এবং শাখা, শ্রীনেমিচরিত স্কন্ধ, স্থবিরাবলী মুকুল, সমাচারিজ্ঞান সুগন্ধ, এবং মোক্ষ ইহার ফল; অধিক কি ইহার অধ্যয়নে জীব জন্ম মরণ প্রভৃতি সাংসারিক কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ-মার্গে গমন করে। এইরূপ কল্পসূত্রসম্বন্ধে অনেক ফলশ্রুতি আছে, তাহা সঙ্কলন করিতে হইলে প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া উঠে। ভদ্রবাহু এই গ্রন্থ দশ শ্রুত স্কন্ধ অষ্টমাধ্যায় এবং প্রত্যাখ্যান হইতে সঙ্কলন করেন। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম হইতে শেষ জিনচরিত কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থবিরাবলী বর্ণন, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাচারী সূত্র ব্যাখ্যান। আমরা কল্পসূত্র হইতে এই প্রস্তাবে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

মহাবীর কর্ত্তৃক জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইনি জৈন-দিগের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর;* এজন্য হেমচন্দ্রের মতে

* "তীর্য্যতে সংসারসমুদ্রোহনেনেতি তীর্থং, তৎ করোতীতি তীর্থ-ঙ্করঃ" হেমচন্দ্রটীকা।

ইহার অপর নাম অতিব ছিল। মহাবীরচরিত অনুসারে ইনিই প্রথমে শত্রুমর্দনের রাজ্যশাসনকালে বিজয় নগরের একটী গ্রামে নয়সার নামে প্রধান গ্রাম্য লোক ছিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম জন্ত যাবাময় মনুষ্য দেহ পরিত্যক্ত হইলেই সৌধর্ম্ম নামক স্বর্গলোকে গমন করিয়া বহুকাল পরে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের পৌত্র মরীচি নামে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহণ করত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তৎপরে কয়েকবার বিলাসপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করত ক্রমে কয়েক লক্ষ বৎসর জৈন স্বর্গে বাস করিয়া অবশেষে রাজগৃহের নৃপতি বিশ্বভূত নামে ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে ত্রিপৃষ্ঠ, চক্রবর্ত্তী, প্রিয়মিত্র এবং তৃতীয়বার সন্ন্যাসধর্ম্মরত নন্দন নামে জন্মগ্রহণ করেন। নন্দনের মৃত আত্মা কুন্দ গ্রামের কোদনবংশোদ্ভব ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী দেবনন্দীর গর্ভে প্রবেশ করিলে, তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। এই স্বপ্নে তিনি হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য্য, লৈঙ্গিক, কুম্ভ, পদ্ম-শোভিত সরোবর, সাগর, স্বর্গ্যাশ্রম, মুক্তাবলী এবং নির্ধূম পাবক দেখিতে পাইলেন, যথা।—

গয়, বসহ, সীহ, অভিসেয়া, দাম, সসি, দিনয়রং,

জহং, কুম্ভ, পউমসর, সাগর, বিমান, ভবন, রয়নুঞ্চয়, সিহিচ।

জলন্ধারবংশোদ্ভবা দেবনন্দী এই স্বপ্নদৃষ্টে অতীব চিন্তাকুলচিত্তে স্বামীর নিকট সমুদয় বিজ্ঞাপন করিলেন। ঋষভদত্ত তপস্বী, জ্ঞানবান্, তিনি যোগবলে স্বপ্নবিবরণ সমুদয় জ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, তোমার গর্ভে এবারে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি রূপে শশধরের ন্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য। সেই বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয় এবং ইতিহাস, পুরাণ (ইহাও বেদের অংশবিশেষ) নিঘণ্টু (বৈদিক শব্দ সংগ্রহ) শিক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গনিচয়ের স্মারক ও ধারণক্ষম হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ বিশেষরূপে অবগত হইবেন। ষষ্টিতন্ত্র কাপিল শাস্ত্রে (অর্থাৎ ষষ্টি পন্থা সাংখ্য দর্শনে) পণ্ডিত হইবেন। গণিতশাস্ত্রে কুশল হইবেন। যজ্ঞবিদ্যায়, ব্যাকরণবিদ্যায়, ছন্দঃশাস্ত্রে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, এবং ব্রাহ্মণবাক্যে (বেদভাগবিশেষ) সন্ন্যাসশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হইবেন।* এতচ্ছ্রবণে

---

* হুবেন গম্ভমুপাত্তে। রিউব্বেয়। জউব্বেয়। সামবেয়। অথর্ব্বণবেয়। ইতিহাস পঞ্চমাণং। নিঘংটুচ্ছট্ঠাণং। সঙ্গোবংগগানং। চউণ্ণ বেয়াণং। সারই। বারই। ধারই। সডংগবী। সট্ঠি তন্ত বিসারই।

ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না কিন্তু দেব-
লীলা মনুষ্যের বোধগম্য নহে। দেবরাজ মহেন্দ্র দেখি-
লেন, পূর্ব্ব পরম্পরা অর্হত, চক্রবর্ত্তী এবং বাসুদেবের
জন্ম, ইক্ষাকু এবং হরিবংশ মধ্যে হইয়াছে। তাহাতে
এপ্রকার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তীর্থঙ্করের জন্মগ্রহণ
অতীব লজ্জাকর; এজন্ত মায়াবলে দেবনন্দীর গর্ভ
হইতে শেষ তীর্থঙ্করকে ভারত ক্ষেত্রের রাবণ নগরের
অধীশ্বর কাশ্যপ বংশোদ্ভব সিদ্ধার্থ নৃপতির রাজ্ঞী
ত্রিশলার গর্ভে সঞ্চালন করিলেন। পুত্রপ্রসবে রাজ্ঞী
ত্রিশলার আনন্দের সীমা রহিল না। স্বর্গে বিদ্যাধরী-
গণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে স্থাবর
জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল। নৃপতি পুত্রের নাম বর্দ্ধ-
মান রাখিলেন এবং শক্র তাঁহার দেবতা ও মনুষ্যের
উপর কর্ত্তৃত্ব জন্ম তাঁহার মহাবীর আখ্যা প্রদান করি-
লেন।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্তা
যশোদার পাণিপীড়ন করিলেন। এই উদ্বাহের অল্প-
কাল পরেই তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী একটী কন্তা

সিধানে। সিধাকণ্যে। বাগরণে। ছন্দে। নিরুত্তে। জীই সামরণে। অণসুয়। বংভর এসু। পরিবাররসু। সুপরি নিব্বিটহিএ। আবি-ভবিস্মই॥

জন্মিল। কুমার জামলি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মহাবীরের পিতামাতার মৃত্যু হইল; ইহাতে তিনি সংসার অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধনকে রাজ্যভার প্রদান করতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বহু দর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল এবং ৬ বৎসর কাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলেন। সিদ্ধার্থ নামক যক্ষ গোপনে তাঁহার সহায় হইয়া বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহাবীরের গোশল নামক নীচকুলোদ্ভব এক শিষ্য হইল। এব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত। একদা পার্শ্বনাথ জিনের মতাবলম্বী বর্দ্ধন সুরির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধানসম্বন্ধে বিবাদ ঘটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলম্বী দিগম্বর, তিনি পার্শ্বনাথের মতাবলম্বী শ্বেতাম্বর জৈনগণকে তাড়না করাতে, তাহারা কহিল, "নিগ্রন্থাঃ পার্শ্বশিষ্যাঃ বয়ং" তাহাতে গোশল প্রত্যুত্তর করিল—

"কথন্তু যুয়ং নিগ্রন্থা বস্ত্রাদিগ্রন্থধারিণঃ।
কেবলং জীবিকাহেতোরিয়ং পাষণ্ডকল্পনা॥

বস্ত্রাদিসঙ্গরহিতা নিরপেক্ষা বপুষ্যপি।
ধর্ম্মাচার্য্যো হি যাদৃক্ষে নির্গ্রন্থা স্তাদৃশাঃ খলু।"*

মহাবীর এইরূপ সশিষ্য ৬ বৎসর মগধে ও অযোধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বজ্রভূমি, শুদ্ধিভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোপগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধচিত্ত হয়েন নাই। এ সময় তাঁহার এক শিষ্য (তেজঃ লেশ্য) যোগশিক্ষা করিয়া, স্বয়ং জিনত্ব† প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় কেহই পূর্ণমনোরথ হয় নাই। তিনি কৌশাম্বীতে গমন করিলে নৃপতি শতানীক তাঁহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। এই সময় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপবাসাদি শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার বৈশাখ মাসে বজ্র-

---

* আমরা ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য, আমরা নির্গ্রন্থ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের নাই। তদুত্তরে গোশল কহিল "তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিলক্ষণ বস্ত্রগ্রন্থ দেখিতেছি। হায়! হায়! কোন পাষণ্ড ব্যক্তি এই কল্পনা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য যেমন বাহ্য শরীরে বস্ত্রাদিসঙ্গরহিত, তেমনি অন্তরেও সঙ্গরহিত। আমাদের অন্তর্ব্বহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না।

† জয়তি রাগদ্বেষ মোহাদিমিতি জিনঃ। হেমচন্দ্রটীকা।

পালিকা নদীতীরস্থ শালবৃক্ষমূলে জপ করিতে করিতে কেবলীজ্ঞান লাভ হইল। এই জ্ঞানই জৈন ধর্ম্মের চরম সীমা। এক্ষণে মহাবীর জিনপদবাচ্য হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষ্য তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেন। মহাবীরের জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ, দুঃখ, স্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে "সিদ্ধ বুদ্ধে মুত্তে অন্তগড়ে পরিনিব্বুউ সব্বদুঃখপহিণে" "অর্থাৎ সর্ব্ব সন্তাপা-ভাবাৎ" সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, "যথা অণংতে অণুত্তরে নিব্বধাই নিরাবরণে কসিনে কেবল বরণানন্দ সনা সমুপ্যন্নে।"

মহাবীরের চতুর্দ্দশ শিষ্য সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিন-তুল্য মহা পণ্ডিত। যথা,— "অজিনাণং জিনসংকাসং সর্ব্বাখর সন্নি পাইন" (অজিনা অপি জিনসদৃশাঃ সর্ব্বাক্ষরসমূহজ্ঞাতারঃ।)

মগধের গোতমবংশীয় বসুভূতির ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি নামক তিন পুত্র। হেমচন্দ্র ইহাদিগের

সকলকে গৌতম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মন্ডিত, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচলভ্রাতা, মৈত্রেয়, মহাবীরের একাদশ শিষ্য গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্য্য দ্বারা জৈন ধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সমানিক এবং শ্রীণিক নামক কৌশাম্বী এবং রাজগৃহের নৃপদ্বয়কে জৈনমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, মহাবীর ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কহিয়াছিলেন, কুমারপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি করিবেন; এতৎসম্বন্ধে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যে এই মাত্র লিখিত আছে যথা—

"ততঃ কুমারপালস্তু বাহড়ো বস্তুপালবিৎ।
সমায়াস্থা ভবিষ্যন্তি শাসনেঽস্মিন্ প্রভাবকাঃ॥"

মহাবীর বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সাধু, ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্রে †

---

* ইন্দ্রভূতিরগ্নিভূতির্ব্বায়ুভূতিশ্চ গোতমঃ।

† সূত্রিতানি গণধরৈ রঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ। পূর্ব্বানীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ। ইতি মহাবীরচরিতম্। জৈনদিগের অঙ্গ শাস্ত্রের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পূর্ব্বাঙ্গ বা পূর্ব্বতন্ত্র বলে। পূর্ব্ব নামক শাস্ত্র চতুর্দ্দশ সংখ্যায় বিভক্ত।

পণ্ডিত, ৩০০ শত শ্রমণ, ১৩০০ শত অবধি জ্ঞানী, * ৭০০ শত কেবলী,† ৫০০ শত মনোবিৎ ৪০০ শত বাদী, এক-লক্ষ উনষষ্টিসহস্র শ্রাবক, এবং এই সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবং গৌতম ও সুধর্ম্মা নামক দুইজন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ়চিন্তাশীল শিষ্য-গণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শ্বনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় পুরাবিৎগণের মতানুসারে শেষ তীর্থঙ্করের খৃষ্ট জন্মাইবার ৫৬৯ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল।

মহাবীর চতুর্ব্বিংশতি জিন। তাঁহার পূর্ব্বে ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপর্শ, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতলা, শ্রেয়াংস, বাসুপূজা, বিমলা, অনন্ত, ধর্ম, শান্তি, কুন্ত, অরা, মাল্লি, সুব্রত, নাম, নেমি, ও পার্শ্ব নামক তীর্থঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে প্রচ-

* "অসম্যক্‌দর্শনাদি গুণজনিতক্ষয়োপশম নিমিত্তমবিচ্ছিন্ন বিষয়ং জ্ঞানমবধিঃ।" ইতি জৈনসূত্রবিবরণম্। ভ্রমাদিদোষ নির্ম্মুক্ত নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি জ্ঞান বলে।

† সর্ব্বথাবরণবিলয়ে চেতনস্বরূপ আবির্ভাবঃ কেবলং তদস্যাস্তি ইতি কেবলী।—হেমচন্দ্র টীকা।

লিত। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য মধ্যে পার্শ্বনাথসম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যথা——

"তত্রাসীদশ্বসেনাখ্যো জিনাজ্ঞাকলনো নৃপঃ।
অভিরামগুণোদ্দামা বামা বামাশয়াজনি॥
সর্ব্ববামাশিরোরত্নং শীলধ্যানাস্য বল্লভা॥
সান্তদা যামিনী যামে তূর্য্যে বর্য্যসুখাকরান্॥
শয়ানা শয়নীয়ে প্রাপশ্যৎ স্বপ্নাংশ্চতুর্দ্দশ॥
চৈত্রে সিতৌ চতুর্থ্যাং তে বিশাখায়াং জিনেশ্বরঃ।
তদ্গর্ভে প্রাণতামগাদুদ্দ্যোতশ্চ জগত্রয়ে॥
পূর্ণেহথকালে পৌষস্য দশম্যাং মিত্রভে সুতম্।
সাহসূত শ্যামলং সর্পধ্বজমিজ্যং সুরাসুরৈঃ॥"

অর্থাৎ পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইঁহার মাতার নাম বামা। বামাদেবী একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন চৈত্র শুক্ল চতুর্থীতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জৈনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের দশমী তিথিতে মিত্র দৈবত নক্ষত্রে তাঁহাকে প্রসব করিলেন। তিনি শ্যামবর্ণ এবং সর্পচিহ্নযুক্ত ও সকলের পূজ্য। পার্শ্বদেব যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করেন, তখন তাঁহার মাতা বামাদেবীর এই-

রূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাঁহার পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন। এ কথা মুখেও বলিতেন, অতঃপর ঐ কারণে তাঁহার পিতা "পার্শ্ব" এই নামে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রমে পার্শ্বনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন যথা——

অষম্মিন্ গর্ভগে পার্শ্বে সর্পং সর্পন্তমৈক্ষত।
ইতীব নির্মমে তস্য পার্শ্ব ইত্যভিধাং পিতা॥

পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয়কালই নির্দ্দোষে অতিবাহিত হয়। পরে বার্দ্ধক্যে তিনি কাশী-বাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশ প্রদান, ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয় যথা——

"আয়ুর্ব্বর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মেত শৈলং গতো।
মাসেনানশনেন কর্ম্ম বিলয়ং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা॥
সার্দ্ধং তৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টমদিনে মাসে শুচৌ নির্বৃতে।
রাধায়াং ত্রিদশৈঃ কৃতান্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাথো জিনঃ॥

জৈনদিগের আচার্য্যেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শন-গ্রন্থ, বস্তুনির্ণয়, ও তর্কপ্রণালী উদ্ভাবন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ

এই যে, তাঁহারা আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্য বস্তুর পৃথক্ সত্ত্ব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচার্য্যদিগের উহা রুচিকর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা গ্রন্থ নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই মতের দর্শনগ্রন্থ এই সকল—

সিদ্ধসেন বাক্য। প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ড, (গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র) আপ্ত নিশ্চয়ালঙ্কার (অহ্র্ৎ চন্দ্র সূরি গ্রন্থকার) তৌতাতিক (তুতাতভট্ট গ্রন্থকার) বীতরাগস্তুতি। অর্হৎ প্রবচন সংগ্রহ। পরমাগম সার। যোগদেব (ইনি গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না) তত্ত্বার্থ সূত্র। অর্হত (ইনিও গ্রন্থনির্ম্মাতা, গ্রন্থের নাম উল্লেখ নাই) পদ্মনন্দি। বাচকাচার্য্য (ইনিও গ্রন্থকার) স্বরূপ সম্বোধন। বাচকাচার্য্যের টীকাকার বিদ্যানন্দ। হেমচন্দ্রাচার্য্য। সিদ্ধান্ত। অনন্তবীর্য্য (গ্রন্থকার) স্যাদ্বাদ মঞ্জরী। (জিনদত্ত সূরি প্রভৃতি গ্রন্থকার)।

জৈন দুই প্রকার। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্ম্মপ্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত সূরি বলিয়াছেন যথা—

জিনদত্তসূরিণা জৈনং মতমিশগমুক্তম্।
বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দ্দানলাভয়োঃ।

অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ধী-রজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্।
হিংসারত্যাহরতী রাগদ্বেষৌ রতিরতি স্মরঃ।
শোকো মিথ্যাত্ত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ।
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।
জ্ঞান দর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্তিনি।
স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বেপ্রত্যক্ষ মনুমাপি চ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা।
জিবাজীবো পুণ্যপাপে চাশ্রবঃ সংবরোঽপিচ।
বন্ধো নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে।
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।
সৎকর্ম্ম পুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ।
আশ্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বিযোজনম্॥
অষ্টকর্ম্মক্ষয়ান্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন।
পুণ্যস্য সংশ্রবে পাপস্যাশ্রবে ক্রিয়তে পুনঃ॥
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকা গূঢ়স্য চাত্মনঃ।
ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নিব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা॥
সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃনিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধাশিনোগৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যু র্জিনর্ষয়ঃ॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ॥ ইতি

মৰ্ম্ম এই—এই মতের উপাস্য দেবতা জিন। বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ যাঁহার নাই তিনিই তত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্করীতির নাম স্যাদ্বাদ। ইহাদিগের মতে জগতের মূল তত্ব এক মতে ৯টী, এক মতে ৭টী। তন্মধ্যে নিত্যানিত্য সম্মিশ্র। ঐ সকল তত্বের নাম জীব(১) অজীব(২) পুণ্য(৩) পাপ(৪) আশ্রব(৫) সম্বর(৬) বন্ধ(৭) নির্জ্জরণ(৮) মুক্তি(৯)। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব—সৎকর্ম্মসমূহ পুণ্য—তদ্বিপরীত পাপ—কর্ম্মের বন্ধনজনকতা আশ্রব—কর্ম্মত্যাগ নির্জ্জর—অষ্ট-কর্ম্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ববাদীর মতে মোক্ষ পদার্থটী নির্জ্জরণের অন্তর্ভূত—পুণ্য সংশ্রবের ও পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গরহিত, কেশ সংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ। শ্বেতাম্বরেরা উহা করে না। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, দিগম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্য্যলিঙ্গক ঈশ্বরানুমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ" ক্ষিত্যাদি-পদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যে হেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্য। যে বস্তু জন্য হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। এইরূপ ঈশ্বরানুমান জৈনেরা করে না। তাহাদের মতে জগৎ জন্যই নহে। তাহারা এই মাত্র বলে, যে, কোন সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর।

* সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদীচ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥" ইতি—
অহং চন্দ্র সূরি।

উহাদের ঈশ্বরানুমানপ্রণালী এই যে, সর্ব্ব পদার্থ সাক্ষাৎকারী কোন এক আত্মা আছেন; কারণ, যখন দেখা যায় যে আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক। এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞানপ্রতি-বন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে। যাহার জ্ঞান-প্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ক কৌশল আছে, তত্তা-বতের অবতারণ করা নিষ্প্রয়োজন।

জৈনমতে জীব দুই প্রকার। সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব দুই প্রকার,—সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষা-ক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক, আর তদ্রহিত জীব অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব দুই প্রকারে বিভক্ত।—ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ গণ্ডলক প্রভৃতি দ্বি-ইন্দ্রিয় ত্রি-ইন্দ্রিয় ভেদে ত্রস ৪ প্রকার। পৃথিবী-জল-বৃক্ষাদি ভেদে বহু-বিধ স্থাবর। তত্ত্বজ্ঞান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপা-বগতি। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চা এবং জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানা-বরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখস্বরূপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত ঊর্দ্ধ গমন।

"গত্বাগত্বা বিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশমাগতাঃ॥"

ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গী নয় অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত।

কল্প সূত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্তব্যানু-ষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে, সাধারণতঃ তাহা-দের পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র যথা—"ওঁম্ হ্রীং—ঋষভের স্বস্তি—ওঁম্ হ্রীংহম্,—ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যোনমঃ—ওঁম্ হ্রীং হ্রীম্ সমজিন চৈত্যালেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ" ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা—

"নমো অরীহন্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রী-য়াণং নমো উজ্‌ঝয়াণং নমো লোইসর্ব্বসাহূণং।"

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতি-গণ অবগত নহেন। তাঁহারা ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম এইমাত্র জানে যে—ধর্ম্মো জগতঃ সারঃ। সর্ব্বসুখানাং প্রধান-হেতুত্বাৎ। তস্যোৎপত্তির্মনুজাঃ। সারং তেনৈব মানুষ্যো। অর্থাৎ ধর্ম্মই জগতের সার, যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রের প্রধান কারণ। এবম্ভূত ধর্ম্মের উৎপত্তিকারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্যকে জীবমধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন "স্বর্গাপবর্গপ্রদঃ" স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্ম্মের ফল, ও "সাধুনাং আচারঃ" অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচ-রণ করেন, তাহাই ধর্ম্মকে জানিবার পথ এবং ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে "পুরুষপ্রধানত্বাৎ ধর্ম্মস্য" অর্থাৎ যদ্দারা মনুষ্যেরা ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারে। যতিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা——

চৈত্যে পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনং সাম্বৎসরিক প্রতিক্রমণং মিথঃ সাধর্ম্মিকং শমনং অষ্টমং তপশ্চ।

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ [১] সাধু-দিগের বন্দনা করা [২] বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এক-বার তীর্থ পরিভ্রমণ [৩] পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান [৪] ইন্দ্রিয়দমন [৫] এই পাঁচটী অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম। অশোকের ন্যায় তাহাদিগেরও এইরূপ রাজ ঘোষণা আছে —"অমারী—ঘোষনাদ" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিওনা। জৈনধর্মের এই মাত্র সার নীতি যথা——

"ত্যজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্মং সনাতনম্।
স্বদেহেনাপি সত্ত্বানাং বিধেহ্যুপকৃতিং তথা॥
তদ্বৈরিণ্যাপি মা বৈরং কুর্য্যাঃ স্বস্য হিতায় চ॥
উবাচ চ জিনো দেবো গুরুমুর্ক্তপরিগ্রহঃ।
দয়াপ্রধানো ধর্মশ্চ ত্রয়মেতৎ সদাস্তুমে॥" ইতি
শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যম্।

যে সকল নীতি উদ্ধৃত হইল তাহা সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ সকল ধর্মের সারভাগ, সুতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্ম তাহা কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে, তাহাতেই উদয়নাচার্য্য কহেন—

"যত্তু সাধারণো মুখমণ্ডলী করণাদিঃ কেশোল্লুঞ্চনাদিশ্চনাসৌ সর্ব্বৈ রনুষ্ঠীয়তে।" "অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম; তাহা অন্য কোন জাতির নাই।

অমরসিংহ এবং হেমচন্দ্র (সংস্কৃত কোষকার) জৈনধর্মাবলম্বী। অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ সুতরাং

তিনি খৃষ্টীয় ৫০০ পঞ্চশত শতাব্দীর ব্যক্তি। বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির অমরসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি জৈনগ্রন্থের মতানুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহাবীরের পরে সুধর্ম্ম, যতীশ্বর, বজ্রসেন, চন্দ্র, মনাতুজ, জয়দেব, শ্রীযশ, বিজয়, সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলি জৈনধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্ক তরঙ্গে জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্ব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য ধনেশ্বর সূরি সুরাষ্ট্র দেশের শত্রুঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দ্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরাষ্ট্রাধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর

সূরি ৪৭৭ শকে প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীরাজ শিলাদিত্যের পার্ষদ এবং তাঁহার ধর্মোপদেষ্টা।*

জগৎশেঠের সঙ্গে জৈনধর্মাবলম্বী ওসয়ালগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এক্ষণে সুবিখ্যাত শেঠবংশধরেরা জৈন ধর্মত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের ওসয়ালগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরসিদাবাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের আকর স্থান। তাঁহারা বঙ্গদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের মন্দির বহুব্যয়ে নির্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাহ্মণগণ পূজারি রূপে নিযুক্ত আছে।

---

* "সপ্ত সপ্ততিমব্দানামতিক্রম্য চতুঃশতীন্।
বিক্রমাব্দাচ্ছিলাদিত্যো ভবিতা তিক্ষুবুদ্ধিকৃৎ।
"সপ্ত সপ্ত চতুঃ সরে ‡ গতে বিক্রমবৎসরে।
"শ্রীশত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যং বক্তি ভক্তি প্রণোদিতঃ।
বলভ্যাং শ্রীসুরাষ্ট্রেশ শিলাদিত্যস্য চাগ্রহাৎ।"
ইতি শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যং।

‡ সরে—শতে। অয়মব্যয়শব্দঃ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

"দিব্যবিমলচক্ষুঃ পশ্যসি বুদ্ধান্ দশদিশি লোকে।
ধর্ম্মং শৃণোষি————————————"

(ললিত বিস্তর, ২য় অধ্যায়।)

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম্ম। বেদ হিন্দু-গণের বিশ্বাসের মূলভিত্তি এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহক সমস্ত কার্য্যকলাপ বৈদিক ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহার অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেন না বেদ ঈশ্বরের বাক্য—মানবীয় বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই সুতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড,—সমাজশত্রু। বৈদিক আচার ব্যবহারে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দুরপরাহত সাধারণে ধর্ম্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে

প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এ সময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতিদুর্ল্লভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্য্যকলাপ-অনুষ্ঠানে আর্য্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং ভারত সমাজের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদয় হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইহাঁর প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডীয় নবোত্তরশততম সর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
ন নাস্তিকে নাভিমুখো বধঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ গণেশ ও শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ। ইহাঁর পুর্ব্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপূজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্য-লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্য সিংহ "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" মর্ত্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশুভপ্রদ ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক; যথা, ললিত বিস্তরে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

জ্ঞানপ্রভং হততমস্সুপ্রভাকরং
শুভপদং শুদ্ধবিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্তকায়ং শুভশান্তমানসং
মুনিং সমাশ্রিয্যত শাক্যসিংহম্॥
জ্ঞানোদধিং শুদ্ধমহানুভাবং
ধর্ম্মেশ্বরং সর্ব্ববিদং মুনীশম্॥ ইত্যাদি।

অভিধান মধ্যে শাক্য সিংহের নামান্তর যথা—খজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবী সুত ও গৌতম। হেমচন্দ্র তাঁহার এই কয়েকটী নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেয়, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গৌতমানেয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত।

অমরকোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ যথা "শুদ্ধোদনিচ গৌতম, শাক্য সিংহো তথা শাক্য মুনিচ অরিচ বন্ধুচ।"

শাক্য সিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। "শাক্যবংশ" ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষ্বাকু

বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক শাক বৃক্ষের (সেগুন) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ ইক্ষ্বাকু বংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তিস্থলে লিখিয়াছেন, যথা "শাক্যবংশপ্রভবাৎ শাক্যঃ;—শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ, তথাহি—শাকো নাম বৃক্ষবিশেষঃ, তত্র ভবো বিদ্যমানঃ শাক্যঃ,পিতুঃ শাপেন কশ্চিদিক্ষ্বাকুবংশীয়ো গোতমবংশজ-কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসশ্চ শাক্য উচ্যতে;—তদুক্তং, "শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।" শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্য সিংহ প্রকৃত ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা গৌতমবংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িতভাবে শাকবৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গৌতম উভয় নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিল বস্তু* নগরের রাজা ছিলেন। আর্য অভিধানে লিখিত আছে, শুদ্ধোদন রাজা অতি ন্যায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন যথা "শুদ্ধোদনো যতো ভুঙ্‌ক্তে ন্যায়বান্ শুদ্ধমোদনম্।" ললিত বিস্তরে লিখিত আছে শাক্য সিংহ জম্বুদ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য কুলকে নির্দ্দোষ জানিয়াছিলেন—মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে, প্রদ্যোতন কুল, মথুরা, হস্তিনায় পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব বংশকেও সদোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন—" পাণ্ডবকুলপ্রসূতৈঃ কৌরববংশোঽতি ব্যাকুলীকৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়ন্তি; ভীমসেনো-বায়োঃ— ইত্যাদি—" একুলের দোষ হইল যে পাণ্ডবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এইরূপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র শাক্যবংশ নির্দ্দোষ।

শাক্যসিংহ কপিলবস্তু নগরে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

---

* নেপাল দেশের পর্ব্বতসন্নিকটে।

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব যে কালে তুষিত পুরী পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, মায়াদেবী সেই সময় নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যথা—

"হিমরজতনিভশ্চ ষড়্বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষা উদরমুপগতো গজো প্রধানো ললিতগতি দৃঢ়বজ্রগাত্রসন্ধিঃ।" অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, সুরক্ত মনোজ্ঞ কর ও শীর্ষদেশ একটি গজ, মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় না "নচ মম সুখং জাতু এব রূপং দৃষ্টমপিশ্রুতং নাপি চানুভূতম্।" ভাবিলেন একি! কখন আমর এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণও করি নাই। নিদ্রাভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্নবিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিতকারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে এইরূপ দৈব বাণী হইল; যথা—"তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্ত্বো মহাত্মা নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।" অর্থাৎ হে নৃপতি! তুমি শঙ্কিত হইও না,

মহাত্মা বোধিসত্ত্ব তুষিত পুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া এই মায়া দেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন। মায়াদেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্ট প্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, যথা,—তৃণকণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকাদির দৌরাত্ম্য ছিল না—হিমালয় পর্ব্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্ব্বকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশ হইয়াছিল—শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃপুরে যে সকল বাদ্য যন্ত্র ছিল তাহা সমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিত বিস্তরে লিখিত আছে, এখানে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্য সিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়াদেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহের পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগিনী দ্বারা অতিযত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি

হইতে লাগিল এবং শাক্য সিংহ অচিরকালমধ্যে বহুবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে সময়ে তিনি চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে সংসার সুখে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহল্লক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য, রাজা শুদ্ধো-দনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে "যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতো ভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ।—উত নাভি নিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্তীচ বিজেতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্ন সমন্বাগতঃ" (১২ অধ্যায় ললিত বিস্তর দেখ—)

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন কন্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলে শত শত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। কুমারকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম-ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যান নিমীলিত নেত্রে ধ্যেয় সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব; সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহা আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, জল মধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে থাকিয়াও কদাচিৎ বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকেও ভার্য্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক। ইহার মূল এই—"বিদিতংময়ানন্তকামদোষাঃ শরণ সর্ব্বদাস শোক দুঃখমূলা ভয়ঙ্কর বিষপত্র সন্নিকাসা জ্বলনন্নিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ, কামগুণে নবেত্তি ছন্দং রাগো নচাহং শোভে স্ত্র্যাগার মধ্যে

যোগ্যমুপবনে বসেয়ং তুর্কীয় ধ্যানসমাধিসুখেন শান্ত-চিত্ত।" ইতি। অপিচ,

"সঙ্কীর্ণ পঙ্কি পদ্মানি বিবৃদ্ধিমেন্তি,
আকীর্ণ রাজ্জুজনমধ্যে লভাতি পূজ্যাম্, [শোভাম্]
যদি বোধিসত্ত্ব পরিবার বলং লভন্তে,
তদসত্ত্ব কোটি নিযুতান্তমৃতে বিনেন্তি ॥
যেচাপি পূর্ব্বক অভুবিদুবোধিসত্ত্বাঃ,
সর্ব্বেতি ভার্য্যাসুত দর্শিত ইস্ত্রীগারাঃ
নচ রাগ রক্ত নচ ধ্যান সুখেভিভ্রষ্টা
হন্তাহ্ শিক্ষরি অহংপিগুণেষু তেষাং। (১২ অঃ দেখ)

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈবচ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয় ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য, যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্ব্বোক্ত গুণ [সে সকল গুণ ল, বি, ১২অ, দেখ] আছে, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও। অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,

"ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ,
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।"

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত

হন না। গুণ, সত্য, ও ধর্ম্মেই কুমারের মন,—ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপা নাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। "অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য দুহিতা শাক্য কন্যা বা দাসী শত পরিবৃতা," ইত্যাদি ল, বি, দেখ।

শাক্যসিংহ কিছুকাল দাম্পত্য সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সতত গম্ভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষু-দ্বারা দেখিতেন, "সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা নচ শাশ্বতাপি, ন নিত্য কল্পা মায়ামরীচি সদৃশা, বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলা॥"

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসারের সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগ-রের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতে-ছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন

জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স জন্য এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে মনুষ্য-শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও চিন্তা করি না। সারথি! রথ-বেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য এক দিবস শাক্যসিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে স্বজন পরিত্যক্ত বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার তাদৃক অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি করযোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজ-কুমার কহিলেন, "হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যের এতাদৃক্ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল

দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ তৃতীয়বার রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বজন বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সারথিকে কহিলেন, যৌবন-গর্ব্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের মধ্যে বিনষ্ট হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেই এইস্থান চিরসুখের হইত।" তাহার পর মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "সারথি! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।"

অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তরাভি-মুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্তমূর্ত্তি রোগ শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সারথি কহিল, "রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দ চিত্তে ভিক্ষায়ে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, "সংসারের মধ্যে এইব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমুল দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিক্; জরাগ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্; ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয়, এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমত জীবনকেও ধিক্—হায়!"

"ধিগ্‌যৌবনেন জরয়া সমভিক্রুতেন।
আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন॥
ধিগ্‌জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।
ধিক্‌ পণ্ডিতস্থ পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গে॥"

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ স্কন্ধ* জন্য একমাত্র দুঃখস্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে, এজন্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় করা কর্ত্তব্য। যথা—

যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধি র্ন মৃত্যু।
তথাপিচ মহদ্দুঃখংপঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিংপুনর্জ্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং॥

এইরূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজল-নেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্ত নানা অনুনয় করিতে

---

* "দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধা স্তেচ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপ মেবচ।" বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং রূপ, এই পঞ্চ স্কন্ধ, ইহাই সাংসারিক আত্মার দুঃখ হেতু।

লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন, যথা,—

"ইচ্ছামি দেব জ্বর মহনমাক্রমেয়া।
শুভ্রবর্ণ যৌবন স্থিতো ভবি নিত্য কালং ॥
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবিনোচ ভবেত ব্যাধি।
রমিত আয়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যু ॥"

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন; "পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।" রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভীষ্ট সিদ্ধি-জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

এক গভীর রজনীযোগে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্র রাহুল'কে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ করত 'অনোমা' নদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগি-

লেন। প্রথমে বৈশালীতে* আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে, অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এস্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব নামক গ্রামে ছয় বর্ষকাল অতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত বিশুদ্ধ সমাধি, ও মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। ক্রমে তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধিক্রমমূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

---

* বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ একণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর পূর্ব্বাংশে বদরিকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্ত্তী নগরের নাম বৈশালী। কিন্তু কনিঙ্হাম্ সাহেব তাঁহার প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোলে লিখিয়াছেন, "বৈশালী পাটলীপুত্রের উত্তরে স্থাপিত ছিল। তিনি আধুনিক বিসার নামক স্থানকে 'বৈশালী' বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রমাণে অনেকের তাদৃশ আস্থা নাই।"

৫৮৮ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমতঃ বারাণসীতে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ জন সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিল। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বসরের প্রযত্নে রাজগৃহের বক্তৃতাকালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কালান্তকবিহার তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় শাক্যসিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভিব্যাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি শ্রাবস্তীতে বাস করেন। তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক বণিক তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন৹ শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী

শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিপতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ পরে তিনি কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশীনগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যু-কালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল;

কিন্তু আর্হতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ, তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশিষ্ট হইল, ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে করিতে নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর, এই ৮ স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করিল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং এত অনুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্য দেবের ন্যায় তাঁহার মত, শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক

মৃত্যুর অন্তে জগতের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা। ইহা খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থনিচয় প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আমাদিগকে কহিয়াছিলেন যে, "আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে।" এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এতদ্বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন; এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণিশিখরমূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালা-

শোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। এই সকল সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈদিক কার্য্যকলাপে ক্রমেই হতাদর হইতে লাগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই অবরুদ্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈর-নির্য্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁকে সকলে প্রচণ্ডা-শোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খৃঃপূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করাতে সকলেই ইহাঁকে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারি বৎ-সরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়া-ছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইহাঁর করতলস্থ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া-

ছিল। ইনিই বৌদ্ধগণের "দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারকেরা ইহাঁর অনুজ্ঞানুসারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এবং পুরস্ত্রীবর্গের নিকটও ধর্ম্মপ্রচার করতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহের নামে বিখ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিবিধ অনুজ্ঞা খোদিত আছে।* ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলী, গুজরাটে গির্ণারে শিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দ গিরির অঙ্গে, অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। এই সকল লিপি আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিয়োকস্, টলেমী, আন্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত

---

* মহারাজ অশোক তাহা পালি-লিপিতে লিখিয়াছিলেন; যথা,—"হেবহংচ হেবহংচ মে পালিয়ো বা দেয়ো—" অর্থাৎ এইরূপে এইরূপে আমার পালি অনুজ্ঞা সকল পাঠ করিবে।

হওয়া গিয়াছে। অশোকের খৃঃ পূঃ ২২৬ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃ পূঃ বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্নাচ্ছলে উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাকী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"ইদম্প্রত্যয়ফলমিতি। উৎপাদাদ্বা তথাগতানা মনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতা ইতি—অথ পুনরয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ, যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালং নালাদ্গর্ভো গর্ভাচ্ছুকং শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি; অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি যাবদসতি পুষ্পে ফলম-

ভবতি, সতিতু বীজেঽঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি তত্রবীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি, অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেনাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিতি, তস্মাৎ সত্যপি চৈতন্তে বীজাদীনা মসত্যপি চান্যোস্যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি কার্য্য কারণ ভাব নিয়মোদৃশ্যতে, ইত্যুক্তো হেতূপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্য সমুৎপাদস্য উচ্যতে প্রত্যয়ো হেতূনাং সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবৎ। যন্নাং ধাতূনাং সমবায়ং বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে তত্র পৃথিবী ধাতুর্বীজস্য সংগ্রহে কৃত্যং করোতি, যথাঙ্কুরঃ কঠিনোভবতি, অপ্‌ধাতুর্বীজং স্নেহয়তি, তেজো ধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি, বায়ুর্ধাতুর্বীজমভিনির্হরতি যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ ধাতু বীজস্যানাবরণং কৃত্যং করোতি, রূপ ধাতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি, তদেতেষাং অবিকৃতানাং ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যাঙ্কুরো জায়তে নান্যথা। তত্র পৃথিবী ধাতো নৈবং ভবত্যহং বীজস্য পরিপাকং করোমীতি; অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রত্যয়ৈ নির্ব্বর্ত্তিত

ইতি। তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্য সমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি, হেতূপনিবদ্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবদ্ধতশ্চ। তত্রাস্য হেতূপনিবন্ধো যথা, যদিদমবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতিঃ প্রত্যয়ং জরা মরণাদীতি। অবিদ্যাচেন্নাভবিষ্যাৎ নৈবং অঙ্কুরো অজনিষ্যত এবং জরা মরণাদয় উদপৎস্যন্ত। যাবজ্জাতিশ্চেন্নাভবিষ্য নৈবং তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি, সংস্কারাণামপি নৈবং ভবতি বয়মবিদ্যয়া নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবত্যহং জরা মরণাদ্যভিনির্ব্বর্ত্তয়ামীতি জরামরণাদীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাত্যা অভি নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি, অথচ সৎস্ববিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপি সংস্কারাদীনা মুৎপত্তির্বীজাদিষ্বিব সৎস্বচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষ্যঙ্কুরাদীনাং, ইদং প্রতীত্যং প্রাপ্যোদ মুৎপদ্যন্ত ইতি। এতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধেঃ। সোয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্য সমুদায়স্য হেতূপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্তেজো বায্বাকাশ বিজ্ঞান ধাতূনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্রকায়স্য পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিন্যমভি নির্ব্বর্ত্তয়তি অপ্‌ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ং তেজো ধাতুঃ কায়স্য অশিত পীতে পরিপাচয়তি বায়ু ধাতুঃ কায়স্য

শ্বাস প্রশ্বাসাদি করোতি আকাশ ধাতুঃ কায়স্ত শুষির-ভাবং করোতি যচ্চ নামরূপাঙ্কুরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চ বিজ্ঞানার্থ সংযুক্তং সাস্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞান ধাতুঃ। যদাধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদি ধাতবো ভবন্তা বিকলা স্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াভবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ, তত্র পৃথিব্যাদি ধাতূনাং নৈবং ভবতি বয়ং কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি, কায়স্যাপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞান মহমেভিঃ প্রত্যয়ৈ রভিনির্ব্বর্ত্তিত ইতি—অথচ পৃথিব্যাদি ধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনাস্তরানধিষ্ঠিতেভ্যোঽঙ্কুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ; সোঽয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দৃষ্টত্বান্নান্যথয়িতব্যঃ। তত্রৈতেষ্বেব ষট্‌সু ধাতুষু মাতৃসংজ্ঞা, পিতৃসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, সত্তাসংজ্ঞা, পুদ্গলসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা, মাতৃ দুহিতৃ সংজ্ঞা, অহঙ্কার-মমকারসংজ্ঞা। সেয়মবিদ্যাঽস্য সংসারানর্থ সম্ভারস্য মূলকারণং তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কার রাগদ্বেষ মোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে—বস্তু-বিষয়া বিজ্ঞপ্তি র্বিজ্ঞানং বিজ্ঞানশ্চত্বারো রূপিণঃ, উপাদানস্কন্ধা স্তন্নাম, তানুপাদায় রূপমভিনির্ব্বর্ত্ততে। তদেকত্বমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরূপ্যতে। শরীরস্যৈব কলল বুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপ সন্নিশ্রিতা, শ্রোত্রেন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং নাম রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ

স্পর্শঃ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্য মেতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যবসিতং তৃষ্ণা ভবতি—” ইত্যাদি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই; ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণ ভাব ঘটিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্য তাহারা কার্য্যমাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায় কার্য্যে দুই প্রকার কারণ অনুস্যূত আছে। একের নাম হেতূপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ, হেতূপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তি কালে যাহাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে,কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ দ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে, যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদি কার্য্য দ্রব্যের সমবায় ছিল। এই হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহ্য জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্য্যেও আছে। তন্মধ্যে বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপত্তি বিষয়ে (ঘট পট বৃক্ষাদি উৎপত্তি বিষয়ে) এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা,—প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর,

অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ভ, শূক (পুষ্প বা ফলের কোষ) পুষ্প ও ফল জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতূপনিবন্ধ বলা যায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়; তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না, যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই এইরূপ জানিবা; অতএব বীজাদির চৈতন্ত না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্যকারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই। বরং কার্য্যকারণ ভাব নিয়মিতরূপেই আছে। অঙ্কুর-কার্য্যের হেতুভাব পক্ষে যেমন, প্রত্যয়ভাব পক্ষেও (কারণ দ্রব্যের সংযোগ ঘটনা পক্ষে) সেইরূপ। পৃথিবী ধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে) এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগ বিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রাহ কার্য্য করে (যে কার্য্য দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্ত জন্মে) জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস

থাকে বীজের উজ্জ্বলতা জন্মে) তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বীজাংশ অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে) বায়ুধাতু অভিনির্হার করে, (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহির্গত হয়,) আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে, (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয়) রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে, (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুরাকারে দৃশ্যমান হয়) এই-রূপ ষড়্ ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর কার্য্যে আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখা-নেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয়না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যে (বাহ্যস্থ কার্য্য সমূহ মধ্যে) ও রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্য সমুৎপাদেরও পূর্ব্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমদ্ভাব। আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ, ও বিজ্ঞান, এই ষড়্বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায় ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না।* অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না,

সংস্কার ব্যতিরেকে নামজাতি, নামজাতি ব্যতিরেকে জরা মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও অন্য চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্ম লাভ দৃষ্ট হয়। এই আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধ পক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধ পক্ষেও সেইরূপ; পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি। পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জল ধাতু স্নেহিত করে। তেজো ধাতু ভুক্তান্ন পানাদি পরিপাক করে, বায়ু ধাতু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞান ধাতু, নাম রূপাদির কারণ। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক; এই ষড়্ ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবী ধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের

উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অন্যথা করিবার পথও নাই।*

উক্ত ধাতু ষট্‌কের সমবায় ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্‌গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহায় স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। ইহাকে অনর্থ শতসত্তার সংসার বলে; এই সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু-আকার ধারী বিজ্ঞান বিষয়। বস্ত্বা-কার বিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপ বিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান-দ্বয়ের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অনুভব শক্তি) বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) জন্ম গ্রহণ করে। ইত্যাদি।

* এতাবতা এই বলা হইল যে জগতের কোন চৈতন্যবান্‌ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ-লক্ষণ এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী* বাক্যং

লোকে ভগবতো লোক নাথাদারভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গত ক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানবেহি তান্।
সাগসেপি নকুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে। বোধিং স্বস্থৈব নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোত্তমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গত ক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গতক্লেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম আর কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা "বোধিসত্ত্বস্ত পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু—" এবং বুদ্ধদেবকে তাহারা "জরা মরণবিঘাতী ভিষগ্বর ইবোদ্গতঃ" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ-

* কৃত্যাদেবী বৌদ্ধানাং অভিচারোৎপন্না ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মাত্রেরই পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্য সিংহ স্বয়ং হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়; এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করেন নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বাভাবিকবাদী; তাহারা বলে স্বভাব সৃষ্টি হয় নাই; চিরকাল এক অবস্থায় আছে। হকার্ট, টলর, ব্যুকনর প্রভৃতি জর্ম্মণ তত্ত্ববিদ্ গণের এই মত, অধিকন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। খ্রিশুখ্রীষ্টের ন্যায় শাক্য সিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা জীবহিংসা করিও না, চুরি করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে আর ৫টী আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত

হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ন অনুচিত এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায় স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থপাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক একবার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়া-ছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন " কৃত্তিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্ণ ভোজ-নম্। সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ।" অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ণ ভোজন, সমূহাবস্থান, ও রক্তাম্বর, এই কয়েকটি, বৌদ্ধদিগের

বত্তি ধর্ম্মের অঙ্গ*। ইহারা মালা জপিবার সময় এই মাত্র পালি ভাবার কহিয়া থাকে “অনিত্তা দুঃখম্ অনাত্ত্য” ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মূর্ত্তির সমীপে ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসঙ্ঘ মধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্ত মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্ন লিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে যথা—খুদক পাঠ।

“নম তসভাগবত অর্হত সম সমবুদ্ধসঃ
বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
“দুতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দুতম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
দুতম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

দ্ব্যিতম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীতম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীতম্পি সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।
শরণ্যাতম্।”

বৌদ্ধ-আচার্য্য-প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের কোন কোন বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কথনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আবুলফজল বহু অনুসন্ধানে একখানিও বৌদ্ধসূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের

প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত— অষ্ট সাহস্রিক. গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক, তথাগত গুহ্যক, ললিত বিস্তর, সুবর্ণ প্রভাস। বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুত ধর্ম্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; যথা—প্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, দেবপুত্র কৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধপদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সূত্র, মহাযান সূত্র, মহাযান সূত্রালঙ্কার, জাতক মালা, চৈত্য মাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি; এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজ্‌সন্ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বোধিচিত্ত বিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে "সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিক শ্চেতি

চত্বারঃ শিষ্যাঃ” “সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক, এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি এস্থানে নাম মাত্র বোধক, কি তাহার শাস্ত্রপ্রস্থান বোধক, তাহা স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শব্দ, শাস্ত্রপ্রস্থানবোধক, গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের নাম ভিন্ন, ঐ সকল শব্দ তৎসদৃশ কি না বলা যায় না।

যাহা হউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধি-চিত্ত বিবরণ গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তি এইরূপ বলেন যথা—

“দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয় বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তান ভেদেন ক্বচিচ্চোভয় লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতা দ্বয় লক্ষণা॥”

লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক হইয়াও আচার্য্য গণের ভিন্ন ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করি,

য়াছে। এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্য গণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা, যাহা সারিপুত্র ও আনন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি ঘৃণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয় তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতা" প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্য ধর্মাবলম্বী প্রণীত আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্য হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাও পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে একণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ

আদর আছে। চীন দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার, তথা পালিভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ নিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে।

শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়।

সমর তরঙ্গে বীর যোধগণ,
ঘন ঘন অসি করি আস্ফালন,
প্লাবিতে ধরণী লোহিতের নদে,
রাজ-পুত্রগণ সতত ধায়।
বিপক্ষ পক্ষের করি দর্প চূর্ণ,
চির মনোরথ হইলেই পূর্ণ,
হবে ক্ষত্রোচিত কার্য্য অনুপম,
সুবিখ্যাত কীর্ত্তি রবে ধরায়।
এতাদৃশ করি নিষ্ঠুরের কাজ,
পূজ্য হইবারে বীরের সমাজ,
কদাচ বাসনা শাক্যসিংহ মনে
ভ্রমেও না হল কভু উদয়।

হয়ে রাজপুত্র ছেড়ে রাজভোগ,
নবীন বয়সে বোধি-সত্ত্ব যোগ,
করিলা অভ্যাস হয়ে চিরযোগী,
কাম ক্রোধ অরি হলো বিজয়।

পরনে কৌপীন কমণ্ডলু করে,
দেববৎ হাস্যে আস্য শোভা করে,
প্রশান্ত বদনে সুবিমল কান্তি
হেরিলে মুনির মানস হরে।

"বুদ্ধ অবতার মহিমা অপার
যোগীন্দ্র যোগেতে সদা মগন,
মায়াদেবী সুত, বহু গুণ যুত,
মর্ত্যে নররূপে নৃপনন্দন"

জয় জয় জয়, সবে বলে জয়।
অহিংসা পরমধর্মের জয়।
সর্ব্ব জীবে সম দয়া অনুপম,
হেন ধর্ম্ম কভু না হবে ক্ষয়।

এতেক কহিলা অমর কিন্নর
এতেক কহিলা অপ্সর নিকর,
এতেক কহিলা দেব পুরন্দর,
এতেক কহিলা দেবতা সবে।

হলো প্রতিধ্বনি 'বুদ্ধ অবতার'
হলো প্রতিধ্বনি 'মহিমা অপার'
বন্দিল স্বর্গের দেব অগণন
শুনিয়া অবাক্ মানব সবে।

পারিজাত মালা গলে পরিধান,
স্বর্গ-বিদ্যাধরী করে যশো গান
মৃদু মন্দ রবে বাদিত্র বাদক
বাজায় মধুর বীণা রবাব।

সঙ্গে বহু জ্ঞানী শিষ্য অগণন
নানা শাস্ত্র যারা করি অধ্যয়ন
আর্য্য শাস্ত্র সব সামঞ্জস্য করি
সুতীক্ষ্ণ করেছে বুদ্ধি-প্রভাব।

পরনে কোপীন সবে উদাসীন।
জ্ঞান বলে ভব-বন্ধন-বিহীন,
জীবনে উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ কামনা
ভোগ বিলাসের নাহিক আশ।

মুখেতে সবার জয় জয় ধ্বনি,
হোক্ নব ধর্ম্মে পবিত্র অবনী,
রসাতলে যাক্ বেদ যাগ যজ্ঞ,
পশু বলিদানে নিত্য উল্লাস।

গুরু বুদ্ধদেব জ্ঞানের শিখর
যাহা হতে জ্ঞান বারি নিরন্তর
উপালী, আনন্দ, কাশ্যপের সহ
পান করি তৃপ্ত করিলা ধরা।

মায়াময় এই সংসার আঁধার,
তাহে জীব পায় কষ্ট অনিবার
স্বীয় কর্ম্ম গুণে, পাপ আচরণে
সবাই অধীন মরণ জরা।

স্বভাবে উৎপত্তি স্বভাবেতে লয়,
স্বভাবেই হয় জীব সমুদয়,
নির্ব্বাণেই সুখ, বাঁচিয়া অসুখ
সুগতের পদে লও শরণ।

যতেক আচার্য্য সবে এই বলি,
মিথ্যা কদাচার পদ যুগে দলি,
"বৌদ্ধধর্ম্ম-জয়" করি ঘোর রব,
বুদ্ধদেব সহ করে গমন।

তর্কের তরঙ্গ—সমর তরঙ্গ
যতেক তার্কিক সবে দিয়া ভঙ্গ।
লইল বুদ্ধের চরণে আশ্রয়
এ ভব যাতনা করিতে নাশ।

স্বর্গে দেবগণ মর্ত্ত্যে কোটি নর
ভক্তিভাবে সবে যুড়ি দুই কর,
অক্ষি যুগ মুদি প্রশান্ত অন্তরে
মনের বেদনা করে প্রকাশ।

"জয় গুণাকর, শোক তাপ হর,
জগতে পবিত্র তোমার নাম।
এক মাত্র গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
তুমি কেবল আনন্দ ধাম।

নানা গুণধর ত্রিকালজ্ঞবর
সংসারের কষ্ট জরা মরণ—
করহ বিনাশ, এই মাত্র আশ,
তব শ্রীচরণে লই শরণ।"

মানব নিকর আনন্দ অন্তর,
সবে এই স্তব করে নিরন্তর,
দেবগণ করি পুষ্প বরিষণ,
জয় জয় রবে করিলা বন্দন।

সঙ্গীত শাস্ত্রানুগত নৃত্য

ও অভিনয়।

"দেশে দেশে জনপদীনাং যদাহ্লাদকরং পরম্।
গানং বাদ্যং তথা নৃত্যম্——————"

(সাহিত্যদর্পণম্।)

সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্য ও অভিনয়।

নৃত্য মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, এবং কি আদিম কাল, কি আধুনিক সুসভ্য কাল, সকল সময়েই ইহা প্রচলিত। আদিমকালের অসভ্য নৃত্য এক্ষণে সভ্য কালে নানা রূপান্তর সহকারে, সভ্য সমাজের অভিনয় প্রথার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য চিরকাল হইতেই প্রচলিত। সকল প্রকার ধর্ম্ম গ্রন্থেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাদেব নৃত্য করিতেন, স্বর্গে গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাগণের মনোহরণ করিতেন। মহর্ষি ভরত নাট্য শাস্ত্রের প্রণেতা, তিনিই স্বর্গে অপ্সরাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য সঞ্চার হয় এবং চৈতন্যদেব বৈষ্ণববৃন্দকে হরিনামোচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীকগণ উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে গ্রাম্য দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। য়ীহুদিগণের মধ্যে নৃত্য অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। ইস্রেলগণ শুষ্ক বালুকা ভূমির ন্যায় লোহিত সাগর পার হইলে, মোসেস্ এবং মিরাএম আনন্দ ধ্বনি সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। ডেবিডও নৃত্য করিতেন। গ্রীকগণের নৃত্য অভিনয়-প্রথার অন্তর্ভূত। তাঁহাদিগের ইউমিনিডেশের অর্থাৎ ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইত। গ্রীক শিল্পবিদ্যাবিশারদগণের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর, অরিস্ততল, পিণ্ডার, সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অরিস্তুতল নৃত্যের বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া "পোইটীকৃশ" গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন। স্পার্টানগণ যুদ্ধকালে নৃত্য করিবার জন্ম পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত এবং তাহারা এজন্ম উত্তম পারদর্শী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত হইত। তাহাদিগের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম "পাইরিক" নৃত্য। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকাশ্য স্থলে নৃত্য, ব্যবসায়ী নটগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইত। সম্ভ্রান্ত রোমকগণ ধর্ম্ম-কার্য্য ভিন্ন আমোদের জন্ম নৃত্য করিতেন না।

আমোদের নিমিত্ত নৃত্য, ব্যবসায়ীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। মিশরদেশীয় নর্ত্তকীগণের নাম আলমী। তাহারা উত্তম উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে, ইহার সহিত হিন্দুস্থানী নাচের সাদৃশ্য আছে।

ইউরোপীয়গণের মধ্যে "বলে" সম্ভ্রান্তবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন কামিনী বা পুরুষ যিনি "বলে" নাচিতে না পারেন, তিনি অকর্ম্মণ্য,—সভ্য সমাজে ভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। এই "বলের" নৃত্যও বিবিধ প্রকার; যথা—পোল্‌কা, কোয়াড্রিল, কনট্রি ডান্‌শ্‌, ইত্যাদি; ইহা ভিন্ন অভিনয় কার্য্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে—যথা—ব্যালেট, প্যান্টোমাইম প্রভৃতি। আমরা এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশের প্রস্তাবানুসারে বিদেশীয় কোন নৃত্যের উল্লেখ না করিয়া সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী প্রাচীন ও মধ্যকালের আর্য্য জাতির নৃত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমাদিগের পুরাণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"নৃত্যেনাপ্সরসাং রূপেণ সিদ্ধির্নাট্যাস্তু রূপতঃ।
চার্ব্বধিষ্ঠানবত্ তাং নৃত্যমন্তর্বিড়ম্বনা।"

এই শ্লোক দ্বারা রূপহীন নট বা নটীর নৃত্যকে নিন্দা করিতেছেন।

বরাহ পুরাণে—"—নৃত্যমানস্ত বক্ষ্যামি কলং যচ্চ বসুন্ধরে।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শৌকর মাহাত্ম্যে নর্ত্তকের গতি কথিত হইয়াছে।

অগ্নি পুরাণে—"দৃষ্ট্বা সম্পূজিতং দেবং নৃত্যমানো-ঽনুমোদয়েৎ।" অর্থাৎ দেবতার পূজা দেখিয়া যথা-শাস্ত্র নৃত্য দ্বারা হর্ষ বিস্তার করিবেক।

পুনশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে "যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা।"—"নৃত্যং দত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্"—"স্বয়ং নৃত্যেন সম্পূজ্য তস্যৈবানুচরোভবেৎ।" "নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকা বাদনৈর্ভৃশম্"। "যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করে"—"দেব দেবীর পূজায় নৃত্য করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়"—"স্বয়ং নৃত্য দ্বারা দেবের পূজা করিলে পরলোকে সেই দেবের অনুচর হয়।"

রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিস্তার আছে। মহাভারত বিরাট পর্ব্বে লিখিত আছে অর্জ্জুন উত্তম নর্ত্তক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি বিরাটের অন্তঃপুরে কামিনীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্মৃতিতে নটের অথবা নটীর অন্ন অগ্রাহ্য বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যথা—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।"

যম সংহিতা।

অর্থাৎ রজক, চর্ম্মকার, নট ইত্যাদি সাত প্রকার জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহাদের অন্ন ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ মনুসংহিতা প্রভৃতি সর্ব্ব সংহিতাতে নট জাতির এবং নাট্যোপজীবীর উল্লেখ আছে, সুতরাং নৃত্যচর্চ্চা এদেশের অতি পুরাতন।

তাল, মান, রস আশ্রয় করিয়া সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য; যথা—

"দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"

সঙ্গীত দামোদর।

যে দেশের যে প্রকার রুচি তদনুসারে তাল-মানরসাশ্রিত বিলাসযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য, যথা—

"দেশরুচ্যা প্রতীতোযস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"

সঙ্গীত দামোদর।

নৃত্য দুই জাতীয়—তাণ্ডব ও লাস্য। পুংনৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীনৃত্যকে লাস্য কহে; যথা—

"স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুংনৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতং।"
সঙ্গীত নারায়ণ।

তাণ্ডি নামক মুনি তাণ্ডব নৃত্যের বিধি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ভরত মল্লিক অমরকোষের টীকায় বিস্তার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন। তাণ্ডব ও লাস্য এই দ্বিবিধ নৃত্যই দুই প্রকার। দুই প্রকার তাণ্ডবের প্রথম পেবলি, আর দ্বিতীয় বহুরূপ, যথা—

"তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্য মুচ্যতে।
পেবলির্বহুরূপঞ্চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মতম্।"
সঙ্গীত দামোদর।

অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপমাত্রকে পেবলি, আর ছেদ ভেদ, প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয় সহকারে যে অঙ্গবিক্ষেপ তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকার। একের নাম ছুরিত, অপরের নাম যৌবত। ভাব রসাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদি পূর্ব্বক যে নৃত্য—তাহাকে ছুরিত বলে, আর কেবল নর্ত্তকী স্বয়ং যে লীলা সহকারে নৃত্য করে তাহাকে যৌবত কহে; যথা—

"ছুরিতং যৌবতঞ্চেতি লাস্যং দ্বিবিধমুচ্যতে।
যত্রাভিনয়ৈর্ভাবরসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ।
নায়িকা নায়কে রঙ্গে নৃত্যতস্তচ্ছুরিতং হি তৎ।

মধুরং বহুলীলাভি-র্নটীভি-র্যত্র দৃশ্যতে—
বশীকরণবিদ্যাভং তন্নাস্তং যৌবতং মতম্।"
সঙ্গীত দামোদর।

যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফল, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নামই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তকনির্ণয়ে—

"অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্যাং জন-চিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।"

ইহার অর্থ সহজ। সাধারণ নর্ত্তনের ত্রিবিধ জাতি আছে।—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। যথা—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।"

নাট্য।—"নাটকাদি কথা দেশ বৃত্তি ভাব রসাশ্রয়ং।
চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ।'

নাটকাদি অর্থাৎ দৃশ্য কাব্য ও তজ্জাত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃত্য।—"অপুস্ত সর্ব্বাভিনয়-সম্পন্নং ভাব ভূষিতং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোকমনোহরম্।"

কোন আখ্যায়িকা পুস্তকের অনুগত নহে, নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, অথচ রস ভাবাদির দ্বারা বিভূষিত ও তত্তৎ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নৃত্য বলা যায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর

হইলে সকল লোকেরই মনোহারী হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দুস্থানের তয়ফাওয়ালিদের মধ্যে অনেকাংশে দৃষ্ট হয়।

নৃত্ত।—"হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতং।
ত্যক্তাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্।"

অভিনয়বর্জ্জিত চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপবিশেষের নাম নৃত্ত। এই নৃত্তের তিন প্রকার ভেদ আছে, যথা
"নৃত্তে ভেদত্রয়ং চাস্তি বিষমং বিকটং লঘু।"

বিষম।—"শস্ত্রসঙ্কট রজ্জ্বাদি ভ্রমণং বিষমং হি তৎ।"

শস্ত্র সঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। এই নৃত্য মান্দ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিকট।—"বিরূপতোহঙ্গবেশাদি ব্যাপারং বিকটং মতম্।"

বৈরূপ্যজনক বেশভূষাদি ব্যাপারকে বিকট নৃত্ত বলে।

লঘু।—"উপেতং করণৈরল্পৈ-রুৎপ্লুতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতং।"

অল্প উপকরণ অবলম্বন পূর্ব্বক উৎপ্লুতাদি গতি বিশেষের নাম লঘু নৃত্য। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

অভিনয়।

'অভি' এই উপসর্গ পূর্ব্বক 'নিঞ্' ধাতু হইতে অভিনয় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অভির অর্থ সাংমুখ্য, নিঞ্ ধাতুর অর্থ পাওয়ান; এতাবতা তদুভয়ের যোগে এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল যে প্রয়োগ সকল যে প্রক্রিয়া দ্বারা সাক্ষাৎকারের ন্যায় দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই প্রক্রিয়াবিশেষের নাম অভিনয়। যথা—

"অভিপূর্ব্বস্তু নিঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥"

অভিনয় চারি প্রকার।

"চতুর্দ্ধাভিনয়ঃ সঃ স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্ত্বিকাঃ।
আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

বাচিক, আহার্য্য, সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক, এই চারি প্রকার অভিনয়। তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ ও কঠিন।

"অঙ্গনেপথ্যসত্বানি বাগর্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি।
তস্মাদ্বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্‌হি সর্ব্বস্য কারণম্।"

যেহেতু অঙ্গ, নেপথ্য ও নেপথ্যসত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণী, সকলকেই সর্ব্বপ্রকার অর্থ বাক্য-দ্বারা প্রকট করিতে হয়, এহেতু বাচিক অভিনয় শ্রেষ্ঠ।

বাচিক।"—সংস্কৃতপদ্যাদি ভাষা প্রাকৃতসংস্কৃতৈঃ।
সার্থকৈ রচিতো বাণ্যা বাচিকঃ সোঽভিধীয়তে।"

গদ্য পদ্য বা তদুভয় লক্ষণবিবর্জ্জিত অর্থাৎ খণ্ড বাক্য, উহা প্রাকৃতই হউক, আর সংস্কৃতই হউক, বা তদুভয়ের সংযোগ করিয়াই হউক, অর্থানুরূপ রচনা করিয়া প্রয়োগ উপস্থিত করিলে তাহা বাচিক অভিনয়। ইহা অস্মদ্দেশের কথকদিগের প্রধান অবলম্বন।

আহার্য্য।—"আহার্য্যোঽভিনয়ো নাম
জ্ঞেয়ো নেপথ্যজো বিধিঃ।"

নেপথ্যবিধানে সাধ্য (অর্থাৎ সাজ্‌গোজ্‌) অভিনয়ের নাম আহার্য্যাভিনয়।

নেপথ্যবিধি চারি প্রকার। পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচনা। যথা—

"চতুর্ব্বিধন্তু নেপথ্যং পুস্তোঽলঙ্কারকস্তথা।
সংজীবশ্চাঙ্গরচনা———"

পুস্ত নেপথ্য আবার তিন প্রকার। সন্ধিমা, ভাজিমা, ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তবে তাহা ভাজিমা। যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টিমা।

পুস্ত।—"শৈলযানবিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধ-ধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তাস্তেব স পুস্ত ইতি সজ্ঞিতঃ॥

পর্ব্বত, যান, বিমান (ব্যোমচারি যান) চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্তজাতীয় বলা যায়।

অলঙ্কার।—"অলঙ্কারশ্চ বিজ্ঞেয়ো মাল্যাভরণবাসসাং।
নানাবিধসমাযোগো যথাঙ্গেষু বিনির্ম্মিতঃ।"

মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য তত্তদঙ্গের নিমিত্ত যে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

সংজীব —

"যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্তু স সংজীব ইতি স্মৃতঃ।"

নেপথ্য হইতে যে প্রাণি-প্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব।

অঙ্গরচনা।—

"তৈরঙ্গরচনা কার্য্যা নানাবেশপ্রধানতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্যভাবে যে বিন্যাস করা যায় তাহার নাম অঙ্গরচনা।

রক্ত, পীত, শ্বেত, নীল এই চারি বর্ণই প্রধান। এতৎসংযোগে অন্যান্য বিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। যথা শ্বেত ও নীল যোগ করিলে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। সংযোগেতে বর্ণের ভাগ বিশেষ, বিশেষরূপে লিখিত আছে তাহার আর প্রকট করিলাম না।

সুখদুঃখাদিজনিত অন্তঃকার্য্যকে সত্ত্ব বলে (মনের বিবিধ বিকার) তৎপ্রযুক্ত ভাবের নাম সাত্ত্বিক ভাব।

সেই সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার, ইহা বাহ্য শরীরের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অভিনয়কার্য্যে প্রকাশ করিতে হয়। 'স্তম্ভ', 'স্বেদ', 'রোমাঞ্চ', 'স্বরভেদ', 'বেপথু', 'বিবর্ণতা,' 'অশ্রু', 'প্রলয়', যথা—

"সুখদুঃখকৃতো ভাবো মনসঃ সত্ত্বমীরিতং।
তৎপ্রযুক্তশ্চ ভাবশ্চ সাত্ত্বিকঃ সোপি চাষ্টধা॥
স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ঃ—" ইত্যাদি।

নর্ত্তকনির্ণয়।

নর্ত্তকগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ ও মঙ্গলময় দ্রব্য বিকীর্ণ করিবেক, অনন্তর অনুরূপ তানে কোমল নৃত্য প্রথমে আরম্ভ করিবেক। বিষম ও উদ্ধতবিহীন নৃত্য কোমল নৃত্য।

"প্রবিশ্য নর্ত্তকী রঙ্গং বিকীর্য্য কুসুমাদিকং।
নিঃসরকেন তানেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ।
তদ্বিষমোদ্ধতাভ্যাস্তু বিহীনং কোমলং ভবেৎ।"

সঙ্গীত দামোদর।

রঙ্গপ্রবেশের অনন্তর যে নৃত্য তাহা দুই প্রকার আছে। একের নাম বদ্ধনৃত্য, অন্যের নাম অবদ্ধ। বদ্ধনৃত্যে গতি, নিয়ম এবং চারী প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার নিয়ম থাকে, অবদ্ধনৃত্যে তাহা থাকে না।

নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক জ্ঞাতব্যও আছে। মস্তক, চক্ষু, ভ্রূ, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম্ম, ক্ষেত্র, কটি, অঙ্ঘ্রি, স্থানক, চারী, করণ, রেচক ইত্যাদি শারীরিক অনেক-বিধ ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা ও নটের লক্ষণ, রেখা-লক্ষণ, এবং নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠব এবং চিত্রক, লাসক, মুদ্রা, প্রমাণ, সভা, সভাধর্ম্ম, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বশীকরণপ্রকার ইত্যাদি অনেক বিধ জ্ঞাতব্যও আছে। পণ্ডিত বিট্ঠল এই সকল ব্যাপার বিস্তার পূর্ব্বক নর্ত্তননির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছেন। ৪র্থ প্রকরণের উত্তরার্দ্ধের প্রতিজ্ঞা শ্লোক এই—

"অথাত্রাস্মিন্ শিরোঽক্ষিভ্রূমুখরাগাশ্চ বাহবঃ।
হস্তকা হস্তকরণা চালা হস্ত-প্রচারকাঃ।
করকর্ম্মাণি ক্ষেত্রাণি কট্যঙ্ঘ্রি-স্থানকানিচ।
চার্য্যশ্চ ভূগতা ব্যোমগতাঃ করণ রেচকাঃ।
লক্ষণং নৃত্যশালায়া নটস্য চ সুলক্ষণং।
রেখায়া লক্ষণং পশ্চাৎ লাস্যাঙ্গানিচ সৌষ্ঠবং।
চিত্রকং লাসকং মুদ্রা প্রমাণঞ্চ সভাসদঃ।
সভাপতিঃ সভায়াশ্চ নিবেশো বৃন্দলক্ষণং।
বংশস্য লক্ষণং তত্র পশ্চাত্রঙ্গপ্রবেশনং।
বিবিধং নর্ত্তনং চাস্মিন্ ক্রমহে লক্ষণং ক্রমাৎ।"

পণ্ডিত বিট্ঠল এইগুলিকে অতি বিশদরূপে বলিয়া-

ছেন। এতদ্ভিন্ন অভিনয় সম্পর্কীয় যে কিছু তত্তাবৎ অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন।

শিরঃ।—"একোনবিংশধা তচ্চ" শিরঃ-সম্বন্ধে ১৯ প্রকার ক্রম আছে "সমং যুতং বিধৃতঞ্চ" ইত্যাদি ক্রমে তত্তাবতের নাম ও লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

দৃষ্টি।—" অদোষং ভাবসংব্যক্তলোকনং দৃষ্টি-রুচ্যতে।" দোষরহিত রসভাবাদির ব্যঞ্জক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার। রস-দৃষ্টি, স্থায়ি-দৃষ্টি, সঞ্চারী-দৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন ব্যভিচারী-দৃষ্টিও আছে। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেমন কঠিন, তেমন কঠিন আর কিছুই না। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, প্রভৃতি দশ প্রকার রসভাব এই দৃষ্টি দ্বারা মূর্ত্তিমান্ করিতে হইবে।

যেরূপে বা উপায়ে তাহা হয় তাহারও উপদেশ আছে, সে সকল ব্যক্ত করিতে গেলে বড় বাহুল্য হইয়া যায়। ফল, রস দৃষ্টি আট প্রকার। স্থায়িভাব প্রকাশক দৃষ্টি আট, ব্যভিচারী দৃষ্টি কুড়ি, একুনে ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি আছে।

"দৃষ্টি-চারাহ্নগামিন্ত-তারাকর্ম্মপুটাদয়ঃ" ইত্যাদি, তদ্ভিন্ন তারা-কর্ম্ম অর্থাৎ চক্ষের মণিবিকারসাধক ব্যাপারও আছে।

ভ্রূ।— সাত প্রকার ভ্রূভেদ আছে। সহজা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা, ভ্রূকুটী, এই সাত।

" সহজা রেচিতোৎক্ষিপ্তা কুঞ্চিতা পতিতা তথা।
চতুরা ভ্রূকুটী চেতি সদ্ভিঃ সা সপ্তধোদিতাঃ॥ "

"সহজাতু স্বভাবস্থা" ইত্যাদিক্রমে ঐ সকলের লক্ষণও উক্ত হইয়াছে।

মুখরাগ।—"যেনাভিব্যজ্যতে চিত্ত-বৃত্তির্ধীরৈ রসাশ্রিতা।
রসাভিব্যক্তিহেতুত্বান্মুখরাগঃ স উচ্যতে॥"

অন্তরস্থ রস (ভাব) যদ্দ্বারা (মুখে) প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখরাগ বলে। উহা চারি প্রকার।

বাহু।—বাহু অর্থাৎ বাহুর গতি ষোল প্রকার। ঊর্দ্ধ, অধোমুখ, তির্য্যক্, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অচিন্ত্য, মণ্ডল গতি, স্বস্তিক, বেষ্টিত, আবেষ্টিত, পৃষ্ঠানুগ, আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত, উৎসারিত; যথা—

" ঊর্দ্ধশ্চাধোমুখস্তির্য্যগাপবিদ্ধঃ প্রসারিতঃ।
অচিন্ত্যো মণ্ডলগতিঃ স্বস্তিকো বেষ্টিতাবপি॥
পৃষ্ঠানুগস্তথাবিদ্ধঃ কুঞ্চিতঃ সরলস্তথা।
নম্র আন্দোলিতঃ পশ্চাদুৎসারিত ইতি ক্রমাৎ॥"

ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও বর্ণিত আছে।

হস্তক।—"নর্ত্তনে রক্তিজনকোঽব্যক্ত বানর্থবোধকঃ।
পাদেতরাঙ্গুলিন্যাসবিশেষো হস্তকঃ স্মৃতঃ॥"

নৃত্যকালে আনুরক্তিজনক, অব্যক্ত অথচ অর্থপ্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস বা বিক্ষেপবিশেষ তাহার নাম হস্তক। উহা তিন প্রকার। সংযুত, অসংযুত ও নৃত্যহস্ত। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন উক্ত হইয়াছে। পরন্তু কথিত সংযুত হস্তের আবার আটত্রিশ প্রকার ভেদ আছে। অসংযুত ও নৃত্যহস্তেরও বত্রিশ প্রকার ভেদ ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আছে, যথা—

"পতাকো হংসপক্ষশ্চ গোমুখশ্চতুরস্তথা।
নিকুঞ্চকঃ সর্পশিরাঃ পঞ্চাস্তশ্চার্দ্ধচন্দ্রকঃ॥
চতুর্মুখস্ত্রি-দ্বিমুখৌ সূচ্যাস্তস্তাম্রচূড়কাঃ।
সন্দেশহংসচক্রাখ্যৌ ততঃ স্যাদ্রণগৃধ্রকঃ॥
খণ্ডাস্তো মৃগশীর্ষশ্চ মুকুলঃ পদ্মকোশকঃ।
কূর্ম্মনামাভিধো হস্ত অল পল্লব পল্লবাঃ॥
অলপদ্মাভিধোরালৌ শুকাস্তশ্চ লতাভিধঃ।"

ইত্যাদি।

পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্চক, সর্পশিরাঃ পঞ্চাস্ত বা সিংহাস্ত, অর্দ্ধচন্দ্রক, চতুর্মুখ, দ্বিমুখ, সূচ্যাস্ত, তাম্রচূড়, ইত্যাদি—

চালক।—বংশী বা অন্তবিধ লয়যন্ত্রের অনুগত করিয়া হস্তবিরেচনের নাম চালক।

তলহস্ত বা হস্তপ্রচার।—পার্শ্ব, তির্য্যক্, সম্মুখ প্রভৃতি স্থানবিশেষে যে হস্তান্দোলন তাহার নাম তলহস্ত।

করকর্ম্ম।—"উৎকর্ষণং বিকর্ষঞ্চ তথা চাকর্ষণং পুনঃ।
পরিগ্রহো নিগ্রহশ্চ ত্বাহ্বানং রোধনং তথা॥
সংশ্লেষশ্চ বিয়োগশ্চ রক্ষণং মোক্ষণং তথা।
বিক্ষেপে ধুননঞ্চৈব বিসর্জ্জস্তর্জ্জনস্তথা॥
ছেদনং ভেদনঞ্চৈব স্ফোটনং মোটনং তথা।
তাড়নঞ্চেতি হস্তানাংস্ফুটং কর্ম্মাণি বিংশতিঃ॥"

উৎকর্ষণ (উর্দ্ধে), বিকর্ষণ (দূরে), আকর্ষণ (সম্মুখে), পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, রোধন (অবরোধ করার মতন), সংশ্লেষ, বিশ্লেষ (ছাড়াইয়া দেওয়া), রক্ষণ, মোক্ষণ (ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি), বিক্ষেপ, ধুনন (কম্পন), বিসর্জ্জন, তর্জ্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন (ফুটান), মোটন (মট্‌কান), তাড়ন, এই সকল হস্তকর্ম্ম নামে কথিত হয়।

হস্তক্ষেত্র।—"পার্শ্বদ্বন্দং পুরস্তাচ্চ পশ্চাদূর্দ্ধমধঃশিরাঃ।
ললাট কর্ণ স্কন্ধোক্ষ নাভয়ঃ কটি শীর্ষকে।
উরুদ্বয়ঞ্চ হস্তানাং ক্ষেত্রাণীতি ত্রয়োদশ॥"

পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাৎ, উর্দ্ধ, অধ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্কন্ধ, নাভি, কটি, শীর্ষ, উরুদ্বয়,—এই ত্রয়োদশ হস্তক্ষেত্র অর্থাৎ হস্তবিন্যাসের প্রধান স্থান।

কটি।—নির্দ্দোষনৃত্যযোগ্যা কৃশা (দেহমধ্যে) কটি ছয় প্রকার। যথা—

"সমাচ্ছিন্না নিবৃত্তাচ রেচিতা কম্পিতা তথা।
উদ্বাহিতাতু সা প্রোক্তা ষড়্‌বিধা চাথ লক্ষণম্॥"

কৃশা, সমাচ্ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা, উদ্বাহিতা। ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও নির্দ্দিষ্ট আছে।

চরণ।—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার যথা—

"সমোঽঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রস্তলসঞ্চরঃ।
উদ্ঘট্টিতঃ ঘট্টিতশ্চ ঘট্টিতোৎসেধকস্ততঃ॥
বট্টিতো মর্দ্দিতশ্চাথ পার্ষ্ণিগশ্চাগ্রগস্তথা।
পার্শ্বগশ্চেতি পাদঃ স্যাৎ ত্রয়োদশবিধস্ততঃ॥"

সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্র, তলসঞ্চর, উদ্ঘট্টিত, ঘট্টিত, ঘট্টিত, উৎসেধক, বট্টিত (বা ক্রোড়িত), মর্দ্দিত, পার্ষ্ণিগ, অগ্রগ, পার্শ্বগ।

স্থানক।—"সন্নিবেশবিশেষোঽঙ্গে স্থানং——"

আনুরক্তিজনক অঙ্গে অঙ্গসন্নিবেশবিশেষের নাম স্থানক। ইহা অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্য হইতে নর্ত্তন নির্ণয়কার সাতাশটীর লক্ষণ ও সাধন প্রকার বলিয়াছেন। ঐ সাতাশটীর নাম এই—

সমপাদ, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, স্বস্তিক, সংহত, উৎকট, অর্দ্ধচন্দ্র, যান (বা বর্দ্ধমান,) নন্দ্যাবর্ত্ত, মণ্ডল, চতুরস্র, বৈশাখ, আবহিত্থক, পৃষ্ঠোত্থান, তলোত্থান, অশ্বক্রান্ত,

একপাদিক, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, খণ্ডসূচি, সমসূচি, বিষমসূচি, কূর্ম্মাসন, নাগবন্ধ, গারুড়, বৃষভাসন।

চারী।—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে যাহাতে পাদ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি, এই কএকটি স্থানকে আয়ত্ত করা যায়। উহা আয়ত্ত হইলে তদ্দারা চরণ করার নামও চারী। সঞ্চরণবিশেষে উহার কোন অংশের নাম চারী-করণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম, এই ব্যায়াম পরস্পর ঘটিত অংশবিশেষের নাম খণ্ড। খণ্ডসমূহের নাম মণ্ডল। ফল,

" চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্যং চারীভিশ্চেষ্টিতং তথা।
চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্য্যো যুদ্ধেষু কীর্ত্তিতাঃ॥"

চারী (সঞ্চরণবিশেষ) দ্বারা নৃত্য প্রস্তুত হইয়াছে। চারী দ্বারা চেষ্টা সকল সম্পন্ন হইতেছে, চারী দ্বারা শস্ত্রক্ষেপ সাধিত হয় এবং চারী যুদ্ধেরও এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চারী প্রথমতঃ দ্বিবিধ।

" ভৌমী চাকাশিকা চেতি দ্বিধা চারী প্রকীর্ত্তিতা।"

ভৌমী অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধীয়া, আকাশিকা অর্থাৎ আকাশসম্বন্ধীয়া। আকাশচারী ও ভৌমী চারী এই উভয়বিধ চারীর আশয় ৮২ প্রকার ভেদ আছে।

তত্রাবতের নাম, লক্ষণ ও সাধন প্রকার নর্ত্তকনির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। নামগুলি এই—

সমপাদা, স্থিতাবর্ত্তা, শকটাস্যা, বিচ্যবা, অধ্যঙ্গিকা, আগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমসরিত, মত্তল্লী, মতল্লী, উৎস্পন্দিতা, উড্ডিতা, স্পন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা, উন্মুখী, রথচক্রা, পরাবৃত্তা, নূপুরপাদিকা (বিদ্ধিকা), তির্য্যঙ্মুখা, মরালা, করিহস্তা, কুলীরীকা, বিশ্লিষ্টা, কাতরা, পার্ষ্ণিরেচিতা, উরুতাড়িতা, উরুবেণী, তলোদ্বৃত্তা, হরিণত্রাসিকা, অর্দ্ধমণ্ডলিকা, তির্য্যক্‌কুঞ্চিতা, মদালসা, সঞ্চারিতা, উৎকুঞ্চিতা, স্তম্ভক্রীড়নিকা, লঙ্ঘিতজঙ্ঘা, স্ফুরিতা, আকুঞ্চিতা, সঙ্ঘটিতা, খুরা, স্বস্তিকা, তলদর্শিনী, পুরাস্ত্যর্দ্ধপুরাটী, সারিকা, স্ফুরিকা, নিকুট্টা, কলিতা, আক্ষেপা, অর্দ্ধস্খলিতিকা, সমস্খলিতিকা, সৌখ্যা (এইগুলি ভৌমীচারীর জাতি) অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, মৃগপ্লুতা, ঊর্দ্ধজানু, রঞ্জিতা, সূচিবিদ্ধা, নূপুরপাদা, দোলপাদা, দণ্ডপাদা, বিদ্যুদ্ভ্রান্তা, ভ্রমরী, ভুজঙ্গত্রাসিতা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্বৃত্তিকা, আতপ্তা, পুরক্ষেপা, বিক্ষেপা, অপক্ষেপা, ডমরা, জঙ্ঘালম্বনিকা, জঙ্ঘিতাড়িতা, লম্বিকা, জঙ্ঘাবর্ত্তা, আবেষ্টনা, উদ্বেষ্টনা, উৎক্ষেপা, পদোৎক্ষেপা, সূচিবিদ্ধা, প্রস্তুতিকা, উল্লোলা, এই একত্রিশ আকাশচারীর জাতি।

করণ।—"হস্তপাদসমাযোগঃ করণং নর্ত্তনস্য চ।"

নৃত্যকালে যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বা হস্ত পদে সংযোগ করে, তাহার নাম করণ। এই করণ অনন্ত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে কতকগুলির নিয়ম "নর্ত্তক-নির্ণয়ে" উক্ত হইয়াছে।

লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজ্জনিত, পুষ্পপুট, পার্শ্ব, জানু, ঊর্দ্ধজানু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিভ্রান্ত্ভ্রান্ত, চন্দ্রাবর্ত্তক, স্তম্ভিত, ললাট-তিলক, নামলতা, বৃশ্চিক, (১৬) এই ষোলটীর লক্ষণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

রেচক।—রেচক ৪ প্রকার—"পাদয়োঃ করয়োঃকট্যাঃ গ্রীবায়াশ্চ ভবন্তি তে।" পাদরেচক, হস্তরেচক, কটী-রেচক, গ্রীবারেচক। ইহাদের লক্ষণাদি তাবৎ উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর প্রতিজ্ঞাত নৃত্যবস্তুর মধ্যে নৃত্যশালা, নটের লক্ষণ, রেখালক্ষণ, লাস্যাঙ্গ, সৌষ্ঠব, চিত্রকর্ম্ম, মুদ্রা, লাসক, প্রমাণ, সভা, সভাপতি, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বংশলক্ষণ, রঙ্গ প্রবেশ,—এই গুলিকে পরি-ত্যাগ করা গেল, কারণ এসকলের উপযোগ নাই।

উক্ত পদার্থের আঘ্রাণ, উত্তাপ, সংযোগ, বিয়োগ বশতঃ বহুবিধ নৃত্য জন্মিতে পারে, এবং জন্মিয়াও

থাকে। নৃত্য আর কিছুই নয়, কথিত নিয়ম আয়ত্ত করিয়া, তাল লয় সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ করে। যদ্যপি স্বতন্ত্র নৃত্যের বিষয় বলিবার আবশ্যক নাই, তথাপি ২।১টী স্বতন্ত্র লিখিলাম। নৃত্য দ্বিবিধ—বদ্ধ নৃত্য ও অনিবদ্ধ নৃত্য।

"কার্য্যং তত্র দ্বিধা নৃত্যং বদ্ধকং চানিবদ্ধকম্।
গত্যাদি নিয়মৈর্যুক্তং বদ্ধকং নৃত্য মুচ্যতে।
অনিবদ্ধস্তু নিয়মাৎ—" ইত্যাদি।

গত্যাদি নিয়মের অধীন যে নৃত্য তাহার নাম বদ্ধ-নৃত্য, আর অনিয়মে অর্থাৎ কেবল তাল লয় সংযুক্ত নৃত্যের নাম অনিবদ্ধ নৃত্য।

নৃত্যের নাম — কমলবর্ত্তনিকা নৃত্য, মকরবর্ত্তনিকা ও মায়ুরি নৃত্য, ভ্রামরী নৃত্য, মৈনী নৃত্য, মৃগী নৃত্য, হংসী নৃত্য, কুকুটী নৃত্য, রঞ্জনী নৃত্য, গজগামিনী নৃত্য, মুখচালী নৃত্য, মেরি নৃত্য, করণমেরি নৃত্য, মিত্র নৃত্য, চিত্র নৃত্য, বেত্র নৃত্য, অদৃষ্টোল নৃত্য, কুবাড় নৃত্য, চক্রবদ্ধ নৃত্য, নাগবন্ধ নৃত্য, মুক্তলতিকা নৃত্য, মালুক নৃত্য, সূর্য্য নৃত্য, রূপক নৃত্য, উপরূপ নৃত্য, রবি চক্র নৃত্য, পদ্মবদ্ধ নৃত্য, ইত্যাদি বহু শ্রেণীর নৃত্য আছে।

মেরী জাতীয় শুদ্ধমেরি নৃত্য—

"চতুরস্রে স্থিতির্যত্র রাসতালাঞ্চিতোলয়ঃ।

রথচক্রৈকপাটেন পরেণ চ যথোচিতম্।
গতিঃ পতাকহস্তশ্চ প্রত্যাশং তলসঞ্চরঃ।
নীরিবৎ গতিসঞ্চারঃ ক্রমাৎ সব্যাপসব্যয়োঃ।
রেখা সৌষ্ঠবসম্পন্নঃ সগুম্ফো নেরিকচ্যতে।
উপায়ৈশ্চাপি সর্ব্বেষু বিনা দৃষ্টক পৃষ্টকম্।
বাহু ভ্রমরিকাং বদ্ধা মুক্তিঃস্যাচ্চতুরশ্রকে।"

পূর্ব্বোক্ত চতুরস্রে স্থিতি করতঃ রাস নামক তালে ও বিলম্বিত লয়ের অনুগত হইয়া নেরি নৃত্য আরম্ভ করিবেক। তৎপরে রথ চক্র পাট (পূর্ব্বে উক্ত আছে) তৎপরে যথাযোগ্য গতি অবলম্বন করিবেক। প্রতিদিকে পতাকহস্ত হইয়া তলসঞ্চর অবলম্বন করিবেক। বাম ও দক্ষিণ ভাগে নীরি (শুদ্ধাগতি) প্রকাশ করিবেক। ইহাতে রেখা ও সৌষ্ঠব সংযোগ করিবেক। তৎপরে দৃষ্ট পৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য যে কোন চারী অবলম্বন করিয়া বাহু ভ্রমরিকা বন্ধনপূর্ব্বক চতুরস্রে মুক্তি অর্থাৎ নৃত্য সমাপ্তি করিবেক।

চক্রবন্ধ নৃত্য,—

" কাংশ্চিত্তালানুগঞ্চয্য প্রয়োগে বহুল ক্রতান্।
সঙ্কীর্ণানেক গতিভিঃ প্রবৃত্তং সুমনোহরম্॥
কুবাড়াখাঞ্চ তত্রোয়ং তালরূপ বিচক্ষণৈঃ।
হস্ত বাহ্বঙ্ঘ্রিভিঃ সব্যে বাম পদ্মাহুহস্তকৈঃ॥

ষড়ভিরঙ্গৈশ্চতুর্ভি বা তালৈস্তত্তন্মিতাঙ্গকৈঃ।
সমানমাত্রলান্তৈশ্চ দ্রুতলঘ্বাদিদৌ যদি।
পুর্ব্বপূর্ব্বং পরিত্যজ্য ত্বগ্রিমাগ্রিমমাশ্রিতৈঃ।
এতদেবাস্ততালেন নৃত্যং কুর্য্যান্নটাগ্রণীঃ।
চক্রবন্ধং তদাখ্যাতং নৃত্যবিষ্ণা বিশারদৈঃ।"

যে কোন তালে আরম্ভ—আরম্ভের পর দ্রুত তালই অধিক সঙ্কীর্ণ, এবং অনেকবিধ গতিদ্বারা প্রবর্ত্ত করা—কুবাড় নামক গীতজাতির গীত সংযুক্ত করা—এবং ঐ জাতীয় তাল যোজনা করা—হস্ত, বাহু, বামপদ, প্রভৃতি ছয় অঙ্গ তৎপরিমিত তালদ্বারা মিলিত করিয়া ল-অন্ততাল যদি সমান মাত্রায় গৃহীত হয়, আর দ্রুত এবং লঘু দ-দ্বয় যদি তাহাতে থাকে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রার পরিত্যাগ করা, ক্রমে অগ্রিমে আরোহণ করা—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন তালে এ নৃত্য করিবে না—এইরূপ নৃত্য চক্রবন্ধ নামে খ্যাত। ইত্যাদি।

সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, এক্ষণে এতদ্দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী কোন প্রকার নৃত্য প্রচলিত নাই, যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে তাহা সমস্তই আধুনিক। সুতরাং তদ্বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

সাহসাঙ্ক চরিত।

The aspiring soul, in thoughts celestial woven,
Dallies in bygone dreams, the dim foretaste of heaven.

THE BHILSA TOPES.

সাহসাঙ্ক চরিত।

সংস্কৃত ভাষায় দুই খানি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবনবৃত্তান্তঘটিত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি "সাহসাঙ্ক-চরিত" ও শেষোক্ত খানি "নব সাহসাঙ্ক-চরিত" নামে খ্যাত; সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক-চরিতের রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; কিন্তু "বিশ্ব-প্রকাশ" নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অন্যান্য কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর, এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে তিনি ১০৩৩শকে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইল্‌সন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্বকোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি।

কেহ কেহ গাধিপুর গাজিপুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন. কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্যকুব্জের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন সাহেব বলেন যে হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির "নানার্থভাগ বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু এ কথায় আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত পরিপোষক কবির জীবন বৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থপ্রণয়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

> শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতেরনবদ্যবিদ্য-
> বৈদ্যোত্তরঙ্গ পদপঙ্কজমেব বিভ্রৎ।
> যশ্চন্দ্রচারুচরিতো হরিচন্দ্রনামা
> স্বব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্রমলংচকার। ৫।
>
> আসীদসীমবসুধাধিপবন্দনীয়ে
> তস্যান্বয়ে সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ।
> শক্রস্য দস্র ইব গাধিপুরাধিপস্য
> শ্রীকৃষ্ণ ইত্যমলকীর্ত্তি-লতা-বিতানঃ। ৬।

* প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুব্জং গাধিপুরং" ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুব্জ নগরের পর্য্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

সংকল্প সংমিলদনল্পবিকল্পজল্প
কল্পানলা-কুলিতবাদিসহস্রসিন্ধুঃ।
তর্কত্রয়ত্রিনয়ন স্তনয়স্তদীয়ো
দামোদরঃ সমভবস্ত্রিষজাং বরেণ্যঃ। ৭।

তস্যাভবৎস্থহৃকদারবাচো
বাচস্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।
সবৈদ্যবিদ্যানলিনী দিনেশঃ
কৃষ্ণস্তুতঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ। ৮।

যস্যাত্মজঃ সকলবৈদ্যকতন্ত্ররত্ন
রত্নাকরশ্রিয়মবাপ্যচ কেশবোঽভূৎ।
কীর্ত্তির্নিকেতনমনিন্দ্যাপদপ্রমাণ
বাক্যপ্রপঞ্চরচনা চতুরাননশ্রীঃ। ৯।

কৃষ্ণস্য তস্য চ সুতঃ স্মিতপুণ্ডরীক
দণ্ডাতপত্রপর ভাগযশঃ পতাকঃ।
শ্রীব্রহ্মইত্যাবিকলাত্মমুখারবিন্দ
সোল্লাস ভাসিত রসার্দ্র সরস্বতীকঃ। ১০।

তস্যাত্মজঃ সরস কৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীমম্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
অশেষ বাঙ্ময় মহার্ণব পারদৃশ্বা
শব্দাগমাম্বুরুহষণ্ডরবির্বভূব। ১১।

যঃ সাহসাঙ্কচরিতাদি মহাপ্রবন্ধ
নির্ম্মাণ নৈপুণ্য গুণগৌরবশ্রীঃ।
যো বৈদ্যকত্রয় সরোজ সরোজবন্ধুঃ
বন্ধুঃ সতাং চ কবি-কৈরব কাননেন্দুঃ।১২।

সোয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য
বৈদগ্ধ্যসিন্ধোঃ পুরুষোত্তমানাং।
দেদীপ্যতাং হৃৎকমলেষু নিত্য
মাকল্প মাকল্পিত কৌস্তুভশ্রীঃ।১৩।

লব্ধৈঃ কথঞ্চিদভিজাত সুবর্ণকার
দীনেন কোষশত বারিধি শব্দরত্নৈঃ।
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বন্ধুখোত্তাং
বিভ্রন্ময়াত্র ঘটিতো মুখখণ্ড এষঃ।১৪।

ফণীশ্বরোদীরিত শব্দকোষ
রত্নাকরালোড়ন লালিতানাং।
সেব্যঃ কথং নৈষ সুবর্ণ শৈলো
বিশ্বপ্রকাশো বিবুধাধিপানাং।১৫।

ভোগীন্দ্র কাত্যায়ন সাহসাঙ্ক
বাচস্পতি ব্যাড়িপুরঃ সরাণাম্।
সবিশ্বরূপামরমঙ্গলানাং
শুভাঙ্ক যোপালিত ভাগুরীণাং।১৬।

কোবাবকাশ প্রকট প্রভাব
সংভাবিতানর্ঘগুণঃ স এবঃ।
সংপাদয়ন্নেব্যতি বাঞ্ছিতার্থান্
কথং ন চিন্তামণিতাং কবীনাং।১৭।

আমিত্র শৈল চরমাচল মেখলাদ্রি
কৈলাসভূমিবলয়াদ্যদিহাস্তিকিঞ্চিৎ।
একত্র সংভৃতমগোচরশব্দরত্ন
মালোক্যতাং তদখিলং সুধিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ।১৮।

ইত্যাদি।

অর্থাৎ যিনি সাহসাঙ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর চরিত্রে অবস্থান করত সদ্ব্যাখ্যা দ্বারা চরক শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্রকৃত চরক টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই হরিচন্দ্রের বংশে বহুল বসুধাপতি মান্য, বৈদ্যকুলোদ্ভব, নির্ম্মলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫,৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্‌গণের পূজ্য দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মানসিক শক্তিসমুদ্ভূত বহুবিধ জল্পরূপ অনলে বাদীরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল।

এবং ত্রিবিধ তর্ক শাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন। ৭। ইহাঁর পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি স্ত্রী-বিলাসী ছিলেন, এবং বৈদ্যবিদ্যারূপ পদ্মকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ উৎপন্ন হন। ৮। ইহাঁর ভ্রাতৃপুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনাবিষয়ে সুচতুর ছিলেন। ৯। তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম। ইনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ১০। এই শ্রীব্রহ্মের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিলাভ করেন, এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ, বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শব্দশাস্ত্ররূপ পদ্মবনের সূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১। ইনি সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণগৌরবে শ্রীসম্পন্ন, বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি, এবং কবিত্বরূপ কৈরব বনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত। ১২। এতাদৃশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকল্প নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌস্তুভ ধারণের শোভালাভ করুক। ১৩। ১৪। ফণিপতি কর্ত্তৃক উদীরিত “শব্দকোষসমুদ্র” আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা

লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই সুবর্ণ সুমেরুতুল্য "বিশ্বপ্রকাশ" সমাদৃত হইবে? ১৫।

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক,* বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, অমর, মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী, এবং-আদি প্রভৃতিরা কি কাঞ্চন শৈলের সেবায় পরাঙ্মুখ হইবে? দেবতারা কি এই কাঞ্চন শৈলের (সুমেরুর) সেবা করেন না?—ইত্যাদি ইত্যাদি—১৬। ১৭। ১৮।

* সাহসাঙ্ককৃত শব্দ গ্রন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দ শাস্ত্রের টীকাকারেরা স্থানে স্থানে "ইতি সাহসাঙ্ক দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "দেবঃ" এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় সাহসাঙ্ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন।
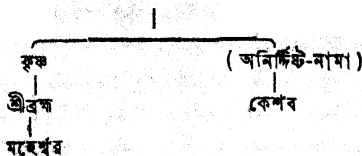
অপিচ, রায় মুকুটমণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকর তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহাঁরা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাহি মেদিনী,—

হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ড শেষঞ্চ রত্নমালঞ্চ।
অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ সুবিচার্য্য।

ইত্যাদি—

কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকর, এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক চরিত রচনার পরে নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাঙ্কচরিত রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে রাজ শেখরের প্রবন্ধ

চিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষদেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। এই প্রমাণ বিদ্বৎ-শার্দ্দুল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ-প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজ শেখর সুরি হরিহর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষ বংশধর। তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোল্কার রাণা বিরাধ বলের মন্ত্রী বস্তুপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহসাঙ্ক চরিতের পূর্ব্বে " নব " শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে তিনি নূতন রাজা সাহসাঙ্কের চরিতবর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্ নৃপতির চরিত্র বর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য ইহার নাম নব সাহসাঙ্ক চরিত যথা—

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূকৃতোয়ং মহা।
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ॥

ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—নবো যঃ সাহসাঙ্ক নামা রাজা তস্য চরিতে বিষয়ে চম্পূং গদ্যপদ্যময়ীং কথাং করোতীতি কৃৎ তস্য বিনির্ম্মিতবতঃ সোপি গ্রন্থস্তেন কৃত ইতি সূচ্যতে।

অর্থাৎ-

যিনি অভিনব সাহসাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া চম্পূ অর্থাৎ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্ত্তৃক সমাপ্ত হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের সূচনা করিলেন যে, নবসাহসাঙ্ক চরিত গ্রন্থও তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতির চরিত্র বর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ ইহার নাম "নবসাহসাঙ্কচরিত" রাখিয়াছেন।

বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

What are religions? Moral legislations, and as such, worthy of all respect.

LOUIS VIARDOT.

বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

কুশী নগরের* সন্নিকটস্থ পাওয়া গ্রামের কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটী দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও।" ভগবান বারত্রয় এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার

---

*এই স্থান গোরক্ষপুরের সন্নিকট ছিল।

উপদেশ দিতেছি যে, পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণকামনায় জীবনক্ষেপ কর।” তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর অর্হতগণ কহিলেন, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন সগলাধিপতি মহারাজ মিলিন্দকে* কহিলেন “বহুগুণসম্পন্ন ভগবান্ জীবিত আছেন।” তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন “তবে তিনি কোথায়?” আচার্য্য নাগসেন কহিলেন “ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্ম-গ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? এইরূপ আমাদিগের ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অস্ত-গত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। তিনি আর

---

* ইনি যোন বা যবনরাজ মিলিন্দ (Bactrian king Menander) ভারতবর্ষীয় কোন কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানন্ত্রিও (Demetrius) ইঁহার পারিষদ ছিলেন। মিলিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালি-ভাষায় “মিলিন্দপন্হে” লিখিত আছে।

কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম্ম মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।" আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্ম্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে অন্য অন্য বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী * তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশকদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্ম্মঘোষণা

---

* মহাভারতে লিখিত আছে 'শ্রাবস্তী' ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে অষ্টম পুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্ম্মাতা; যথা, মনু—ইক্ষ্বাকু—নাশক—ককুৎস্থ—অনেনাঃ—পৃথু—বিশ্বগশ্ব—অদ্রি—যুবনাশ্ব—শ্রাব—শ্রাবস্তক—এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন। "অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্যাত্মজোঽভবৎ। তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা ॥" (বনপর্ব্ব) মহাভারতে এইরূপ শ্রাবস্তীর উল্লেখসত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কুনিংহ্যাম সাহেব, ইহা প্রাচীন অযোধ্যা (কোশল) প্রদেশের রাজধানী স্থির করিয়াছেন। ইহার আধুনিক নাম 'সাহেৎ মাহেৎ'। পালিভাষায় শ্রাবস্তীর নাম সাত্তিপুর।

শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তিদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন—

"উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
"অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ।
"ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
"সম্পূর্ণৈঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি।
"চিরম্ সুপ্তমিমং লোকং তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিতং।
"ভবান্ প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুং।
"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
"বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রমোচকঃ।
"ভবিষ্যন্ত্যক্ষণাঃ শূন্যাস্ত্বয়ি নাথে সমুদ্গতে।
"মনুষ্যাশ্চৈব দেবাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুখান্বিতা।
"পণ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্ম্মং শ্রোষ্যন্তি যেপি তে।"
ইত্যাদি।

অর্থাৎ "আপনি লোকভাস্কর, লোকনাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের চক্ষুর্দাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণমনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্লধর্ম্ম* দ্বারা

* শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসাধর্ম্ম। অহিংসাধর্ম্মের শুক্লসংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষায় অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাননিদ্রায় অভিভূত আছে, তম অর্থাৎ অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে—আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীবলোক ক্লেশব্যাধিতে প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্যরাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার দ্বারাই এই জীবলোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে। এই জীবলোক এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা সচক্ষু হইবে। কি দেব, কি মনুষ্য, সকলেই সুখী হইবে। যাহারা আপনার এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়।" ইত্যাদি।

একদা ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট। এই জীবলোক কেবল কষ্টময়। জন্মিতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চ্যুত হইতেছে। লোক সকল এই মহাদুঃখস্কন্ধের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গম্ভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন "কি হেতু জরামরণ হয়?

"জরামরণং কিং মূলকং?"

এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল "জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং।" জাতিসত্তাই জরামরণের কারণ।

"কিং মূলকং জাতিঃ ?" জাতির মূল কি ?

"জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া।" ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবী ধাত্বাদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ, স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নামরূপ, নামরূপের বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের বীজ অবিদ্যা।* দুঃখস্কন্ধের এই হেতু ভাব অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু-ভাবের উচ্ছেদচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে—

"অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কারনিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াংশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিরোধো ভবতীতি। ইতি হি ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু যোহনিশো

---

* পালিভাষার দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ যথা "অবিজ্জা পচ্চয়ের সঙ্খার, সঙ্খার পচ্চয়ের বিঞ্ঞানম্, বিঞ্ঞানপচ্চয়ের নামরূপম্, নামরূপপচ্চয়ের ষড়ায়তনম, ষড়ায়তন পচ্চয়ের ফাসসো, ফাসসপচ্চয়ের বেদনা, বেদনা পচ্চয়ের তহ্নিণা, তহ্নিণা পচ্চয়ের উপাদানম্ উপাদান পচ্চয়ের ভাবো, ভাবপচ্চয়ের জাতি, জাতিপচ্চয়ের জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখম্" ইত্যাদি।

মনসিকারাধিকলীকারাজ্জানমুদপাদি চক্ষুকদপাদি—বিদ্যোদপাদি ভূরিকদপাদি—মেধোদপাদি প্রজ্ঞোদপাদি আলোকঃ প্রাদুর্ব্বভূব।”

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয় সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপে ক্রমে সমস্ত দুঃখস্কন্ধ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখনিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি “জরা-মরণ-বিঘাতী ভিষগ্বর” বলিয়া খ্যাত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন জগতের মূলতত্ত্ব কোনমতে পঁচিশ, কোন মতে ষোল, কোন মতে সাত—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব দুই, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থ, ভূত হইতে ভৌতিক পদার্থ, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। তদ্‌যথা—

“ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ”

শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধবাক্য।

“খর স্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাস্তে পৃথিবী ধাত্বাদয়শ্চত্বারঃ”

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদনুসারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুসত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবী ধাতু খর অর্থাৎ কঠিন স্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিন্য জন্মে। আপ্যধাতু স্নেহ স্বভাবাপন্ন, তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব, বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল। "অন্যদপি স্বাভাব্যমন্তরান্তিতে-যাম্" উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন চারি প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে। তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্ম্মবত্তাদি অনেক প্রকার। এই চারি প্রকার পরমাণু রাশির ন্যূনাধিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্ত পদার্থ দ্বারা পূরণ হয়। যথা—

"রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাশ্চিত্ত-চৈত্তাত্মকাঃ।"

শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধবাক্য।

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে রূপস্কন্ধ বলে (বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরিণাম, এই মতের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে।

"অহমহমিত্যালয়বিজ্ঞানং রূপস্কন্ধঃ।"

"আমি আমি" "আমার আমার" এবম্প্রকার অহং-ভাবাপন্ন সর্ব্বদা উৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞান-স্কন্ধ। সুখদুঃখাদির অনুভব হওয়ার নাম বেদনা-স্কন্ধ। ইহা গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদব্যবহারসম্পাদক নামবিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ইত্যাদি আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কারস্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধমতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল চিত্তগত সংস্কারমাত্র।)

"বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্তমাত্মাচ অন্যচ্চত্বারস্কন্ধাশ্চৈত্তাশ্চ সকললোকযাত্রা নির্ব্বাহকাঃ।"

উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যেটি বিজ্ঞানস্কন্ধ, তাহার অপর নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপর চারি স্কন্ধের নাম চৈত্ত।

এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, স্থিরতাও নাই।

জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক, তবে যে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা কেবল প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত তাহা হইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

"—ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ"

শঙ্করাচার্য্যধৃত বোধিচিত্ত বিবরণ।

আর্য্যদিগের মতে যেমন ভাববিকার ছয়, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা—

"অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনাতৃষ্ণোপাদানং ভবোজাতি জরামরণং শোকঃ পরিবেদনা দুঃখং দুর্মনস্তা ইত্যেবং জাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ।"

শঙ্করাচার্য্যধৃত বৌদ্ধ সূত্র।

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু এ শত বৎসর, ও দশ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের অবিদ্যা। এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ বিজ্ঞান

বা আলয়বিজ্ঞান তুল্যার্থ। এই আলয় বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্ত রূপে সংহত করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপ নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে নাম-রূপ শব্দে গর্ভস্থ সকল বুদ্‌বুদ্ আদি অবস্থা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান চারি ধাতু ও রূপ, এই দুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়ায়তন। নাম, রূপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানাদেহোৎপত্তি। এত দূরে পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বার্দ্ধক্য (ইহাকে জরাস্কন্ধ বলে।) তৎপরে নাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতুমাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহ-ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে "হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করে। এই

বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার অনুভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুর্মনস্তা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্মে। এতস্তিন্ন মান, অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া থাকে।

এই সকলগুলি পরস্পর পরস্পরের হইয়া হেতু হেতুমদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যান্তর উৎপত্তির প্রতি হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এ জগতে নাই। এই বিজ্ঞাননিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৌদ্ধদর্শন।	আর্য্যদর্শন। (গৌতমাদি)
খর	কাঠিন্ত অর্থাৎ সংস্কৃত।
ধাতু	ভূত
হেতুক	প্রকার
প্রত্যয়	কারণ
আলয় বিজ্ঞান	গর্ভস্থজীবের প্রথম জ্ঞান

পুদ্গল	দেহ
প্রতীতা প্রত্যয়হেতুক	কার্য্য
ভাব, উৎপাদ,	উৎপত্তি
নিরোধ	ধ্বংস
প্রতিসংখ্যা নিরোধ	হনন
অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ	স্বয়ং বিনাশী
আবরণাভাব	আকাশ
সন্তানী	হেতু-ফলভাব
সন্নিশ্রয়	অধিকরণ
অজীব	ভোগ্য
আস্রব	বিষয় প্রবৃত্তি
সংবর	যম নিয়মাদি
নির্জ্জর	প্রায়শ্চিত্ত
বন্ধ	কর্ম্ম
মোক্ষ	কর্ম্মনাশ
অস্তিকায়	তত্ত্ব বা পদার্থ
ঘাতিকর্ম্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক
ভঙ্গিনয়,	যুক্তিরীতি
তীর্থঙ্কর	আচার্য্য
	ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয় নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই "রত্নত্রয়ে" শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসারমধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই গ্রন্থত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ কহেন "এ সকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয়, কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই।" এই "রত্নত্রয়" সূত্র, অভিধর্ম্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে। পালিভাষায় উহার নাম "ত্রিপিটকম্।" ভিল্‌সাস্তূপ গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব কহেন বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য উহা প্রাকৃত এবং অভিধর্ম্মপিটক বোধিসত্ত্বগণকে বলা হইয়াছিল, এজন্য উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায়

পালের বা পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধীভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন "আমার বাক্যসকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃতভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক্ সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে, ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধ-বাক্যসকল সকনিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় রচিত।" মহাবংশের লিখনানুসারে সুভূতিনামক সিংহলদেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন, ত্রিপিটক শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল, তৎপরে অনুমান খ্রীষ্টজন্মের একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্টগমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থকথা সিংহলদ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ একণে দুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়া-

ছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে, সূত্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যানপরিপূর্ণ এবং অভিধর্ম্মপিটকে বিজ্ঞানাদিঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থবিভাগ যথা—

বিনয়পিটকম্।

পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ্গো, চূলবগ্গো, পরিবারপাঠো।

সুত্তপিটকম্।

দীঘম নিকেয়, মজ্ঝিম নিকেয়, সাযুত্ত, অঙ্গুত্তর নিকেয়, খুদ্দক নিকেয়। শেষোক্ত গ্রন্থ নিম্নলিখিতভাগে বিভক্ত—খুদ্দক পাঠো, ধম্মপদম্, উদানম্, ইতিবুত্তকম্, সুত্তনিপাত, বিমানবাথু, পেটবাথু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসম্ভিদ মাগ্গ, অপাদানম্, বুদ্ধবংশ, সারিয়পিটকম্।

অভিধম্ম পিটকম্।

ধর্ম্মসঙ্গনি, বিভাঙ্গম, কথাবাথু, পুগ্গল, পানত্তি, ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্।

নির্ব্বাণকামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্যই তাহারা শারীরিক নানাবিধ

কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই কষ্টদায়ক। সৎকার্য্য দ্বারা পুনর্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধগণের পরম সুখ। বৌদ্ধশাস্ত্র কহে—

"জিঘৎচা চরম রোগ সংখার পরম দুখ।
এতম্ নত্যা যথা ভূতম্ নিব্বাণম্ পরমম্ সুখম্।"

অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা, রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেইমত জীবন, দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, কিন্তু একমাত্র নির্ব্বাণই পরম সুখ। নির্ব্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত অর্হতগণকে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক; যথা,—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি, জ্ঞান, ইহাকে পারমিতা কহে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন কিন্তু সেটী ভ্রম, উহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দীপঙ্করাদি বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কান্ট ও কোমৎ, যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার

অধিকাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। একসময় "ওঁ মণি পদ্মেহূং" এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীক্‌গণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেন।* আমরা সেই আর্য্যজাতি। এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু সেদিন কোথায়! "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সেদিন গত হইয়াছে! আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চির কালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আপ্লুত হইয়া উঠিল সুতরাং অদ্য এই পর্য্যন্ত।—

---

* যোনধর্ম্ম রক্ষিত অলসেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন। যথা—মহাবংশ "যোনান-নগর-লসন্দ যোন-মহাধর্ম্ম-রক্ষিতো।"

পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

အဋ္ဌံ ပါတိ ရက္ခတိ ဣတိ တသ္မာ ပါဠိ

Atthan páti rakkhati iti tasma páti.

পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

পালি অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী সত্ত্বেও পালিব্যাকরণকর্ত্তা কচ্চায়ন* কহেন "এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কল্পারম্ভে ব্রাহ্মণ ও অন্য বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে যথা—

সমাগধী মূল ভাষা
নরেয় আদি কপ্পিক।
ব্রাহ্মণ সমুট্ঠলাপ
সম বুদ্ধ চ্চাপি ভাষরে॥

পুনশ্চ "পতি-সম্ভিধ-অত্থ" নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে "এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল, প্রভৃতি

---

* কাত্যায়ন।

ভাষা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু মাগধী আর্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা এজন্য অপরিবর্ত্তনীয়, চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটকনিচয় এই ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ ভাষা চিরকালই প্রসিদ্ধ। "ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপ ভ্রংশিত বৈ" এই শ্রুতি বাক্য আর "যএব শব্দা লোকে তএব বেদে," "লোকবেদয়োঃ সাধারণ্যাৎ" ইত্যাদি আর্য—বাক্য এবং "যজ্ঞযজ্ঞীয়ং বাচং বদেৎ" এই বেদবাক্য এবং "যাতযামঞ্চ যত্নবেৎ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,

"ততো ভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট্‌চ সংখ্যয়া।
তজ্জ্ঞানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানিচ॥"

"বিধাতা ছাপান্নটী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণও করিলেন" এ কথা যতদূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষে আঠারটী শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানাপ্রকার আছে। ফল, শাস্ত্রীয়

ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষাগ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন—

"প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা"

স্বয়ম্ভু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাস্ত্র বলিয়াছেন, এতাবতা শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে, এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ প্রকার যথা। (১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত এই প্রাকৃতের ভেদ উদীচী (৩) মহারাষ্ট্রী (৪) মাগধী (৫) মিশ্রার্দ্ধ মাগধী (৬) শকাভীরী (৭) অবন্তী (৮) দ্রাবিড়ী (৯) ওড্রীয়া (১০) পাশ্চাত্যা (১১) প্রাচ্যা (১২) বাহ্লিকা (১৩) রন্তিকা (১৪) দাক্ষিণাত্যা (১৫) পৈশাচী (১৬) আবন্তী (১৭) শৌরসেনী (১৮) এতন্মধ্যে অষ্টম স্থানে অবন্তী ভাষা আছে, উহাই পালিভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে সময় অবন্তীস্থ জেতবনে বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধ ভাষায় সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কারপ্রাপ্ত ভাষা পালিনামে প্রখ্যাত হয়। কল্হণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

"বৌদ্ধভাষামজানানো মাহেশ্বরতয়া নৃপঃ;"

এতদ্দ্বারা তাঁহার বৌদ্ধভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য। হর্ষীর টীকায় উক্ত হইয়াছে।—

"সংস্কৃতা শিষ্টভাষা চ অবন্তী বাক্ বিনায়কাঃ"

অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত, আর বিনায়ক-দিগের ভাষা অবন্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়। এই আঠার প্রকার ভাষার উদাহরণ "প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর-ব্যাকরণে" কিছু কিছু আছে। ঐ সকল উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলে পালিভাষার সহিত অবন্তী-ভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ 'শ্রেণী' যথা—মহাবংশ (মূলপালি) "অস্ত পালি ব্যাধনম্ তদা অসি নিবেসিত" অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী বাটী নির্ম্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত সূত্র ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় 'পালি' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী-ভাষায় বিরচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষানুসারে পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্ডার্স অনুমান করেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় খ্রীষ্টজন্মগ্রহণের একশত বা দুইশত বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কারণ কেবল আধুনিক কতিপয় পালিগ্রন্থে পালি যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থকে বুঝায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যথা—"সামন্তপাসাদিকা—যথা—" নেব পালিয়ম্ ন অথ কথায়ম্ অগতি" অর্থাৎ ইহা মূল বা

অর্থকথায় অর্থাৎ টীকায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা সদ্ধ-পদ্ম-পুণ্ডরীক "পালিয়ম পান বুদ্ধতি কেন অখেন" অর্থাৎ তাঁহাকে মূলগ্রন্থে কিজন্ত বুদ্ধ বলা যায়? পুনশ্চ যথা—মহাবংশ "পিটকত্তায় পালিন সতস অথকথান" অর্থাৎ মূলত্রিপেটক এবং তাহার অর্থকথা ইত্যাদি আধুনিক পালিগ্রন্থের ভুরি ভুরি উদাহরণ আলোচনা দ্বারা পালি যে মূল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থের একটী বিখ্যাত নাম তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালিভাষায় মূলধর্ম্মগ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মূলগ্রন্থকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা অন্ত ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণতঃ পালি মগধদেশীয় ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে "পালিভাষা" এই নামের পরিবর্ত্তে মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাষা বুঝাইত। পালিভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত-বৎসর পূর্ব্বে ইহা মগধদেশের ভাষা ছিল, তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পরে সিংহলদ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালিভাষা কথোপকথনের এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে,

এজন্য ইহাকে আর মাগধী ভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা। ভট্ট লাসেন কহেন পালির সহিত সৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রীয় সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে মাগধী বলা যাইতে পারে না, এজন্য আমরা তাঁহার কথা অপ্রামাণ্য বোধ করিলাম। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও সৌরসেনীর সহিত পালিভাষার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধগণের তিনটী প্রাকৃত ভাষা; যথা, প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরের খোদিত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভাষা, ও তৃতীয় পালিভাষা। আমাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির সহিত অতি অল্পমাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিতবিস্তরের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা।

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালিভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্য এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা

ইহার সংস্কৃত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবেক যথা—

সংস্কৃত।	পালি।
অভিধর্ম্ম	অভিধম্ম
অমৃত	অমত
অর্হত	অরহ
অর্থকথা	অত্থকথা
শ্রুতি	শুতি
মন্ত্র	মন্তো
মার্গ	মাগ্গো
ম্লেচ্ছ	মিলাক্কো
নির্ব্বাণ	নিব্বানম্
বর্ণ	বন্নো
যবন	যোন
পর্ব্বত	পব্বত
অশ্ব	অসো
রক্ত	রত্ত
বৃক্ষ	রুক্ক
শিব	শিবণ
সর্প	সপ্প
সিংহ	সিহো

মগধরাজ মহা মহেন্দ্র ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালি-ভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চারি শত শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ মগধদেশ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালিভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্চায়নকৃত পালিব্যাকরণ অতিপ্রসিদ্ধ। আমাদিগের পাণিনি-ব্যাকরণের ন্যায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সিংহলদ্বীপে সকল বৌদ্ধমঠে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একালপর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি পালিব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্‌লিং কহেন কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের নিয়মানুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

এই পালিব্যাকরণ আট ভাগে বিভক্ত। এই আট ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন যথা—

"সেথান তিলোকমহিতম্ অভিবন্দি অগ্যান

বুদ্ধন চ ধম্ম মমলান্ গণ মুত্ত মঞ্চ
সধুস ত্তস বচনাত্থ বরান্ সুবোধন্
ব্যাখ্যামি সুত্তহিত মেধ্য সুসন্ধিকপান্
সোয়ান জিনিরিত নেয়েন বুদ্ধ সাত্তি
তক্কপি ত্তসবচনাত্থ সুবোধনেন
অত্থান চ অক্খর পদেসু অনোহভাব
সিয়ত্থিক পদ মত্তো বিবিধন শূক্সের।"

অর্থাৎ "আমি ত্রিলোক-আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নির্ম্মল ধর্ম্ম, ও সুবিরমণ্ডলীকে বন্দনা করিয়া সন্ধিকল্পের গম্ভীরার্থ সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা এতাদৃশ যথার্থ সুখের আশা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের নানাপ্রকার বাক্যসংযোগ শ্রবণ করুন।"*

পালি ব্যাকরণের সূত্র যথা—

১। অথ অক্খর সঞ্ঞাতো।

২। অক্খর পাত্তের একচত্তালিশন্।

৩। তত্থো উদান্ত স্বর অথ।

৪। লহু মত্ত তর রস্ব।

৫। অঞ্ঞ দীঘ্ব।

---

* এই গ্রন্থে অর্থানুবাদমাত্র করা হইয়াছে।

৬। শেষ ব্যঞ্জন।

৭। বগ পঞ্চা-পঞ্চাশ-মন্ত।

এইরূপে কচ্চায়ন ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া গেছেন। তিনি বার্ত্তিকদ্বারা গ্রন্থব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাণিনিসূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে, যথা, পাণিনি "অপাদানে পঞ্চমী" তথা কচ্চায়ন "অপাদানে পঞ্চমী।" এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধতীর্থস্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—শ্রবস্তী, পাটলী, বারাণসী ইত্যাদি।

কেহ কেহ অনুমান করেন কচ্চায়ন ব্যাকরণের বৃত্তি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা অপ্রামাণিক যথা—

কচ্চায়নকতো যোগো, বুত্তি চ সজ্ঝ নন্দিনো।
প্যায়োগো ব্রহ্মদত্তেন, ন্যাসো বিমলবুদ্ধিনা॥

অর্থাৎ মূল কচ্চায়নকৃত, বৃত্তি, সজ্ঝনন্দির, উদাহরণ ব্রহ্মদত্তের, ও ন্যাস বিমল বুদ্ধিকৃত।

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বালাবতার—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালিব্যাকরণ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার, এবং এপর্য্যন্ত সিংহলে এতদ্দেশীয় লঘুকৌমুদীর ন্যায় আদরনীয়। বালাবতার কচ্চায়নের ব্যাকরণ হইতে

বিভিন্ন নিয়মানুসারে সঙ্কলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৃত, ও উণাদি সূত্র এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তিভেদ নির্ণীত আছে। গ্রন্থারম্ভে একটি গাথা আছে, যথা—

বুদ্ধনতি দত্তিবন্দিত বুদ্ধম্ ভুজবিলোচনন্
বালাবতারণ ভাষিষন্ বালানান্ বুদ্ধি বুদ্ধিয়।

অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আনন্দবর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনটী প্রণাম করিয়া সুকুমারমতি বালকের জ্ঞানোন্নতি ও বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত বালাবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।*

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি।—এখানিও কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের সারসংগ্রহ; কিন্তু বালাবতারের ন্যায় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ

---

* পালি ও গাঁথাসমূহ, এই প্রস্তাবে অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্চায়নের একজন প্রাচীন সঙ্কলনকর্ত্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানান আদি হইতে বিস্তর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

কচ্চায়নন্ চ চরিয়ন্ নমিত্ব
নিশ্যোয় কচ্চায়ন বানানাদিন্।
বালাপবোধাত্থ যুজন করিশন
ব্যাখ্যান সুখানন্দন পদরূপসিদ্ধি॥

অর্থাৎ "আচার্য্য কচ্চায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানান আদি পর্য্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদরূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।"

গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"বিখ্যাত আনন্দ থেরাভ্ভয় বরগুরুনাম তম্ব পাণি ধজানন।
শিষো দিপাঙ্করাখ্য দমিল বসুমতি দিপালধ্যাপ্প কাশ।
বালাদিচ্চদি বাসদিত্তা মধিবসান নসনান যোতিও
সোয়ম্ বুদ্ধ পিয়ভোযতি ইমামুজুকান রূপ সিদ্ধিন অকাশী।"

অর্থাৎ এই নির্দ্দোষ রূপসিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তম্বপণ্ণি (সিংহল) প্রদেশের ধজস্বরূপ ও

দামিল দেশের (চোল) দীপস্বরূপ এবং "বুদ্ধপ্পির" (বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপাঙ্কর রচনা করেন। তিনি বালাদিচ্চ ও চূড়ামাণিক্য নামক মঠদ্বয়ের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

সিংহলদেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহল-দ্বীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে, মহারাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় (তাঞ্জোর) একজন স্থবিরের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত নৃপতির সময় হইতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানাশাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহলদ্বীপে ঔপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপ-সিদ্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোল-দেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্‌গল্যায়ন ব্যাকরণ।—এখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদ্গল্যায়নপ্রণীত। "বিনয়ার্থসমুচ্চয়" "পঞ্চিকাপ-দীপ" গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাঙ্করের গ্রন্থে এই গ্রন্থকারের বিশেষরূপে গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। মৌগ্‌গল্যায়ন ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অনুরাধাপুরের থুপারাম মঠের পুরোহিত ছিলেন। এখানি কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ

ও সদানীতি হইতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত। যথা—

প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সি-আদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি, পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য। যথা—

সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিত্ব তথাগতম্।
সধম্ম সঙ্ঘম ভাবিযন্ মগধনশব্দ লক্ষণম্॥

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তিশ্লোক যথা—

তস্স ভূতি সমাসেন বিপুলাত্থ পকাশিনী।
রচিত পুন তেনেব সসাস্থ যোত কারিন॥

এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষার দীপানি, কচ্চায়নভেদ টীকা, মহাশব্দ-নীতি, প্যায়োগসিদ্ধি, গরূলদেনীসন্ত, পঞ্চিকাপদীপ, অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদয়।—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দোগ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এবং পিঙ্গল, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থের আদর্শে লিখিত। গ্রন্থ-কার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"নমাশ্ভুজন শান্তন তমশ্শান্তন ভেদিনো
ধম্ম্জালন্ত রুচিন মুনিন্দোদাত্তরচিনো।
পিঙ্গলাচার্য্য দিহিষ্ছন্দানম দিত্তমপুরা
সুদ্ধ মাগধী কানন তন ন সাধত্তি বথিচ্ছিতম্॥
ততো মগধ ভাষের সভাবয় বিভেদনন
লক্ক লক্খণ সম্যুত্তন পশানথ পদাকমম্।
ইদম বুত্তোদয়ন নামা লোকীয় ছন্দ নিশ্রিতন্
অব ভিক্ষুমহন দানি তেশম সুখ বিবুদ্ধিয়॥"

অর্থাৎ "মুনীন্দ্রকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিরণে ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছন্দোগ্রন্থ দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধী ভাষায় এই বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া প্রচলিত ছন্দঃসমূহের রচনার রীতি উদাহরণসহকারে প্রদর্শিত হইল।" এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের নাম সঙ্ঘরক্ষিত।

ধাতুমঞ্জুষা।—এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবিরকৃত। পালিভাষার ধাতুপাঠ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণ-

সমত গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপর নাম কচ্চায়ন-ধাতু-মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রারম্ভ-শ্লোক যথা—

নিরুত্তি নিরুর পার পারাবারন্তগান্ মুনিন্
বন্দিত্ব ধাতুমঞ্জুষান্ ক্রমি পবচনান্ যশান
সুগত গম মধম তব তন ব্যাকরণানিচ।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ শব্দ সমুদ্রে পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সদ্ধর্মের মার্গস্বরূপ এই ধাতুমঞ্জুষা রচনা করিলাম। বৌদ্ধধর্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতু পাঠ সঙ্কলন করিলাম।"

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন যথা—

"রচিতা ধাতুমঞ্জুষা শিলাবংশেন ধীমতা
সধম্ম পঙ্কেরুহ রাজহংস
অসিথ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ
যক্কাদিলে নাম্য নিবাসবাসী
যতীশ্বরে সো জমিদান্ আকাণী—"

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম পাঠার্থিগণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ কর্ত্তৃক রচিত। এই শিলাবংশ এক জন যক্ক্যাদিলেন মন্দিরের পুরোহিত ও তথায় অবস্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া রাজহংসের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থরূপ পদ্মবনে বিরাজ করুক।

ধাতুমঞ্জুষা।—ডন এনড্রিশ সিল্ভিয়া বাতুবান্ত দেব নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজি-ভাষার অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধানপদীপি।—এখানি সংস্কৃত অমরকোষের ন্যায় প্রসিদ্ধ পালি অভিধান। ইহা অমরকোষের প্রণালীতে আদ্যোপান্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা—

" তথাগতো করুণাকরো করো
প্যায়তো যোসঞ্জ সুখাপ পদাম্ পদান্
অক পযাখান কলিসম্ ভাব
নমামি তান্ কেবল দুঃখ করণ্ করণ্ "

অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথাগতকে বন্দনা করি, যিনি নির্ব্বাণ আপনার আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখবর্দ্ধন নিমিত্ত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা—

" সগ্গ কাণ্ডোচ ভুকাণ্ডো
তথা সামান্ন কাণ্ডকান্
কাণ্ডাত্তান বিত এস
অভিধান পদীপিকা
তিদীব মাহিয়ান ভুজগ বণাখি

সকলাৎথ সমাভায় দিপা নিয়ান
ইহও কুশল মতীম সনারো
পাতু হোতি মহা মুনিন বচন।”

অর্থাৎ এই অভিধানপদীপিকা ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য কাণ্ড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে মোগ্‌গল্যায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষাসম্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রন্থ, এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে সারোদ্ধৃত হইতেছে। আমরা পালিভাষায় সুপণ্ডিত নহি, এজন্য সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণাশুদ্ধিগত বা অনুবাদঘটিত দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

মহাবংশ।—ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতভাষায় নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী কিম্বা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না। কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথার ন্যায় অলীক গল্পপরিপূর্ণ গ্রন্থে আমাদিগের যাহা কিছু

পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা হইতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার করা দুরপরাহত। আমাদিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরাবৃত্তমধ্যে কেবল একমাত্র রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪০ খৃঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালি-ভাষায় রচিত সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-ইতিহাস-গ্রন্থনিচয় তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহল-দেশীয় পালি-বৌদ্ধ-ইতিহাসসমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি-বৌদ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। মহাবংশ নামে পালিভাষার দুইখানি পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অনুরাধাপুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবিরকর্ত্তৃক রচিত, কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থখানি

ইহার পূর্ব্বের রচিত। এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খ্রীঃ অব্দ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজন্ম তাহাতে আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অনেক অলৌকিক বিবরণও আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ সুপ্রণালী সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কৃত পুরাণের স্তায় এ গ্রন্থখানি কেবল "কাহিনী" নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা এক শত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রথিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম সুলুবংশ। এই অংশে পরাক্রমবাহুর (১২৬৬ খৃঃ অব্দ) রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'এই গ্রন্থ কীর্ত্তি শ্রীমহারাজের অনুজ্ঞানুসারে ও তিবষবয় দ্বারা রচিত।

জর্জ্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশ অনুবাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ।—মহাবংশের ন্যায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি-ইতিবৃত্ত। মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন, এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবিরগণের মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপবংশ সুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালিভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে অত্তাঙ্গলুবংশ, দাতাবংশ, ব্রহ্মজালসুত্ত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষুদ্দক পাঠ, সুত্ত নিপাত, মহা পরিনির্ব্বাণ সুত্ত, ধর্ম্মপদ প্রভৃতি অতিপ্রসিদ্ধ এবং সিংহল দেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষার অনেক গ্রন্থ চাইল্ডার্স, কস্‌বুল, ক্লক ও কুমার স্বামীর যত্নে মুদ্রিত হইয়াছে।

বেদ।

The Vedic Literature will always remain the most attractive object of study in relation to India.—*Dr. Burnell's Elements of South Indian Palæography.*

বেদ।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহা হইতেই অন্যান্য শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই বেদমূলক। বেদ অমান্য করিলে হিন্দুধর্ম্মের জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের বেদ অমান্য করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন এবং শুদ্ধ ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার যাহার পর নাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ্ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ এই যে, জ্ঞানলাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্দ্বারা তাহারই নাম বেদ। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজু, সাম। ঋগ্বেদে এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। যথা—

"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায়া য মৃষয়স্ত্রয়ী-
বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি ॥"

ভগবান্ মনু কহেন—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত্ব ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ-ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণং॥"

অর্থাৎ—"তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিহইতে সনাতন ঋক্‌বেদ, বায়ুহইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্যহইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।*

উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল। যথা—

"তস্যৈতস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস" ইত্যাদি—

অর্থাৎ প্রস্তাবিত পরমাত্মা হইতে, নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত বহির্গত হয়, সেইরূপ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পৌরাণিক কালে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহিতা বদ্ধ হইয়া আছে,

* পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক অনুবাদিত। মনুসংহিতা ১২ পৃষ্ঠা।

অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা। যথা—পাণিনির মতে "ব্রহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্" এইরূপ বাক্যে "ব্রাহ্মণ" শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেন না ব্যাখ্যা পরেই হইয়া থাকে।

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য, গীত এই তিন প্রকার ভিন্ন চারি প্রকার নাই, বেদেও সেইরূপ পদ্য গদ্য গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পদ্যগুলি ঋক্, গদ্যভাগ যজুঃ ও গীতভাগ সাম। যথা—জৈমিনিসূত্র "তেষামৃগ্যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা" "গীতিষু সামাখ্যা" "শেষে যজুঃ শব্দঃ।"

যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়া অথর্ব্ব নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ যাগ-যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী।

জৈমিনি বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষনির্ম্মিত বলেন না, ঈশ্বরনির্ম্মিতও নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহ নাই। শব্দ, অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ

(বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মনুষ্যের কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনিমাত্র, তাহার নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপবিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযত্নভেদে মনুষ্যের বাক্‌যন্ত্রের তারতম্যহেতু শব্দপ্রকাশক সঙ্কেতধ্বনিগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর একজন ধ্বনি করিল ড়বণ—লক্ষ্য সকলেরই এক। একজন বলিল "মাতর্‌," একজন বলিল "মা," আর একজন বলিল "মাত্তারি," অপরে বলিল "মাদার্‌," ইহাতে সকলেরই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্ম্মে জৈমিনি মীমাংসার প্রমাণপাদে কহিয়াছেন,—

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" (১ম পাদ, ৫ম সূত্র)

এই সূত্র হইতে ইহার অনন্তর একত্রিশ সূত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সূত্রে শব্দ-সম্বন্ধের বিচার করিয়াছেন। অপিচ, উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কল্পনা করায় লৌকিক শব্দ অনেক বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোককৃত সাঙ্কেতিক

শব্দের প্রামাণ্য নাই। লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেন না পুরুষে ইহার সঙ্কেত করিয়াছে। বৈদিক শব্দ কাহারও সঙ্কেত দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, কেন না উহার সঙ্কেতকর্ত্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অনুমিতও হয় না। "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা" (২৭ সূং) "অনিত্য দর্শনাচ্চ" (২৮ সূং) "সারস্বতং সূক্তং" (অর্থাৎ সরস্বতী-প্রণীত) "কঠ শাখা"—কঠনামক ঋষিপ্রণীত শাখা, এই-রূপ পৈপ্পলাদক, মৌদ্গল, মৌদ্গাল প্রভৃতি বেদ-ভাগের বক্তা বিবেচনা করিয়া এবং "ববরঃ প্রাবাহনি রকাময়ত," "ঔদ্দালকি রকাময়ত," এই সকল ব্যক্তিঘটিত আখ্যায়িকা দেখিয়া ও ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্রদ্বারা বেদ পুরুষনির্ম্মিত এবং বেদের বিষয়বিশেষও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কাল ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পরিশেষে "উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং" (২৯) "আখ্যাপ্রবচনাৎ" (৩০) ইত্যাদি সূত্রে জৈমিনী তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, কাঠক প্রভৃতি আখ্যান কেবল কঠাদি ঋষিগণ উহা প্রথমে বা প্রাধান্যক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ সমাখ্যান হইয়াছে।

সাংখ্যকার কপিল "ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য

তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ” (৫ অঃ ৪১ সূ) এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া “ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্য সম্ভবাৎ” (৫ অঃ ৪৬সূ) এবং অন্যান্য বহুতর সূত্রদ্বারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ কোন পুরুষ, বুদ্ধিদ্বারা নির্ম্মাণ করেন নাই, চির-কালই আছে। তবে কল্পান্তকালে যে ব্যক্তি প্রথম শরীরী হন—তিনি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্ত ব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত পদার্থ ভান হয়, সেইরূপ বেদও তাঁহার ভান প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষের যেমন শ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদন করিতে বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষা করে না, সেইরূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহার বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ বলেন। গৌতম বলেন, বেদ জন্য বটে, কিন্তু তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য নহে, কেন না ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত আপ্তপুরুষ ইহার বক্তা। “মন্ত্রায়ু-র্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎ প্রামাণ্যম্” এই সূত্রদ্বারা বেদের প্রামাণ্যপরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। “মন্ত্র ও আয়ু-র্ব্বেদ” গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন না কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বরপ্রণীত বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপ্তপুরুষ ঈশ্বরব্যতীত আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিদিগেরও এই মত। আস্তিক

আর্য্য গ্রন্থকারদিগের মতে অপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত স্বীকার করেন না।

এ সকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক, বৈদিক ঋষিগণই উহার প্রণেতা। তাঁহারাই আপনার অভীষ্টসাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন যথা—

"অর্থ পশ্যাব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্।"

বৈদিক স্তোত্রনিচয় এক সময়ের রচিত নহে, তাহা সময়ে সময়ে ঋষিগণ দ্বারা এক এক অংশে রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করিতেছি, ব্যাসের পূর্ব্বে তাহা এরূপ ছিল না। পরাশরনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পূর্ব্বে সমুদয় বেদ সুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তিনি চারিজন শিষ্যকে চারিবেদ উপদেশ দিয়াছিলেন যথা—বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগনামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে, এবং আঙ্গিরসী নামক অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন এবং বাস্কল তাহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন এবং ইন্দ্রপ্রমতি ও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন এবং সাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাজল ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া একখানি বালখিল্যনামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভজ্য ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল"* ঋগ্বেদসংহিতার শাকল্য শাখা প্রচলিত। উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচ দৃষ্ট হয়। অন্যমতে ঋগ্বেদ ১০

* পণ্ডিতবর ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

মণ্ডলে এবং ১০০ শত অনুবাকে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সহস্র সূক্ত আছে। এই সংহিতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩৮২৬ প্রদ বর্ত্তমানসময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত "চরণ-ব্যূহ" গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায় এ সময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকে ৫টী করিয়া অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০ টী অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য।

যজুর্ব্বেদসংহিতা, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাও কহে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয় মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত ও উহার ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য।

সামবেদসংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তরভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং রানায়ন। সামবেদের আট খানি ব্রাহ্মণ আছে; তাহার নাম যথা,—প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সামবিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ এবং সংহিতোপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ।—সায়নাচার্য্য এই আট খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় দ্বাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে—"অথর্ব্ববিৎ সুমন্ত কবন্ধনামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুই-ভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শসংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষ্য সৌল্কায়নি, ব্রহ্মাবলী, মোদোষ, পিপ্পলায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক, ও জাজলি, ইহারা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প ও অঙ্গিরা প্রভৃতি সকলে অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।" * অথর্ব্ববেদের

* শ্রীমদ্ভাগবত। ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত।

শৌনক শাখামাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার বিংশতি কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে বেদ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্তবিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা বুধমণ্ডলীর অপাঠ্য। যাস্কের পূর্ব্বেও বেদশব্দের নিরুক্ত বর্ত্তমান ছিল, তাহা যাস্কই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"স্থূলোষ্ঠীবির্নক্ষপয়তি ন স্নেহয়তি—ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়তে ইতি শাকপূনিঃ—ঔর্ণনাভনামকো-মুনির্জুহোতি ধাতো কৎপয়ো হোতৃশব্দো মন্যতে।" ইত্যাদি।

স্থূলোষ্ঠীবি, শাকপূনি ও ঔর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা যাস্ক মুনির নিরুক্তের সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋগ্বেদের দেবতা। প্রথমতঃ দেবতা দুই শ্রেণী।—যাগাঙ্গ দেবতা এবং স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। স্তোত্র বা শস্ত্র*। যাহার গুণমাহাত্ম্যাদি বর্ণনাপূর্ব্বক প্রশংসা করা

---

* স্তোত্র এবং শস্ত্র এতদুভয়ের এইমাত্র প্রভেদ যে, গীতের উপযুক্ত মন্ত্রদ্বারা যে স্থানে দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র, আর যাহা গীতের অনুপযুক্ত মন্ত্র-তাহা শস্ত্র।

যায়, সে সকল স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। যজ্ঞকালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা যাগাঙ্গ দেবতা। ঋক্ সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম, রূপ, মাহাত্ম্যবর্ণনা দৃষ্ট হয়, ঐ সকল দেবতা না শস্ত্রাঙ্গ না যাগাঙ্গ, কেবল পূজা বা উপাসনার অনুকল্প প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি, * বায়ু, ইন্দ্র-বায়ু, মিত্রাবরুণ, আশ্বিন, ঐন্দ্র, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মরুৎ, অগ্নিবিশেষ, (সুসমিদ্ধ, ইতীদ্ধ, সমিদ্ধ বাগ্নি, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইল, বর্হির্দেবী, দ্বার, উজ্জাসো, নক্তা,) দৈব্য, হোতৃযুগল, প্রচেতাদ্বয়, সরস্বতী, নাভারতা, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পুষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্যবিশেষ) মরুদ্গণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, সদসস্পতি,

* "অগ্নির্বৈদেবতা তস্যৈতানি নামানি—সর্ব্ব ইতি প্রাচ্য আচক্ষতে ভব ইতি যথা বাহিক পশূনাম্পতি রুদ্রোঽগ্নিরিতি তান্যস্যাশান্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সন্তাম্যম্" ইতি শতপথ ব্রাহ্মণ।

নারাশংসী, দক্ষিণা, ঋভু, সবিতা, দ্যু, বিষ্ণু * অপ, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী, অগ্নায়ী, বরুণানী, বৈষ্ণবী, প্রজাপতি, উলূখল, মুষল, হরিশ্চন্দ্র, অধিষবন, উষঃকাল ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে। এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেফ, হিরণ্য, স্তূপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস, প্রস্কন্ন, (ঘোর ঋষির পুত্র) কুৎস, প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অযুজোবৃহতী, প্রস্তার-পংক্তি, প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দুইটী স্তোত্র নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইন্দ্র।

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর।
মহামতি ইন্দ্র সর্ব্বগুণাকর!
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুর সুস্বরে করিব গান।
কোমল, মধুর, নবীন গাথায়,
যাহাতে দেবের মানস ভুলায়
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ।

* অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য

২

এস এস দেব ছাড়ি সুরপুর
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—
এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ।
শুভ্রময় অগ্নি উৎসের সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
শুন—করযোড়ে করি বন্দন।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ
এস এস ইন্দ্র এমর্ত্ত্য ভবন
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমানপথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সুরবালা দলে
বিস্ময়-উৎফুল্ল-লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় সুবর্ণরথে।

পাংসুরে ঋগ্বেদঃ ১ম মণ্ডলং। এই স্তোত্র পৌরাণিক চতুর্ভুজ বিষ্ণু বুঝাইতেছে না। যাস্ক কবি ইহার অর্থ করিয়াছেন "বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ কথমিতি যদাহঃ ত্রিধা নিধাত্র পদং নিধত্তে পদং নিধানং প।"

৪

বসো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্নব্যঞ্জনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধদ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার
(দেবের দুর্লভ অপূর্ব্ব ধন)
করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান
করিতেছি, শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

৫

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে শরণ
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন
সুধা-সোমরস করিয়া পান
জয় জয় দেব বজ্রনাদ কর।
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান।

ঊষা।*

১

পরিণেতা যোষা সমদীপ্তি দান
ক্রোদের হৃদয়ে—(সুখের নিদান,)

* এই কবিতাটী ইতিপূর্ব্বে আনাঙ্কুরে প্রকাশ হইয়াছিল।

তোমার কৃপায়, অয়ি উষাদেবি!
ঘোর অন্ধকার হইল নাশ।
উঠিল মানব তব পদ সেবি,
তব কান্তিচ্ছটা হ'লো প্রকাশ॥

২

দূরে বা নিকটে করিয়া গমন
চেতাইলে যত জীব অগণন,
সবে স্বীয় কার্য্যে হলো ধাবমান
হেরিয়া তোমার মধুর বেশ,
ধন প্রসবিতা কৃপার নিদান
সুবর্ণ বরণ শোভা অশেষ॥

৩

দ্যুদেবতা পুত্রী কমনীয়া উষা
অঙ্গে শোভে সদা রমণীয় ভূষা,
স্তুতি প্রিয় অতি, মরণ-রহিত,
এস যজ্ঞস্থানে ডাকি তোমায়।
কর দেব-বালা আমাদের হিত
নিয়োজিত মোরা তব পূজায়॥

৪

যথা প্রভাতের হইলে আলোক,
তোমার আজ্ঞায় যত দেবলোক

সোমরস পানে আনন্দ অন্তরে
যজ্ঞস্থানে সবে করে গমন।
গো, অশ্ব, অন্ন আমাদের ঘরে
তেমতি কৃপায় কর স্থাপন॥

৫

দুর্ব্বল হউক বিপক্ষের বল,
তব জয়ধ্বনি আমরা সকল
পবিত্র হৃদয়ে করিব প্রদান।
বিচিত্র বসনা মঙ্গলময়ি!
সতত করিব তব যশঃ গান
হই যেন মোরা বিপক্ষ জয়ী॥
অয়ি উষাদেবি! দ্যুলোক-দুহিতা,
বশিষ্ঠ প্রভৃতি যাজ্ঞিক-পূজিতা,
তোমার রূপেতে তমঃ হয় দূর—
বিশ্ববরণীয় মধুর রূপ।
তব কৃপা সদা পাইতে প্রচুর
হইয়াছি মোরা অতি লোলুপ॥৬॥

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। "ইন্দ্র" এই শব্দই দেবতা। তদ্ভিন্ন "ইন্দ্র" এই শব্দের অর্থ সহস্রাক্ষাদিযুক্ত কোন জীব নাই। যাগ-কালে দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্যভূত দেবতার "ইন্দ্রায়

স্বাহা” এই মন্ত্রমাত্র। মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে।

“ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ”

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতা-দিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাই-তেছে। ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ একটি যাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগের আহ্বান করিতে হয়, যদি দেবতা শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমনকালে যজমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এক-কালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠান করা উচিত কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে যে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, “ইন্দ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধি হইবেক। “বজ্রহস্তো পুরন্দরঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সকল স্তুতিবাক্যমাত্র। জৈমিনি এইরূপ

দেবতা ও যজ্ঞসম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য গ্রহণ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে সোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা * পার্ব্বতীয় লতাবিশেষ। সামবেদীয় ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোমযাগ প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত হয় তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে, কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ হোগ সাহেব এই লতার আস্বাদ অতীব তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক লিখিয়াছেন † কিন্তু বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে লিখিত আছে সোমলতার রস সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত হর্ষজনক যথা ঋগ্বেদ—

* Asclepias Acida. † Ait. Br. vol. II, p. 439.

"যৎসানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্যা স্পষ্ট কর্ত্ত্বং।
তদিন্দ্রোহর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণি রেজতি।"

যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্ব্বতশিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাঁহাদিগের সোম-যাগ আরম্ভ করা হয়। ইন্দ্র তৎকালে যজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।

"প্রবো ম্রিয়ন্ত ইন্দং বো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মূষদঃ।"

১ম, ২৬ ব, ৪ অনুবাক ১৪ সূক্ত।

হে ইন্দ্র আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট-রূপে সোম সম্পাদন করা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তি-কর, হর্ষের হেতু, বিন্দু বিন্দু করিয়া নিষ্কাসিত, অতি মধুর এবং চমূ অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে। পুনশ্চ "অশ্বিনৌ পিবতং মধু" অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমার! এই মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ সর্ব্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা আছে, বিশেষ ঊনিশবর্গে সোমসূক্ত নামক ঋকসমূহে সোমের স্পষ্ট মিষ্টাস্বাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। সোমের রস দুগ্ধের ন্যায় ও গাঢ় যথা "সন্তে পয়াংসি সমুযন্ত বাজা" অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পয় অর্থাৎ ক্ষীর সকল

তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্ণসম্বন্ধে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে—

"রাজ্ঞোনুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গভীরং তব সোম ধাম—"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ইহাতে এইমাত্র অনুভব হইতেছে, যে সোমের বর্ণ জলের ন্যায় শুভ্র। সোমলতার আকার পূতিকা * (পুঁই শাকের মত) লতার সদৃশ হইবার সম্ভাবনা, কেন না সোম-লতার অভাবে পূতিকা লতার বিধান আছে—"সাদৃশ্যে প্রতিনিধিঃ" শাস্ত্রকারেরা কোন বস্তুর অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্তুন্তরের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন। সোমা-ভাবে পূতিকা বিধি যথা—

."সোমাভাবে পূতিকামভিষুনুয়াৎ।" শ্রুতিঃ।

ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমাভাব-স্থলে পূতিকা বিধানের অনেক বাক্য আছে।

সোমতন্তু অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা যথা—

আপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ।

ভবানঃ সুশ্রব স্তমঃ সখাবৃধে। ১৪ অ, ১১ সূক্ত।

---

* Guilandina Bonduc.

অর্থাৎ হে অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি তোমার সমুদায় তন্তু দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টিকারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আছে। যথা—

"গয়স্কানো অমিহা বসুবিৎপুষ্টিবর্দ্ধনঃ।" ১৪অ, ৯১সূ।

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধিকারী, রোগ-সমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্য কালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ করেন। যথা—

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষত্বং রজিষ্যমনুনেষিপথাং।"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধিদ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাসন করা হইত। ইহা রাখিবার পাত্রকে চমূ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্মনির্ম্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম গ্রহ।

ঋগ্বেদে পুরুরবা যযাতি প্রভৃতি রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় যথা

"মনুষ্য দগ্নে অঙ্গিরস্বদাঙ্গিরো যযাতিবৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুচে।"

বেদের সংহিতা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও

অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায়;* ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না, তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদানুযায়ী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা, পার্থিব অবস্থা, মনুষ্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সহজেই এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলে অনির্ব্বচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসন্ধের বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ স্থির করা গেল। ভাষা (১), পার্থিব অবস্থা (২), জীবপ্রকৃতি (৩), তাহাদের ব্যবহারপদ্ধতি (৪), ইহার

---

* "ঋচঃ সামানি চ্ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।" অথর্ব্ব বেদ।

স্পষ্টতার জন্যে চারিটী কালেরও উল্লেখ হউক—বৈদিক কাল (১), আর্ষকাল (২), আচার্য্যকাল (৩), পরাভূতকাল (৪), যেকালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য। আর্ষকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্ষকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূতকাল, বর্ত্তমানকাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই চারিটী কালের সহিত উপরোক্ত চারিটী বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

এক্ষণে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কি না? অনুসন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতারা কিম্বা আর্য্যেরা যাহাকে

"গৌঃ" বলিতেন, তৎকালে অসুরেরা তাহাকে "গাবী" "গোনী" "গোপোৎলী" ইত্যাদি বলিত। তাঁহারা শত্রুদিগকে "হে অরয়!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অসুরেরা "হে লয়" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অসুর, তাহারাই মধ্যকালের ম্লেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি "চোদিতন্তু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ম্লেচ্ছ সাংকেতিক পদার্থকেও যজ্ঞকার্য্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আসুরিক বাক্যকে ম্লেচ্ছবাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। "পিক" "নেম" "সত" "তামরস" প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্ব্বকালের অসুরেরা বা ম্লেচ্ছরাই ব্যবহার করিত। তাহারা কোকিলকে "পিক," যামকে ও অর্দ্ধভাগকে "নেম," পদ্মকে "তামরস" বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে অসুর বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্দৃষ্টে ম্লেচ্ছ ও অসুর একপ্রকার অবস্থাপিত বলিতে হইবে। তবে "ম্লেচ্ছ" এই নামান্তর হইবার অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায়

সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহায় আর সন্দেহ নাই। বিশেষত,—

"তেঽসুরা হেলয় হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূব তস্মা-ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ ম্লেচ্ছোহবা যদেষ অপশব্দঃ।"

ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অসুর, তাহারাই ম্লেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল। "নাযজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ" ইত্যাদি মন্ত্র-কাণ্ডেও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটী নিগূঢ় কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমানকালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন, বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নয়। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অনুসারে রচিত—যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার ও সংস্থান এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই সকল বস্তু

বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধঘটনা এক্ষণকার রীতিবহির্ভূত। মনে করুন—"সত্যং ত্বেষা অমবন্ত ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহং কৃণ্বন্ত্য বাতাং।" ঋগ্বেদের ১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ সূক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠমাত্রে, বোধ হয় কেহই বুঝিবেন না। না বুঝিবার অন্য কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐরূপ রীতি আমরা কখন অনুভব করি নাই। "সত্যং" এই শব্দটী আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে "ত্বেষা" বুঝিলাম না, আমাদের বুদ্ধি—ত্বু +এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে "ত্বিষ্" শব্দের ব্যবহার করি—তেমনি স্থলে "ত্বেষা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। "ত্বেষা" ঐ ত্বিষ শব্দেরই তুল্য। "অমবন্তঃ" অম শব্দে বল বুঝায়। "অম" এইটী যে বলের একটী নাম তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না সুতরাং বুঝিতেও পারি না। "ধন্বঞ্চিদা" "ধন্বন্" মরুভূমি "চিৎ" প্রায়শঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে কিন্তু "চিদা" এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ। ঐ আকারটীর সহিত "অবাত্যাং" শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমন্তাৎ। এইরূপ অর্থ হইবে, ইত্যাদি। পূর্ব্বে ব্যাকরণ ছিল না। যথা—

"বৃহস্পতি রিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতি পদোক্তানাং শব্দানাং শব্দ পারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।"

এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালে চীন দেশীয় বর্ণমালার ন্যায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কৌশলসম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই চারি জাতি শব্দ স্থির হইল।

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোঽস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ।"

শব্দসমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উপরোক্ত রূপক বাক্যটী লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলি উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই চারি প্রকার পদসমূহ ঐ বৃষের শৃঙ্গ। তিনটী কাল তাহার পদ। সুপ্ ও তিঙ্ তাহার মস্তক। সাতটী বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভাব হইবামাত্র শব্দ কার্য্য রব করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা

নানাপ্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা নহে, কেন না, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং "ব্যাকরণ" এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিরুক্তগ্রন্থ, বর্ত্তমান কোষগ্রন্থ এ সকলের পূর্ব্বেও ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্ক মুনিও অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পূর্ব্বে "বৃহদুৎপলিনী" "উৎপলিনী" প্রভৃতি কোষগ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পর্য্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পাণিন্যাদি সম্পূর্ণ আদিম আচার্য্য নহেন। বৈদিকগ্রন্থে বলের নাম আটাইশ, সংগ্রামের নাম ছ-চল্লিশ, অপত্যের নাম পনর, বাক্যের নাম সাতান্ন, ধনের নাম আটাইশ ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম দশ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর

নাম পঞ্চাশটী ছিল এখন পাঁচটীও নাই, এতদূর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি ম্লেচ্ছ শব্দ সাধারণে চলিত আছে। ম্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে পারসী কি ইংরাজী, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে বিদুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

ফল ম্লেচ্ছভাষাসম্বন্ধে যেরূপ আর্য্যশাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে, ম্লেচ্ছভাষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই ম্লেচ্ছভাষা। ম্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে।

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্যবশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্যয়বশতঃ, কোথাও বা বর্ণ লোপ বশতঃ স্থল বিশেষে বর্ণ স্বরাদি বিকৃত হইয়া ম্লেচ্ছভাষা নামে প্রচলিত হইয়া যায়। কাম শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে উক্ত প্রকার ভাষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন

ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও অসুর ম্লেচ্ছদিগের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন। কাণ্ব শতপথ ব্রাহ্মণে, ইন্দ্র অসুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইমাং চিত্রাধ্যাং মদীয়ামিষ্টকামুপধাস্তে"—তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ইষ্টকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অসুরেরা উত্তর করিল "উপছি" এটী উপধেহি হইলে শুদ্ধ হইত, কিন্তু বর্ণলোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ "তেঽসুরা হেলয় হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ" এস্থলে "হেলয়" এই শব্দের স্থানে দেবতারা বা আর্য্যেরা "হেঽরয়" প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্য্যয়ানুসারী ম্লেচ্ছভাষা জানিতে হইবেক।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিক কাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হোগ সাহেব অনুমান করেন বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ও ব্রাহ্মণভাগ ১২০০ খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্ব্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত।

এক্ষণে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যাঁহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন। পরে ক্রমে উহা পুত্রপৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ কিন্তু সে সময় "তরমুজের বোঁটাসম টীকি শোভে শিরে" ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মস্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, এই শাস্ত্রীয় টীকির নাম "বেড়ী।" ইহা ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিখা রাখার পদ্ধতি ছিল যথা—

"দক্ষিণকপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়াস্ত্রিকপর্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে॥"

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদিককালে টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত যথা—মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন।

"অসমা মুক্তাবপেষু বস্তুন বীহায়াদিত্যোকে। অথাপি ব্রাহ্মণং এব রিক্তো বা শিহিতস্তম্বের তবেৰ শিধানং বজিত্বা॥"

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, কেন না গৃহস্থ ব্যক্তির মস্তক আবরণশূন্য হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই ঐ আবরণস্থানীয়।

বৈদিককালের আর্য্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা কৃষিকার্য্যেই বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী ইষ্টকে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গৃহাদিও ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত হইত; আদিমকালে অসভ্যজাতি অসুরেরা দৌরাত্ম্য করিত এবং আর্য্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজার দ্বারা গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাব্য প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সে সময় আর্য্যজাতির ব্রীহি (ধান্য) যব, মাষ-কলাই, তিল, ওষধি (শস্য) বীরুৎ (লতা) করম্ভ (ফল) "ব্রীহি মধো যব মধো মাস মধোতিলং" প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্যভিন্নও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

সোমরস এবং বিবিধ প্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরাবিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদমধ্যে আর্য্যজাতির নানাপ্রকার ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকেই ব্যবসাকার্য্য দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আদিমকালে মনুষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু বলেন,—সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর, কলিতে ১০০ বৎসর; এসকল কল্পনামাত্র; কেন না বেদে দেখা যায় পুরুষের আয়ু শত বৎসর—"ধত্তে শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ"—পুনশ্চ ঋক্ মন্ত্রে দেখা যায় আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন "জীবেমঃ শরদঃ শতম্" অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীর্ব্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন "দাতা শতং জীবতু"—দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য এতৎসম্বন্ধে এস্থলে বাহুল্য আলোচনা করিলাম না।

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

Let us sit upon the ground
And tell sad stories of the death of kings.
(K. Richard), Richard II

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা খৃষ্টজন্মের আটাত্তর বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টওৎপল বিক্রমাদিত্যকে শকের সৃষ্টিকর্ত্তা স্থির করিয়াছেন। শালিবাহনকে, শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতানুসারে শকারি বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকে (৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন।

এস্থলে আমরা বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের কাল নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদিগের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। আমরা অদ্য মহারাষ্ট্রাধিপতি শালিবাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্রপ্রদেশের প্রতীষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরীতটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন।

শালিবাহন শক, এক্ষণে মহারাষ্ট্রপ্রদেশের নর্মদা নদীর দক্ষিণে, এবং বিক্রমাব্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শালিবাহন, তৎপরে বিজয়াভি-নন্দন, নাগার্জ্জুন ভূপতি এবং কল্কী এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ
ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

এতৎসম্বন্ধে বোম্বাইপ্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ কহেন, যুধিষ্ঠিরের শক * ৩০৪৪ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসরমাত্র প্রচ-লিত হইয়া প্রতীষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই

---

* ইহার সহিত বৃহৎসংহিতার ১৩ অং ৩ শ্লোকের ঐক্য নাই। যথা "আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শক কালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষি-মণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। এই যুধিষ্ঠিরের শক ২৬২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল।

এই শ্লোকটী রাজতরঙ্গিণীতে অবিকল ঐরূপে পঠিত হইয়াছে।

শকের পরে গৌড়দেশের ধারাতীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের শক ৪০০০০০ বৎসর এবং অবশেষে ষষ্ঠ নৃপতি কর্ণাটদেশের করবীরপত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বৎসর প্রচলিত হইবে। আমাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস নাই, সুতরাং তদ্বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

জিনপ্রভাসূরী-প্রণীত কল্পপ্রদীপনামক জৈনগ্রন্থে সাতবাহন নৃপতির একটী গল্প লিখিত আছে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ প্রতীষ্ঠানপুরীর বিবিধ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, তথায় এক কুম্ভকারগৃহে কতিপয় ব্রাহ্মণ একটী ভগিনীসহ বাস করিতেন। একদা তাহাদিগের ভগিনী গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শেষনাগ, তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করতঃ তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারই গর্ভে সাতবাহন জন্মগ্রহণ করিলেন। জিনপ্রভাসূরী কহেন, লোকে তাহাকে এই কারণে সাতবাহন বলিত। যথা "সনোতের্দানার্থত্বাৎ লোকৈঃ সাতবাহন* ইতি ব্যপদেশং

* "সাতবাহন ইতি ব্যপদেশং লম্ভিতঃ" এইরূপ পাঠ বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়। এতদনুসারে এবং "প্রাকৃতে সাতবাহনঃ" এই বাক্য অনু-

লম্ভিতঃ” অর্থাৎ সনধাতু-নিষ্পন্ন সাত শব্দের অর্থ দান, তিনি দানে রত ছিলেন, অর্থাৎ দানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অত্যন্ত দাতা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সাত-বাহন বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রভাষায় শালিবাহনচরিতেও এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। তাহার শেষে লিখিত আছে যে, বিক্রম সাত-বাহন দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উজ্জয়িনীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রতীষ্ঠান সাতবাহনের রাজধানী। তাহা তিনি সুরম্যহর্ম্ম্য-পরিখাবেষ্টিত দুর্গদ্বারা পরি-শোভিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপাঠের সকল লোককে ঋণমুক্ত ও অধীন করতঃ তাপী পর্য্যন্ত জয় করিয়া স্বীয় শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভাসূরী কহেন, তিনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুদৃশ্য চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জৈনধর্ম্ম সাতবাহনের প্রযত্নে উজ্জ্বলপ্রভা ধারণ করিয়াছিল। রাজশেখরকৃত প্রবন্ধ-কোষেও সাতবাহনকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ প্রতীষ্ঠান-

---

সারে ‘সাতবাহন’ নাম হওয়াই উচিত এবং বিশুদ্ধ। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আবৃত্তি অনুসারে ‘সতবাহন’ নামও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পুরীর অধীশ্বর বলা হইয়াছে। জিনপ্রভাস্থরী ১৫ শত সম্বৎ মধ্যে ও তিলকস্থরির শিষ্য রাজশেখর ১৪০৫ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেখর চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে অন্যান্য কবি প্রভৃতির মধ্যে সাতবাহন, বঙ্কাচুল, বিক্রমাদিত্য, নাগার্জ্জুন, উদয়ন্‌, লক্ষণসেন এবং মদন বর্ম্মণ, এই সপ্ত নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জিনপ্রভাস্থরী এইরূপ প্রতীষ্ঠান রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

জীয়াজ্জৈত্রং পত্তনং পুতমেত-
দ্দোদাবর্য্যা শ্রীপ্রতীষ্ঠানসংজ্ঞং।
রত্নাপীড়ং শ্রীমহারাষ্ট্রলক্ষ্ম্যা
রম্যাং হর্ম্যৈর্নেত্রশৈত্যৈশ্চ চৈত্যৈঃ॥১॥
অষ্টাষষ্টির্লৌকিকা অত্র তীর্থা
দ্বাপঞ্চাশজ্জজ্ঞিরে চাত্র বীরাঃ। ১॥
পৃথ্বীশানাং ন প্রবেশোঽত্র বীর-
ক্ষেত্রত্বেন প্রৌঢ়তেজো রবীণাং॥২॥
নশ্যতীতি পুটভেদনতোঽস্মাৎ
ষষ্টিযোজনমিতঃ কিল বর্ত্ম।
বোধনায় ভৃগুকচ্ছমগচ্ছ-
দ্বাজিতো জিনপতিঃ কমঠাঙ্কঃ॥৩॥

অম্বিতত্রিনবৎতের্নবশতা
অতয়েত্র শরদাং জিনমোক্ষাৎ।
কালকোব্যথিত বার্ষিকমার্য্য
পর্ব্ব ভাদ্রপদশুক্লচতুর্থ্যাম্ ॥ ৪ ॥
তত্তদায়তনপংক্তি বীক্ষণা-
দত্র মুঞ্চতি জনো বিচক্ষণঃ।
তৎক্ষণাৎ সুরবিমানধোরণী
শ্রীবিলোকবিষয়ং কুতূহলং ॥ ৫ ॥
সাতবাহনপুরঃসরা নৃপা
শ্চিত্রকারি চরিতা ইহাঽভবন্।
দৈবতৈর্বহুবিধৈরধিষ্ঠিতে
চাত্র সত্রসদনান্যনেকশঃ ॥ ৬ ॥
কপিলাত্রেয়-বৃহস্পতি-পঞ্চালা
ইহ মহীভৃদুপরোধাৎ ।
স্বস্বচতুর্লক্ষ গ্রন্থার্য্যং
শ্লোকমেকমগ্রথয়ন্ ॥ ৭ ॥
(সচায়ং শ্লোকঃ)
জীর্ণে ভোজনমাত্রেয়ঃ কপিলঃ প্রাণিনো দয়া।
বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চাল স্ত্রীষু মার্দ্দবং ॥ ৮ ॥
অস্যার্থঃ।
শ্রীমান্ প্রতীষ্ঠান নগর জয়যুক্ত হউন্। এই নগর

গোদাবরী নদীর তীরসম্ভূত অতি পবিত্র।* মহারাষ্ট্র লক্ষ্মী কর্তৃক আলিঙ্গিত। নয়নশীতলকারি চৈত্য ও রমণীয় হর্ম্ম্যসমূহে ভূষিত। এখানে ৬৮ সংখ্যক তীর্থ বা ৬৮ জন আচার্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫২ জন বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ১॥ এখানে শত্রু রাজারা প্রবেশ করিতে পারে না। বীরগণের জন্মভূমি বলিয়া অতি তীক্ষ্ণতেজা সূর্য্যও এখানে প্রখর কিরণ বর্ষণ করেন না॥ ২॥ জিননাথ কমঠাঙ্ক জ্ঞানদানের নিমিত্ত এই স্থান হইতেই ভৃগুকচ্ছে অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ৬০ যোজনপরিমিত এক প্রসিদ্ধ পথ উদ্ভাবিত হইয়াছিল॥ ৩॥ এই জিনপতির নির্ব্বাণপ্রাপ্তির কাল হইতে ৯৯৩ বৎসরের পরে এই স্থানে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী তিথিতে ভগবানের পর্ব্ব (উৎসব) হইয়া থাকে॥ ৪॥ এই স্থানে প্রাসাদশ্রেণীর শোভা দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দেবপুর দেখিবার কুতূহল থাকে না॥ ৫॥ সাতবাহন প্রভৃতি রাজাগণ, যাহাঁরদিগের চরিত্র অপূর্ব্ব ও কার্য্য অদ্ভুত, তাঁহারা এই স্থানেই জন্মিয়াছিলেন। এখানে অনেক দেবতার অধিষ্ঠান আছে এবং অনেকশত দেবভবন আছে॥ ৬॥

* মহাভারতে আর এক প্রতিষ্ঠান নগরের উল্লেখ আছে, তাহা প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী এবং তাহা ঝুশ মধ্য 'প্রতিষ্ঠান' শব্দের বাচ্য।

এই খানে কপিল, আত্রেয়, বৃহস্পতি, পঞ্চাল ইঁহারা রাজার উপরোধে চারিলক্ষপরিমিত গ্রন্থের অর্থ অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিন্যাস করত একটী শ্লোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। (সে শ্লোক এই) ॥ ৭ ॥ আত্রেয় জীর্ণ হইলে পর ভোজন, কপিল প্রাণীর প্রতি দয়া, বৃহস্পতি অবিশ্বাস, পঞ্চাল স্ত্রীর প্রতি মৃদু ব্যবহার ॥ ৮ ॥

শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের অনেক নৃপতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব—রত্নাবলী, নাগানন্দ, ও প্রিয়দর্শনিকা নাটিকা। বিক্রমাদিত্য—কোষগ্রন্থ। মুঞ্জ—মুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা। ভোজদেব—* অশ্বায়ুর্ব্বেদ, রাজ-বার্ত্তিক, (যোগাসূত্রটীকা) যুক্তিকল্পতরু, কামধেনু, রাজমার্ত্তণ্ড, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও তত্ত্বপ্রকাশ। শূদ্রক—মৃচ্ছকটিক। কান্যকুব্জাধিপতি মদনপাল—মদনবিনোদ, নিঘণ্টু রচনা করেন। হেমাচার্য্য বিক্রমাদিত্য, শালি-বাহন, মুঞ্জ, ও ভোজ, এই চারি বিখ্যাত গ্রন্থকার

---

* ভোজদেবের একখানি ব্যাকরণ আছে, তাহা সুপ্রাপ্য নহে। সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। যথা অত্র ভোজঃ দলিবলি স্থলিরণি ক্ষনি ত্রপিক্ষপয়শ্চেতি পপাঠ।

ইহা ভিন্ন বৈদিক নিঘণ্টুভাষ্যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারি নৃপতি প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে একজন সংস্কৃত কবি কহিয়াছেন।

"ধাতর্ভ্রাতরশেষযাচকজনে বৈরায়সে সর্ব্বথা।
[illegible] ক্রম [illegible] ভদ্ধ্র [illegible] ভাঃ [illegible]ঃ॥
"অত্যন্তং চিরজীবিনো ন বিহিতাস্তে বিশ্বজীবাতবো।
মার্কণ্ডধ্রুবলোমশপ্রভৃতয়ঃ সৃষ্টাহি দীর্ঘায়ুষঃ॥"

অর্থাৎ, একজন যাচক বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। হে বিধাতঃ! তুমি পৃথিবীর যাচকগণের প্রতি অত্যন্ত বৈরাচরণ করিয়াছ, যেহেতু যাঁহারা এই পৃথিবীস্থ যাচকগণের জীবন সেই সমস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রম, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাকে দীর্ঘজীবী না করিয়া মার্কণ্ড, ধ্রুব ও লোমশ প্রভৃতি কতকগুলি অকর্ম্মণ্য মনুষ্যকে দীর্ঘায়ু করিয়াছ !!!

প্রবন্ধ চিন্তামণির চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে লিখিত আছে, শালিবাহন বুধগণের সাহায্যে ৪০০০০০ গাথা বা প্রাকৃত কবিতা রচনা করেন। তাহা (গাথা কোষ) নামে প্রসিদ্ধ। বাণভট্ট হর্ষচরিতে এই কোষ প্রবন্ধের বিষয় লিখিয়াছেন যে,—

" অবনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতম্॥"

অর্থাৎ সাতবাহন চিরস্থায়ী অগ্রাম্য (যাহা বিরক্তিকর নহে) এবং বিশুদ্ধজাতি (অর্থাৎ ছন্দো-বিশেষ,) দ্বারা রত্ন-ভাষিত কোষের ন্যায় অভিধান রচনা করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিক মহোদয় কহেন, যে তিনি বাজীননিবাসী কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শালিবাহন সপ্তসতী নামধেয় এই গাথাকোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। উক্ত রাওসাহেব আধুনিক মহারাষ্ট্রভাষার সহিত উহার ভাষার এইরূপ ভিন্নতা দেখাইয়াছেন।

মহারাষ্ট্রী	মরাঠী	অর্থ
অত্তা	আতে	পিতার ভগিনী
ঝুরই	ঝুরতো	দুঃখ
পাব	পাব	পাওয়া
ওট্ঠো	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ
তুইজ্ঝ	তুজ্ঝে	তোমার
মইজ্ঝ	মাজ্ঝে	আমার
সিপ্পি	শিম্পি	ঝিনুক
পিক্কং	পিকলেলেং	পক
পাড়ি	পাড়ী	গাভী

মহারাষ্ট্রী	মরাঠি	অর্থ
চিখিখল্লো	চিখল	কর্দম
ফলই	ফাড়িতো	চক্ষের জল
চ্ছিল্লী	সাল	বৃক্ষের ত্বক্
পোট্ট	পোট	উদর
শোণার	সোণার	স্বর্ণকার
রুন্দো	রুন্দ	প্রশস্ত
তুপ্পং	তুপ	ঘৃত
মঞ্জরম্	মাঞ্জর	মার্জ্জার
জুন্নং	জুনেং	বৃদ্ধ
ওল্লং	ওলেং	আর্দ্র
চুক্কং	চুকী	ভুল
বোড়	মুলগা	বালক

মুঞ্জ সর্ব্বপ্রথম মরাঠী কবি। তিনি ১৩০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর খানেশ্বর ভগবদ্গীতার টীকা মরাঠি ভাষায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। তাহাঁদিগের ভাষার সহিত শালি-বাহন সপ্ততীয় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইবেক। ইহাতে বোধ হয় শালিবাহন সপ্তশতী প্রাচীন গ্রন্থ। সেরূপ ভাষার অপর একখানিও গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত নাই।

শালিবাহন সপ্তসতী সপ্তঅধ্যায়ে বা শতকে বিভক্ত। প্রত্যেক শতকের শেষে এইরূপ একটী করিয়া কবিতা আছে। যথা—

রসি অ জন হি অ অ দ ই এ কই বচ্ছল পমুহ
সুকই ণি ম্ম বি এ। সত্ত সতম্মি সমত্তং পঢ়মং
গাহা সত্যং এ অম্॥

অর্থাৎ সুরসিকগণের আনন্দবর্দ্ধক কবিকুলচূড়ামণি কবিবৎসলকৃত প্রথম শত গাথা (৭০০ মধ্যে) শেষ হইল।

এই গ্রন্থ সাতবাহন বা শালিবাহনকৃত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না ইহাতে অনেক স্থলে গোদাবরী ও বিন্ধ্যাচলের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ইহার প্রচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। গ্রন্থখানি সমুদায় শালিবাহনের লেখনীপ্রসূত নহে, তাহার মধ্যে দুই স্থলে শালিবাহন ও বিক্রমের প্রশংসাসূচক কবিতা আছে। তাহা অপর কোন কবিপ্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শালিবাহন-সপ্তশতীর টীকাকার কহেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কবির রচিত কবিতাও আছে। যথা,—

বোদিশ্ব, চুল্লই, অমররাজ, কুমারিল, মকরন্দ সেন ও শ্রীরাজ।

জৈন লেখকগণ কহেন, শালিবাহন জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে।

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। শালিবাহন প্রাকৃত ভাষারই কবি ছিলেন তদ্বিষয়ে "প্রাকৃতে সাতবাহনঃ" এইরূপ বাক্য প্রচলিত আছে। লক্ষণ সেনের সভাসদ শ্রীধরদাস সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে ৪৪৬ কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাহার মধ্যে শালিবাহনের নাম নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন নাই।

কাশ্মীরনিবাসী সোমদেব ভট্ট সঙ্কলিত কথা সরিৎসাগর গ্রন্থের প্রথম লম্বকে যে শতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাদিগের আলোচ্য নৃপতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বৃহৎ কথার শতবাহন মহারাজ নন্দের সম-সাময়িক। আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য শালিবাহন বা সাতবাহন। শালিবাহন সপ্তসতীর গ্রন্থকার ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শক একালপর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপ্রদেশে প্রচলিত আছে।

বুদ্ধদেবের দন্ত।

The tooth-relic, of a colour like a part of the moon, white as the *kunda* flower and new sandal-wood, caused with its radiance palace gates, mountains, trees, and the like to appear for a moment as if they were formed of polished silver.—*The Dathávansa, Chap. V., translated by M. C. Swámy.*

বুদ্ধদেবের দন্ত।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ শাক্যসিংহকে দেববৎ মান্য করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার নির্ব্বাণের পর হইতেই তাঁহার মূর্ত্তি সম্মানের সহিত মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেববৎ সম্মান করিতেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ স্তব করিতেন যথা—

নৌমি শ্রীশাক্যসিংহ-সকল-
হিতকরং ধর্ম্মরাজং মহেশং।
সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানকায়ং ত্রিমলবির-
হিতং সৌগতং বোধিরাজং॥

এই স্তব ভক্তিপ্রকাশক। হিন্দুশাস্ত্রেও গুরুদেবের চরণপূজা প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাও সেইমত তাহাদিগের প্রধান গুরু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেও তাঁহার মূর্ত্তির উপাসনা করিত। ইহা পৌত্তলিক উপাসনা

নহে, কেবল ভক্তিপ্রকাশক উপাসনামাত্র। অদ্যাপিও সিংহলদ্বীপে বুদ্ধমূর্ত্তির সমীপে বৌদ্ধগণ পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা পূজার প্রণালীতে প্রদত্ত হয় না।

খৃষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখীয় পূর্ণিমা রজনীতে শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার চিতাস্থিত ভস্ম স্বর্ণপাত্রে বৌদ্ধ স্থবিরগণকর্ত্তৃক নানাদেশে প্রেরিত হইয়া তাহার উপরে চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণ দ্বারা তাঁহার অস্থিখণ্ড সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। ধর্ম্মাশোক এই সকল অস্থিখণ্ড এবং চিতাস্থিত ভস্ম পুনরায় বিভাগ করত নানাস্থানে প্রেরণ করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে বটবৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ধ্যান করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আদি বৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ এপর্য্যন্ত সিংহলদ্বীপে বর্ত্তমান আছে। মগধ হইতে এই বটবৃক্ষের শাখা, ধর্ম্মাশোক তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যশাসনকালে অনুরাধাপুরে প্রেরণ করেন ও তথায় উহা মহামেঘাস্মের প্রমোদকাননে রোপিত হয়। যথা—মহাবংশ।

অথরসহি অসমহি ধম্মাশোকেশ রাজিনো।
মহামেঘ অনাবামে মহাবোধি পতিৎওহি॥

সিংহলে মহারাজ তিষ্যের রাজ্যশাসনকালে খৃঃ পূঃ ২৮৮ বৎসরে ঐ বটবৃক্ষ রোপিত হয়। এই বটবৃক্ষ এপর্য্যন্ত সজীব আছে। ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ২১৬৪ বৎসর বুদ্ধদেবকে স্মরণ রাখিবার জন্য বৌদ্ধগণ এই-রূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের দন্ত একাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই দন্ত দেখিবার জন্য প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সিংহলের মন্দিরে অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। উহা কান্দীর মালি গাওয়া মন্দিরে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ব্রহ্মদেশের রাজদূতগণ ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই মন্দির ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। একাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ এই মন্দিরে বুদ্ধদন্তদর্শনাভিলাষে গমন করিয়া থাকে। এই দন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপি-বদ্ধ করা যাইতেছে।

বুদ্ধের এই দন্তের ইতিবৃত্ত বিবিধ পালিগ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে "দালাদবংশ" বা "দাতধাতু বংশ" অতি প্রাচীন এবং বিস্তীর্ণ, তাহা সিংহলদেশীয় প্রাচীন ইলুভাষায় ৩১০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; ইহার পালিভাষায় ধর্ম্ম কীর্ত্তিথের দ্বারা অনুবাদিত "দাতবংশই" প্রসিদ্ধ

ও প্রচলিত। দাতবংশের রচনা অতি মনোহর এবং প্রাঞ্জল। অনুরাধাপুরের পালতীনগরের রাজ্ঞী লীলাবতীর রাজ্যশাসনকালে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মকীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিলেন। "তিনি দাতবংশ" ভিন্ন চন্দ্রগোমিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা, ও পালি, বিনয় ও অঙ্গুত্তর গ্রন্থের টীকা এবং বিনয়সঙ্ঘনামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাবংশে দাতবংশের ও বুদ্ধদন্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা।

নয়মিত স অসাস্তি দাতধাতুম মহা মহে সিপো।
ব্রাহ্মনি কচি অঘায় কলিঙ্গমহ ইধানয় ই॥
দাতাধাতু সয়ন সম্মহি উত্তেন উধিনা সতন্।
গহেত্ত বহু মন্নেন কটয়া গমনম্ মুত্তমনম্॥
পক্কিপিত্ত করণঙাম্‌মি হি উসিদ্ধ ফলিকুম্ভয়ে।
দেবানন্ পিয়তীস্মেন রাজ উত্তমহি করোতি॥
ধম্মচক্কেয় গিহে অজ্জয়ত্তিম্ মহীপতি।
ততোপট্টেয়তন গেহন্ দাথ ধাতু ঘরণ অহু॥

অর্থাৎ

তাঁহার (শ্রীমেঘবাহনের) নবমবর্ষ রাজ্যশাসন সময়ে দাতবংশের বর্ণিত বিবরণানুসারে কোন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী বুদ্ধের দন্ত কলিঙ্গ হইতে আনয়ন করেন। তাহা তিনি

(রাজা) ভক্তিসহকারে "ফালিক" প্রস্তরনির্ম্মিত আধারে "দেবপিয়," তিস্স নির্ম্মিত ধর্ম্মচক্র গৃহে রাখিয়াছিলেন।

দাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সাতান্ন শ্লোকে লিখিত আছে; ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংহের দন্ত তাঁহার নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খৃঃ পূঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশের দন্তপুর* নগরাধিপ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ও তাহার পুত্র ও পৌত্র করী এবং সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে দন্তপুরে অপর রাজগণের শাসনপর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ বুদ্ধদন্তের বিবরণ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না। একদা তিনি নগরমধ্যে মহাসমারোহ দৃষ্টে প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য কি নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে?" তাহাতে একজন বৌদ্ধ স্থবির ক্ষেমাচার্য্যের আনীত বুদ্ধদন্তের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধচরিত্রের প্রকৃত মহিমা অবগত হইয়া তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল। এবং তিনি স্বরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষ-

* প্রাচীন তত্ত্ববিৎ কনিংহেম সাহেব অনুমান করেন ইহার আধুনিক নাম রাজমহেন্দ্রী।

বাদিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ এইরূপে দন্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলিপুত্রাধিপ পাণ্ডুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ নৃপতি চৈতন্যকে গুহসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পাটলীপুত্রে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চৈতন্য অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দন্তপুরে প্রবেশ করিলে, গুহসিংহ তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনানন্তর বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্মিল। গুহসিংহ চৈতন্যকে বুদ্ধদন্ত দেখাইলে তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করত দন্তের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাব বিস্মৃত হইয়া সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতন্যের সমভিব্যাহারে বৈরভাব পরিত্যাগ করত মাণিক্যময় পাত্রে বুদ্ধদন্ত লইয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডু, চৈতন্য ও তাঁহার সৈন্যগণের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং যে দন্তপ্রভাবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দন্তখণ্ড প্রজ্জ্বলিত হুতাশনমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে দন্ত ভস্ম না হইয়া রথচক্রের ন্যায় বৃহৎ পদ্ম মধ্যে মণিমাণিক্য আধারে উহা কুন্দপুষ্পের শোভা ধারণ করিয়া রহিল *। পাণ্ডু এতদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দন্ত হস্তিপদ দ্বারা দলিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। পরিশেষে তিনি উহা লৌহমুদগর দ্বারা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে উহা সেই লৌহমুদ্গরে সংযোজিত হইয়া রহিল। কেহই তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। তৎপরে সুভদ্র নামক বৌদ্ধ পুরোহিতের আজ্ঞায় উহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার হস্তস্থিত সুবর্ণ-পাত্রে পতিত হইল। রাজা পাণ্ডু এ সকল দৃষ্টে এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন; অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের "রত্নত্রিতয়" অবগত হইয়া, সুগতের পবিত্র

---

* দাতবংশ তৃতীয় অধ্যায়।

পদ্ম মধ্যে মণির আধারে দন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় "ওঁ মণি পদ্মহো হ্রীং" বৌদ্ধ মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।* তিনি এই দন্তের নিমিত্ত মনোহর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এক জন নৃপতি এই দন্ত প্রাপ্তির জন্য পাটলীপুত্রে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাণ্ডু দ্বারা সমরে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহসিংহ বুদ্ধদন্তখণ্ড পুনরায় স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অধিককাল তিনি উহা রাখিতে পারেন নাই। ক্ষেরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দন্ত পাইবার আশয়ে যুদ্ধযাত্রা করিলে গুহসিংহ আপনাকে হীনবল ভাবিয়া উহা গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তীরাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার সঙ্গে গোপনে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া "দেবানম্ পিয়" তিস্স নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন।

---

* পাণ্ডু বুদ্ধদন্ত দন্তপুরাধিপের নিকট হইতে লইয়া যে ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করেন, তাহার উল্লেখ এইরূপ পালিভাষার লিপিতে দিল্লীর প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত আছে—"দেবানম পিয় পাণ্ডু সোরাজা হিয়ন অহ সত্যাধিস্যতি যশ অভিশিতেন মেইয়ন ধম্মলিপি লিখ পিতহি। দন্তপুরতো দশনম উপাদায়িন" ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত দাতবংশ ৫ম অধ্যায় মধ্যে বুদ্ধদন্তের অনেক অলৌকিক বিবরণ বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই দন্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ আমরা কতিপয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহলদ্বীপে মহাসমারোহ সহকারে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

১২৬৮ খৃষ্টাব্দে এই দন্ত কান্দীর মালিগবা মন্দিরে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধভাষায় সুপণ্ডিত মৃত টারনার সাহেব কহেন ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রথম ভুবনেক-বাহুর রাজ্যকালে পাণ্ডুদেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি অরিচক্রবর্ত্তী সিংহল জয় করিয়া এই দন্ত-খণ্ড পাণ্ডুনগরে আনয়ন করেন। তৎপরে উহা পুনরায় তৃতীয় পরাক্রম নৃপতি পাণ্ডুনগরাধিপকে পরাজয় করত সিংহলের মন্দিরে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করেন। রেবিরো নামক ইতিবৃত্তলেখক কহেন যে, উহা ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগিজ যুদ্ধের সময় কনষ্টেনটাইন ডিব্রা-গাঞ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিংহলবাসী বৌদ্ধ-গণ এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা বুদ্ধদন্ত ধ্বংস হইবার নহে, ইহা মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সিংহলীয় আধুনিক ইতিবৃত্তে লিখিত

আছে যে, ঐ দন্ত পোর্টুগেজ যুদ্ধের সময় সক্রাগামের মন্দিরে লুক্কায়িতভাবে রাখা হইয়াছিল। এজন্য তাহা কনেষ্টেনটাইন ডিব্রাগেঞ্জা বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ যাহাই বলুন না কেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক্ষণে কান্দীর মন্দিরে যে বুদ্ধদন্ত আছে, কখনই তাহা মনুষ্যের দন্ত নহে। উহা কুম্ভীরের দন্ত, এবং সিংহলবাসী সুপণ্ডিত মুতুকুমার স্বামীও তাহাতে ঐক্যমত হইয়াছেন। বর্ষে বর্ষে মহাসমারোহের সহিত এই দন্ত সিংহলবাসী-গণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের নাম "দালাদ পিঙ্কয়া।"

সমাপ্ত।